কশাকদের রূপকথা

শ্রীজ্ঞানাচার্য শর্মা





কশাকদের রূপকথা

শ্রীজ্ঞানাচার্য শর্মা

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০ বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট • কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি. এ.
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ বৈশাখ, ১৩৮৯

প্রচ্ছদপট ও চিত্র ঃ শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

মূল্য ঃ বার টাকা

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বাগ
নিউ নিরালা প্রেস
৪, কৈলাস মুখার্জী লেন
কলিকাতা—৭০০ ০০৬

ভূমিকা

শিশুর অন্তরে যেমন ঘুমিয়ে থাকে "শিশুর পিতা," তেমনি প্রত্যেক "শিশুর পিতা"র অন্তরেও ঘুমিয়ে থাকে একটি ক'রে শিশু। তাই মানুষ আজীবন স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে। বাস্তব জগতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে হাঁপিয়ে ওঠে তার মন। তাই সে মনে মনে গড়ে নেয় একটি কল্পনার জগৎ, যেখানে কোন কিছুতেই মানা নেই। এই প্রবণতারই ফলশ্রুতি রূপকথা, যা গড়ে উঠেছে সব দেশে, সব মানুষের সমাজে, হোক না সে দেশ গ্রীনল্যাণ্ডের মত বরফে ঢাকা, আরবের মত ঊষর মরুময় বা তিব্বতের মত রুক্ষ পর্বতাকীর্ণ। তাই রূপকথার সৃষ্টি হয়েছে কশাকদের মধ্যেও, বাস যদিও তাদের একান্তে, দুর্গম অঞ্চলে, মানবসভ্যতার অগ্রগতির ঢেউ যদিও লাগেনি তাদের গায় বহু, বহুদিন।

আশ্চর্যের কথা এই যে বাস্তবে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করলেও, কল্পনার জগতে কশাকদেরও রয়েছে অন্যান্য মানব-গোষ্ঠীর সাথে অদ্ভুত মিল। তাদের রূপকথার রাজ্যেও আছে দৈত্য-দানো, ড্রাগন, ডাইনী। তারা রূপ পরিবর্তন করে যেমন ইচ্ছা, যখন খুশি ; কথা কয় পশু পক্ষীরা। বিশেষ মিল রয়েছে ভারতীয় রূপকথার সাথে, নাগকন্যা ও নাগপুরুষের ছড়াছড়িতে, যারা ইচ্ছামত সাপের খোলস ছুঁড়ে ফেলে বেরিয়ে আসে সুন্দর সুকুমার রূপ নিয়ে।

স্বকীয়তারও অবশ্য অভাব নেই। প্রত্যেক জাতির রূপকথায়ই তার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ থাকবেই। তাই কশাকদের নিত্য-প্রয়োজনীয় ঘোড়া ও কুকুরের দেখা মিলবে প্রায় প্রত্যেক গল্পেই। অপরাধীর সবচেয়ে প্রচলিত শাস্তি হচ্ছে, তাকে বুনো ঘোড়ার লেজে বেঁধে ছেড়ে দেওয়া।

অভিনবত্বেরও কমতি নেই কিছু। কামধেনুর কথা আমরা জানি, কিন্তু আমাদের অজানা রয়ে গেছে কল্প-ডিম্বের কথা, যার একটা থেকে অনায়াসে বেরিয়ে আসে, গরু, ভেড়া, ছাগল দলে দলে। এমন চিরুনি বা রুমালের কথাও আমাদের জানা ছিল না, যা নেড়ে দিলেই কখনও হ'য়ে যায় গভীর বন, কখনও বা উত্তাল সমুদ্রের উপর মস্ত পুল।

কশাকদের রূপকথার এই ছোট্ট সঙ্কলন পাঠকদের নতুনত্বের স্বাদ দেবে আশা করি।

সূচীপত্র



যেই না বের করা অমনি বড় রাজপুত্র তার মস্ত তলোয়ার দিয়ে মারেন এক কোপ। (দুই রাজপুত্র পৃঃ আঠাশ)

ড্রাগন কন্যা



এক বনের রাজা ছিল এক ভরতপাখী। তার রাণী ছিল এক নেংটি-ইঁদুর। একদিন দুজনে মহা ঝগড়া। কি ব্যাপার? না, গমের শেষ দানাটি ইঁদুরটি একাই খেয়ে ফেলেছে, ভরতপাখীকে একটুও ভাগ না দিয়ে। লেগে গেল প্রচণ্ড যুদ্ধ দুজনে। ভরতপাখীর পক্ষ নিল রাজ্যের যত পাখী, আর ইঁদুরের দলে ভিড়ল সব পশুর দল। পাখীরা সব উড়ে উড়ে জন্তু-জানোয়ারদের মাথায়, গায়ে ঠুকরে ঠুকরে কাহিল ক'রে ফেললে। পাখীদের কিছুই করা যাচ্ছে না। তাড়া খেলেই তারা সোঁ করে উড়ে চড়ে বসে গাছের মগডালে। জন্তুর দল তো আর উড়তে পারে না। তারা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে, আর পড়ে পড়ে মার খায়।

ইঁদুর দেখলে মহা মুশকিল। অনেক ভেবে ভেবে সে এক বুদ্ধি বের করলে। সব পিঁপড়েদের ডেকে হুকুম দিলেঃ "আজ রাতে যখন পাখীর দল ঘুমিয়ে থাকবে, তখন তোমরা সার বেঁধে গাছে উঠে, যেখানে যত পাখী দেখবে, সবার পালক কুঁরে কুঁরে খেয়ে ফেলবে। খবরদার, পাখীরা যেন টের না পায়। খুব চুপিসাড়ে কাজ সারবে।"

যে কথা সেই কাজ। পাখীরা সব ঘুমুতে গেলে, রাতের অন্ধকারে গাছে গাছে উঠে পিঁপড়ের দল সব পাখীর পালক খেয়ে মুড়িয়ে দিল। পাখীরা টেরও পেল না। ভোর হতেই, যেই তারা 'যুদ্ধং দেহি' বলে আকাশে লাফিয়ে উঠল, অমনি ধুপ ক'রে পড়ে গেল মাটিতে। ডানার পালক তো আর একটিও

নেই। কি ক'রে ভেসে থাকবে আকাশে ? জানোয়ারদের মহা ফুর্তি। তারা অপেক্ষা ক'রেই ছিল। পাখীরা মাটিতে আছড়ে পড়তেই, তারা ছুটে এসে তাদের কপাকপ্ খেয়ে ফেলল।

একটা ঈগল পাখী কিন্তু বেঁচে গেল। ভোর হ'তে ডানা ঝাড়া দিতেই তার কেমন কেমন ঠেকল। কৈ, আওয়াজ তো হ'চ্ছে না। আরে, গায়ে যে একটি পালকও নেই! সে করলে কি, গাছের মগডালে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকল। এদিকে সব পাখীরা যখন পড়ে ম'রে গিয়ে জন্তু-জানোয়ারদের পেটে চালান হ'য়ে গেল, তখন আপনা থেকেই যুদ্ধ গেল থেমে। রাজা ভরতপাখী, রাণী নেংটি ইঁদুরের কাছে হার মেনে তার বশংবদ হ'য়ে আবার ঘর সংসার করা শুরু ক'রে দিল। কিন্তু ঈগল পাখীটি সেই এক জায়গায়ই চুপ ক'রে বসে আছে। না থেকে উপায়ই বা কি? ওড়ার তো আর ক্ষমতা নেই, নড়াচড়া করলেই তো প'ড়ে যাবে। আর নড়াচড়া করার শক্তি-ই বা কোথায়? না খেয়ে খেয়ে পেট তো পিঠে ঠেকেছে। কে আর তার মুখে খাবার এনে পুরে দেবে?

একদিন হয়েছে কি, এক ব্যাধ এসেছে সেই বনে শিকার করতে। ঈগলটাকে দেখেই সে তার ধনুতে তীর জুড়ল। ঈগল পাখীটা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল: "দোহাই তোমার, দোহাই তোমার, আমায় মেরো না। আমায় বাঁচতে দাও। তুমি দেখে নিও, একদিন আমি তোমায় ঠিক এর প্রতিদান দেবো।"

ব্যাধ ভাবলে, দেখাই যাক্ না। গাছে উঠে সে নামিয়ে আনলে ঈগলটাকে। ঈগল বললে, "ছ্যাখো ভাই, আমার তো ডানা মুড়োনো। এখন তো আমার কিছুই করার ক্ষমতা নেই। যদি তুমি আমাকে বছর কয়েক রোজ কিছু কিছু মাংস খাওয়াতে পারো, তাহ'লে আবার আমার পালক গজায়। তাহ'লে আমি আবার উড়তে পারি। তখন দেখো, তোমার ঋণ কেমন ক'রে শোধ করি।"

ব্যাধ ভাবলে, ঠিক আছে, দেখি শেষ পর্যন্ত। সে রোজ মাংস যোগাড় ক'রে খাওয়াতে লাগল ঈগলটাকে। দেখতে দেখতে কেটে গেল পুরো তিন বছর। আস্তে আস্তে পাখীটার ডানা ভ'রে গেল ছোট ছোট পালকে। ধীরে ধীরে পালকগুলো বাড়তে লাগল। শেষে একদিন দেখা গেল, পাখীটা আবার আগের মতো হয়েছে। নতুন পালকে ঢাকা তার ডানা দুটো হ'য়ে উঠেছে আগের চেয়েও সুন্দর আর জোরালো। ডানা ঝাপটা দিয়ে সে ব্যাধটাকে ডেকে বলল, "এবারে এসো, উঠে ব'সো আমার পিঠে।"

ব্যাধটা ভয়ে ভয়ে বললে, "শেষটায় যদি প'ড়ে যাই।"

ঈগলটা ধমকে উঠল: "যা বলছি, তাই করো না।"

ব্যাধ কি আর করে? মনের ভয় মনে চেপে রেখে উঠে বসে ঈগলটার পিঠের উপর। বসামাত্রই সোঁ ক'রে ঈগলটা উড়ে যায় আকাশে আর তারপরই ডানা ঝাপ্‌টে ফেলে দেয় লোকটাকে পিঠ থেকে। হাঁউমাঁউ ক'রে লোকটা পড়তে থাকে মাটিতে, শূন্যে ডিগবাজী খেতে খেতে। মাটিতে আছড়ে পড়ার আর মাত্র হাত কয়েক বাকী, এমন সময় ঈগলটা আবার সাঁ করে নেমে এসে পিঠ পেতে দেয় তলায়।

লোকটা ধপ্ ক'রে পড়ে তার পিঠের ওপরই। দম ফিরে পেয়ে ব্যাধ কেঁদে বলে, "তোমায় এতদিন ধ'রে খাইয়ে দাইয়ে সুস্থ করলাম, তার এই প্রতিফল দিলে তুমি?"

ঈগলটা হেসে বলে, "রোসো, রোসো। আচ্ছা, বল তো আকাশপথে প'ড়ে যাচ্ছিলে যখন, কেমন লাগছিল তোমার?"

লোকটা বলে: "তা আবার জিজ্ঞেস করছো তুমি? ভয়ে শ্বাস বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ম'রে গেলাম।"

ঈগলটা তার বাঁকানো ঠোঁটে বাঁকা হাসি হেসে বললে: "বাপু হে, আমারও ঠিক ঐ একই অবস্থা হ'য়েছিল যখন তুমি আমার গায়ে তীর ছুঁড়তে গিয়েছিলে। তা এবার শোধবোধ হ'য়ে গেল। এখন আমার পিঠে সুস্থ হ'য়ে ব'সে থাকো। ছাখো, কোথায় নিয়ে যাই তোমায়।"

ব্যাধের তো ভয়ে চোখ কপালে উঠে গেছে। "আবার ফেলে টেলে দেবে না তো?" মুখ কাঁচুমুচু ক'রে কাতরে ওঠে সে।

বাঁকা ঠোঁটে অভয় দিয়ে ঈগল বলে, "না হে না। তুমি আমার এত উপকার করেছ তার শোধ দিতে হবে না আমায় এবার? শোনো, আমি তোমাকে নিয়ে যাব সেই দূর পাহাড়ের মাথায়, যেখানে থাকেন আমার বুড়ো বাবা আর মা। আমায় অনেকদিন না দেখে তাঁরা অস্থির হয়েছেন। তোমাকে দেখে তাঁরা আমার কথা জিজ্ঞেস করবেনই। তখন তুমি বাবার কাছ থেকে যাদু-ডিমটা চেয়ে নিও। বোলো যে ওটা না পেলে তুমি মুখই খুলবে না। ঐ যাদু-ডিমেই তোমার সব অভাব ঘুচবে।"

কথা শেষ করেই ঈগলটা উঠতে থাকে সোজা উপর দিকে। দুই ডানার মাঝখানে জড়োসড়ো হ'য়ে ব'সে থাকে লোকটা। অনেকটা দূর ওড়ার পর, দূরে দেখা গেল একটা উঁচু পাহাড়ের চূড়া। সোজা সেই দিকে উড়ে চলল ঈগলটা। পাহাড়ের কাছে পৌঁছতে, শিখরের কাছাকাছি দেখা গেল একটা গুহামুখ। ব্যাধকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে ঈগলটা অপেক্ষা করতে লাগল বাইরে। গুহার অন্ধকার চোখে স'য়ে আসতেই ব্যাধ দেখল, গুহার এককোণে এক বুড়ো ঈগল ব'সে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ভয়ে ভয়ে কাছে এগিয়ে যেতেই, বুড়ো শুধোল: "হ্যাঁ গো মানুষের ছেলে, আমাদের ছেলেকে দেখেছো তুমি? আজ কতদিন হ'য়ে গেল সে চলে গেছে যুদ্ধ করতে, এখনও ফিরে এলো না। কি জানি বেঁচে আছে কিনা।" বলতে বলতেই বুড়োর চোখ ছলছল ক'রে উঠল।

সুযোগ বুঝে লোকটি ব'লে উঠল: "কোন চিন্তা নেই গো কত্তা। সে বেঁচেবর্তেই আছে, আমার সাথে দেখা হয়েছে যে তার।"

"তাই নাকি, তাই নাকি? কোথায় সে? নিয়ে আসতে পারো তাকে আমাদের কাছে? কতদিন তাকে দেখিনি।"

"হুঁ, খুব পারি। কিন্তু তার আগে যে আমাকে একটি জিনিস দিতে হবে দাদু!"

"জিনিস? কি জিনিস? বল, এক্ষুনি দিচ্ছি।"

"তোমার কাছে যে যাদু-ডিমটি আছে, ঐটি আমার চাই।"

"যাদু-ডিম? তার কথা আবার তুমি শুনলে কোথায়? ও নিয়ে তোমার কি হবে? তার চাইতে বরং এই পয়সাটা নাও। এটাই তোমার ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে।"

"উঁহু, তা হবে না দাদু। ডিম দাও তো দাও, নইলে এই চললাম আমি।"

কি আর করে বুড়ো? গোমড়া মুখ ক'রে লুকোনা আস্তানা থেকে যাদু-ডিমটা এনে দিয়ে দিল লোকটাকে। গুহা থেকে মুখ বের ক'রে ইঙ্গিত করতেই ঈগল ঝাঁ করে এসে ঢুকে পড়ল গুহায়। বুড়ো তো ছেলেকে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা। ব্যাধ তখন ডিমটি হাতে ক'রে বাপ-ছেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এল।

যাবার সময় বুড়ো সাবধান করে দিল: "খবরদার! পথেই যেন ডিমটা ভেঙ্গে না যায়। খুব সাবধানে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ডিমটার চারপাশে শক্ত ক'রে বেড়া দিয়ে দিও, অনেকখানি জায়গা জুড়ে। দেখবে, অল্পদিনের মধ্যেই ঐ ডিম থেকে বাচ্চা বেরিয়ে তোমার খোঁয়াড় যাবে ভরে গরু, ভেড়ার পালে। তাই বেচে অনেক টাকা পয়সা হবে তোমার।"

খুশিমনে বাড়ি ফিরে চলল ব্যাধ। যেতে যেতে তার খুব জলতেষ্টা পেল। একটা ফোয়ারার কাছে গিয়ে জল খেতে লাগল সে। মাথা নুইয়ে জল খাচ্ছে, এমন সময় পা পিছলে প'ড়ে গেল সে ডিমটার উপর, আর ডিমটা গেল ভেঙ্গে। যেই না ভাঙ্গা, অমনি একটা ষাঁড় বেরিয়ে পড়ল ডিমের খোলাটা থেকে, আর গড়িয়ে চলল হড়্‌হড়্‌ ক'রে। ব্যাধটা যত সেটাকে ধরতে যায় ততই সেটা আরও জোরে গড়ায়। শেষটায় লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে কপাল চাপড়াতে থাকে: "যেমন আমার বরাত, এত কষ্ট ক'রে যোগাড় করলাম ডিমটা, তাও ভেঙ্গে গেল নষ্ট হ'য়ে।"

খুব কাঁদছে লোকটা, এমন সময় এক বুড়ী ড্রাগন এসে হাজির। সব দেখেশুনে সে বললে, "ঠিক আছে, আমি ষাঁড়টাকে ডিমের খোলের ভিতর ঢুকিয়ে ডিমটাকে আবার জোড়া লাগিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু আমি যা চাইব, তাই দিতে হবে কিন্তু আমাকে।"

ব্যাধ বললে: "এই কথা? নিশ্চয়ই দেব। দাও তো দেখি ডিমটা ঠিক ক'রে, কেমন পারো তুমি।"

বুড়ী ড্রাগনটা তৎক্ষণাৎ ষাঁড়টাকে তাড়া করে ধরে চেপে চুপে ঢুকিয়ে দিলে ডিমের খোলের ভিতর, আর তারপর খোলটাকে জুৎসই ক'রে মেরামত করে দিলে। ডিম ফিরে পেয়ে ব্যাধ তো মহাখুশি। বুড়ী এবার মূলোর মতো দাঁত বের করে বললে: "আমার কথা আমি রাখলাম, এবার তোমার কথা তুমি রাখো। তোমার ছেলেটিকে আমায় দাও।"

বুড়ীর কথা শুনে ব্যাধের তো মুখ হাঁ। কিন্তু উপায় নেই, কথা দেওয়া হ'য়ে গেছে। বাড়ি ফিরে ছেলে আইভানকে তুলে দিলে সে ড্রাগন বুড়ীর হাতে।

আইভানকে বাড়ি নিয়ে গিয়েই বুড়ী ড্রাগন বললে: "ত্থাখ্, তোকে আমি তিনটে কাজ করতে

দেব। যদি তিনটে কাজই ঠিকমতো করতে না পারিস, তাহ'লে তোর রক্ষা নেই। তক্ষুনি তোকে খেয়ে ফেলব।"

ড্রাগনের বাড়ির চারদিকে ছিল ধূ-ধূ করা মাঠ। সেইদিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বুড়ী বললে: "আজ রাতের মধ্যেই ঐ মাঠ চ'ষে, আগাছা বেছে, গম বুনে, সেই গম পাকিয়ে, কেটে, ময়দা ক'রে আমার জন্য রুটি তৈরি ক'রে রাখবি। ভোর বেলা উঠে খাওয়ার টেবিলে যদি রুটি না দেখি, তা হ'লে তোর রক্ষা নেই।"

হুকুম দিয়ে বুড়ী তো চ'লে গেল। এদিকে আইভান বেড়ায় ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসল। এমন কাজ পারে কোনো মানুষ? বেড়ার খুঁটি জড়িয়ে বসে ছিল ড্রাগনের হাড়-জিরজিরে মেয়েটা। সবই শুনেছে সে। আইভানকে কাঁদতে দেখে সে এগিয়ে এল এবার। "কাঁদছ কেন? অত ভয় পাবার কি আছে? কথা দাও, আমাকে বিয়ে করবে, তাহ'লে আমিই তোমার হ'য়ে সব কাজ ক'রে দেব।" বললে সে।

চোখের জল মুছে আইভান বললে, "নিশ্চয়ই বিয়ে করবো তোমায়, যদি প্রাণে বাঁচি।"

"তাহ'লে এখন খেয়ে দেয়ে নাক ডাকাও গে। তবে হ্যাঁ, ভোর হ'লেই উঠে পড়ো। রুটিটা তুমিই হাতে ক'রে খাবার টেবিলে নিয়ে যেও। আমি সব ঠিক ক'রে রাখব'খন।"

আইভান খেয়ে দেয়ে শুতে গেল, আর এদিকে চোখের নিমেষে মেয়েটা সব জমির আগাছা তুলে, চাষ দিয়ে, গম বুনে ফেলল, আর ভোর হ'তে না হ'তেই গম কেটে, পিষে, রুটি তৈরি করে আইভানকে ডেকে তুলল বিছানা থেকে। "এই নাও রুটি। এবার এটা গিয়ে তুমি রেখে এসো বুড়ীর খাবার টেবিলে।"

ঘুম থেকে উঠে চোখ মেলে চারিদিকে তাকাতেই তো বুড়ীর চক্ষুস্থির। সারা মাঠ জুড়ে কাটা গমের গোড়াগুলো খোঁচা খোঁচা দাড়ির মতো মুখ উঁচিয়ে আছে। খাবার টেবিলে সাজানো আছে টাটকা রুটি। ঘোঁৎ ক'রে নিঃশ্বাস ফেলে বললে সে: "ঠিক আছে। প্রথম কাজটা তো দেখছি ভালভাবেই করেছিস। এবার দ্বিতীয় কাজের কথা শোন্। ঐ যে পাহাড়টা দেখছিস, ওটা খুঁড়ে তুলে ফেলে সেই খাতে বইয়ে দিতে হবে দ্নীপার নদীকে। তার পাশে তৈরি করতে হবে এক খামার বাড়ি। সেখানে জড়ো করে রাখবি এইসব কাটা গম, আর সেই সব গম বিক্রী ক'রে ফেলবি ঐ নদী দিয়ে যে সব সওদাগর যাবে ভারী ভারী নৌকোয় পাল তুলে, তাদের কাছে। হ্যাঁ, মনে রাখিস, এ সবই করা চাই আজকের রাতের ভিতর।"

ড্রাগন কন্যা শুনলো সব কাছেই লুকিয়ে থেকে। রাত হ'তেই সে চলে গেল পাহাড়ের কাছে শিস্ দিতে দিতে। দেখতে দেখতে পাহাড় হ'য়ে গেল সমতল, আর দ্নীপার নদী ঘুরে এসে বইতে লাগল তার উপর দিয়ে। মুহূর্তেই তৈরি হ'য়ে গেল গুদাম ঘর নদীর কিনারায়, আর তা ভ'রে উঠল সব কাটা গমে। তখন সে ঠেলে তুলে দিল আইভানকে ঘুম থেকে: "শীগগির যাও। এখনই সব ব্যাপারীদের নৌকো আসবে নদীপথে। তাড়াতাড়ি তাদের কাছে গমগুলো বেচে ফেল গিয়ে।"

আইভান লাফিয়ে নেমে এল বিছানা থেকে, দৌড়ে চলে গেল খামার বাড়ি। দেখতে দেখতে মহাজনী নৌকো সব ভিড়ল এসে গুদাম-ঘরের পাশে আর সব গম বিক্রী হ'য়ে গেল ভোরের আলো না ফুটতেই।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে বুড়ী দেখে সব কাজ করা হয়েছে তার কথামতো। কোথাও কোনো খুঁত নেই। রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে থাকে সে। "ঠিক আছে, বাছাধনকে মজা দেখাবো এইবার।" বিড়্‌বিড়্ ক'রে বলে সে। আইভানের দিকে ফিরে হুকুম দেয় বুড়ী ঃ "এবার তিন নম্বর কাজের কথা শোন্। আজকের রাত পেরোবার আগেই আমায় ধ'রে এনে দিবি সোনার খরগোস। যদি না পারিস, তাহ'লে রক্ষা নেই।"

বুড়ী সরে যেতেই মেয়ে কাছে এসে বললে, "এই রে! এইবার বুড়ী মোক্ষম অস্ত্র ছেড়েছে। বুড়ীর বাবা ছাড়া কেউ সোনার খরগোসের খবর জানে না। আমি অবশ্য একটা জায়গার কথা শুনেছি। চল, দেখি সেখানে গিয়ে, সোনার খরগোস মেলে কিনা।"

দুজনে মিলে তারা হেঁটে চলল। অনেক দূর গিয়ে মেয়েটি থমকে দাঁড়াল এক জায়গায়। সেখানটায় শুধু পাথর আর পাথর। একটা গর্তের দিকে আঙুল দেখিয়ে মেয়েটি বললে ঃ "আমি ঐ গর্তের মধ্যে ঢুকছি। ভেতর থেকে তাড়িয়ে সোনার খরগোসটাকে গর্তের মুখে পাঠাবো আমি। গর্ত থেকে বেরিয়ে এলেই তুমি ওটাকে ধরে ফেলো। হ্যাঁ, একটা কথা, যা-ই কিছু বেরোক্ গর্তের মুখ দিয়ে, সেটাকেই তুমি দু'হাতে ঠেসে ধরবে।"

আইভান ঘাড় নেড়ে চুপ ক'রে রইল, আর মেয়েটি ঢুকে গেল গর্তের ভিতর। খানিক বাদে হিস্ হিস্ করতে করতে গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো একটা সাপ। আইভান আর ভয়ে তার কাছে ঘেঁষ্‌ল না। কিছু পরে মেয়েটি গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো। আইভানকে খালি হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে বলল ঃ "কি ব্যাপার? গর্তের মুখ থেকে কিছু উঠে আসে নি?"

আইভান মিনমিন ক'রে বলল ঃ "এসেছিল তো। কিন্তু সেটা তো একটা সাপ। তার কাছে যাই কি ক'রে আমি, কামড়ে দেয় যদি?"

মেয়েটি কপাল চাপড়ে বলল ঃ "হায়রে কপাল! ঐটেই তো সোনার খরগোস। সাপের রূপ ধরে তোমায় ধোঁকা দিয়ে গেল। ঠিক আছে, আবার যাচ্ছি আমি ভিতরে। এবার যেন আর ভুল কোরো না।"

মেয়েটি আবার ঢুকে গেল গর্তের ভিতর। মাঝে মাঝেই জন্তু তাড়াবার ধুপ্‌ধাপ্ শব্দ আসতে লাগল গর্ত থেকে। কিছুক্ষণ পরে গর্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক বুড়ী। "এখানে কি খুঁজছ বাছা?" জিজ্ঞেস করলে সে আইভানকে।

আইভান বললে ঃ "সোনার খরগোস খুঁজছি আমরা।"

অবাক চোখে তাকিয়ে বুড়ী বলে ঃ "সোনার খরগোস? সে এখানে কোথায় পাবে? এটা তো সাপের আড্ডা।" ব'লেই তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে চলে যায় বুড়ী, লাঠি ঠুকতে ঠুকতে।



"আমি একটা গমের চারা হয়ে যাচ্ছি, তুমি একটা বুড়ো সেজে পাহারা দাও" (পৃঃ—আট)

সে চোখের বাইরে চলে যেতেই মেয়েটি বেরিয়ে এলো গর্ত থেকে। আইভানকে দেখেই সে বললে : "এবারেও দেখছি তোমার হাতে সোনার খরগোস নেই। হ'লো কি? আমি গর্তে ঢোকার পর কিছুই বেরোয় নি গর্ত থেকে?"

"বেরোবে না কেন? কিন্তু সে তো এক বুড়ী। এখানে সোনার খরগোস-টরগোস নেই ব'লে সে তো কাঁপতে কাঁপতে চলে গেল ঐদিকে।"—বুড়ী যেদিকে গেছে, সেদিকে আঙুল তুলে দেখায় আইভান।

"কি বোকা তুমি! ঐ বুড়ীটাকেই ঝাপটে ধরলে না কেন? ওটাই তো সোনার খরগোস। ছি! ছি! এবারেও তোমার চোখে ধুলো দিয়ে পালালো সোনার খরগোসটা। বুঝেছি, তোমার কম্ম নয় সোনার খরগোস ধরা। ঠিক আছে, আমি নিজেই সোনার খরগোস হ'য়ে যাচ্ছি। তুমি আমাকেই মা'র হাতে দিয়ে চট্ ক'রে পালিয়ে যেও, মা ঠিক ব্যাপারটা টের পাবার আগেই। ধরতে পারলে কিন্তু আর রক্ষা নেই।"

কথা ক'টি ব'লেই মেয়েটি দেখতে দেখতে একটি সোনার খরগোস হ'য়ে গেল। আইভান তাকে দু'হাতে তুলে ধরে হাজির হ'ল ড্রাগন বুড়ীর কাছে, রাত না পোহাতেই। টেবিলের এক কোণায় তাকে রেখে বলল : "এই নাও তোমার সোনার খরগোস। তোমার সব ক'টা কাজই তো ক'রে দিলাম আমি, এবার ছেড়ে দাও আমাকে।"

টেবিলের দিকে একনজর তাকিয়েই বুড়ীর মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল। ছোঁড়াটা তো আচ্ছা ত্যাঁদোড়! কিছুতেই এটাকে জব্দ করা গেল না? কিন্তু তিনটে কাজই যখন ঠিকমতো করেছে তখন ছেড়ে না দিয়েই বা উপায় কি? দাঁতে দাঁত ঘষে বললে বুড়ী : "ঠিক আছে, যা, পালা।"

বলামাত্রই তো আইভান দে ছুট্, দে ছুট্। এদিকে, খানিক বাদেই বুড়ী টের পেল আইভান তাকে ঠকিয়েছে। নিজের পেটের মেয়ের এই কাণ্ড! মাকে ছেড়ে যোগ দিয়েছে সে ঐ হতচ্ছাড়া আইভানের সাথে? তেড়ে গেল বুড়ী দাঁতমুখ খিঁচিয়ে মেয়ের দিকে। মেয়ে আর সেখানে দাঁড়ায়? খরগোসের রূপ ঝেড়ে ফেলে সে উর্ধ্বশ্বাসে ছোটে, যেদিকে আইভান গেছে সেদিকে। বুড়ীর তাড়া খেয়ে ড্রাগনবুড়োও ছোটে আইভান আর মেয়ের পিছনে। বুড়ীর জোর হুকুম, যেমন ক'রে হোক্, ও দুটোকে ধ'রে আনা চাই।

খানিক ছুটেই আইভান ও ড্রাগনের মেয়েটি বুঝল ছুটে পারা যাবে না ড্রাগনের সাথে। তার পায়ের ভরে মাটি কাঁপছে, সে এসে পড়ল ব'লে। চট্ ক'রে মেয়েটি দাঁড়িয়ে প'ড়ে বুদ্ধি যোগায় : আমি একটা গমের চারা হ'য়ে যাচ্ছি, তুমি একটা বুড়ো সেজে পাহারা দাও। বাবা এসে জিজ্ঞেস করলে বোলো, যখন তুমি গম বুনছিলে তখন দেখেছিলে একটি মেয়ে আর একটি ছেলেকে পালাতে।

বলতে বলতেই মেয়েটি হ'য়ে গেল একটি গম গাছ। পাকা গম দুলছে তার মাথায়। আইভানও একটা বুড়োর বেশ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে তার পাশে। একটু বাদেই বুড়ো ড্রাগন এসে পড়ল। আইভানকে

দেখেই সে থেমে প'ড়ে জিজ্ঞেস করল : "একটু আগে একটা ছেলে আর একটা মেয়েকে পালাতে দেখেছ এ পথে ?"

শেখানো মতো আইভান বলে : "দেখেছি বটে, কিন্তু সে তো অনেকদিন আগে। তখন গম বুনছিলাম আমি।"

বুড়ো সন্দেহের চোখে গম গাছের দিকে তাকায়। এ গাছে তো পাকা গম ত্বলছে। এ নিশ্চয় বোনা হয়েছে অনেক আগে। ছেলেমেয়ে দুটো তাহ'লে এ পথে যায় নি। অন্যপথ ধরল বুড়ো। তারপর এদিক ওদিক খুঁজে, কাউকে না পেয়ে ফিরে গেল বাড়ি। সব শুনে বুড়ী বলল : "কি বোকা তুমি! ঐ বুড়ো আর গমগাছ তো ওরাই। শীগগীর যাও আবার, গমগাছটাকে উপড়ে নিয়ে এসো, আর বুড়োটাকে টেনে নিয়ে এসো কান ধ'রে।"

ওদিকে মেয়েটি আবার নিজের রূপ ধ'রে আইভানের সাথে চলছিল দ্রুতগতিতে। খানিক বাদে আবার পিছনে মাটি কাঁপানো ভারী পায়ের শব্দ পেয়ে সে বুঝলো বাবাকে ঠকানো গেলেও, মাকে ঠকানো যায় নি। তৎক্ষণাৎ সে দাঁড়িয়ে প'ড়ে আইভানকে বলল, "ছাখো, বাবা আবার আসছে। আমি এবার হ'য়ে যাচ্ছি একটা পুরোনো মঠ, তোমাকে বুড়ো সন্ন্যাসী সাজিয়ে, কালো পোশাক পরিয়ে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছি তার গেটে। বাবা এসে জিজ্ঞেস করলে বোলো : যখন এই মঠটা তৈরি হচ্ছিল, সেই সময়ই মাত্র একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে চ'লে যেতে দেখা গেছে এই পথে, তার পরে আর কেউ যায় নি।"

বলতে বলতেই ড্রাগন এসে পড়ল। মেয়েটি হ'য়ে গেল একটা পড়ো-পড়ো পুরোনো মঠ, আর বুড়ো বেশী আইভান কালো পোশাক গায়ে, ধুঁকতে লাগল তার গেটের পাল্লা ধ'রে। ড্রাগন এসেই হাঁক পাড়লে : "এই বুড়ো, এই পথে একটা ছেলে আর একটা মেয়েকে যেতে দেখেছিস ?"

আইভান শেখানো মত খড়খড়ে গলায় বলল : "দেখেছিলাম তো বাপু, কিন্তু সে তো অনেকদিন আগেকার কথা। এই যে মঠ দেখছ এটা তখন তৈরির পথে।"

ড্রাগন চিন্তিত মুখে ভাঙ্গা মঠের দিকে তাকালো : "তাইতো, এ যে দেখছি অনেকদিন আগেকার মঠ। ছেলেমেয়ে দুটো তো তাহ'লে এ পথে আসেনি। ঘুরে গেল ড্রাগন অন্যদিকে। অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে কিনারা করতে না পেরে, ফিরে গেল বাড়ি শেষ পর্যন্ত। তার মুখে সব কথা শুনে, রাগে জ্বলে উঠল ড্রাগন-বুড়ী। "তোমার মতো হাঁদারাম তো কোথাও দেখিনি বাবা। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, তবু একটু বুদ্ধি হ'লো না তোমার? এটাও ধরতে পারলে না যে এ সবই তোমার ঐ শয়তানী মেয়ের কারসাজি? ঐ একশো বছরের পুরোনো বাড়িটাই তোমার মেয়ে আর ঐ বুড়ো-সাজা হারামজাদাটাই আইভান। কেন তুমি মঠটাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিলে না, ছিঁড়ে ফেললে না বুড়োটাকে টুকরো টুকরো ক'রে? নাঃ তোমাকে দিয়ে হবে না। আমাকেই ছুটতে হবে। যাই দেখি, ওরা কি ক'রে পালায়।" বলেই বুড়ী লাগায় ছুট রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে।

এদিকে তার পায়ের শব্দ পেয়েই মেয়ে বুঝতে পারে এবারে আর বাবা নয়, মা আসছে তেড়ে।

 নয়

আইভানকে হাত ধ'রে থামিয়ে সে বলে : "ত্যাখো, এবারে আর রক্ষা নেই। মা নিজে আসছে। এক কাজ করি। তোমাকে করে দিই একটা নদী, আর আমি মাছ হ'য়ে ঘুরে বেড়াই তাতে।"

যে কথা সেই কাজ। মুহূর্তের মধ্যে আইভান ব'য়ে যেতে লাগল নদী হ'য়ে, আর মেয়েটি একটি প্যার্চ্ মাছ হ'য়ে সাঁতরে বেড়াতে লাগল তাতে।

বুড়ী কিন্তু নদীর পাড়ে এসেই সব বুঝে ফেললে। "তবে রে, আমার হাতে পার পাবি?" বলেই ড্রাগন বুড়ী হ'য়ে গেল একটা বান মাছ, আর তাড়া ক'রে ফিরতে লাগল প্যার্চ্ মাছকে। কিন্তু সুবিধে ক'রে উঠতে পারল না বুড়ী। যেই সে ধেয়ে কাছে আসে, অমনি প্যার্চ্ মাছটা তার কাঁটাওয়ালা দিকটা তার দিকে ঘুরিয়ে ঝাপ্‌টা মারে। ক্ষতবিক্ষত হয় বান মাছ। বিরক্ত হ'য়ে ড্রাগন বুড়ী বলে, "দাঁড়া তবে। দেখাচ্ছি মজা। সব জল খেয়ে ফেলে শুকিয়ে মারব নদীটাকে। তারপরে দেখব তোর দৌড়।" ব'লেই বুড়ী চোঁ চোঁ ক'রে নদীর জল খেতে শুরু করল। খেতে খেতে পেট ফুলে জয়ঢাক হ'য়ে গেল। তবু তার থামার লক্ষণ নেই। সে শোধ নিয়ে ছাড়বে। শেষটায় একসময় তার পেটটা পটাং ক'রে গেল ফেটে, আর জিভ বের ক'রে দাঁত ছির্‌কুটে ম'রে পড়ে গেল বুড়ী।

এবারে ওরা নিশ্চিন্ত। আবার ছেলেমেয়ের রূপ ধরল ওরা। মেয়েটি বলল ছেলেটিকে : "এখন তো আর ভাবনার কিছু নেই। এবার তুমি একবার বাড়ি যাও। দেখে এসো সবাই কেমন আছে। তারপরে আমাকে এসে নিয়ে যেও। আমি এখানেই অপেক্ষা করছি তোমার জন্য। তবে একটা কথা, তোমার খুড়োর যে মেয়েটি আছে তাকে যেন চুমু খেতে যেও না তুমি। তাহ'লে কিন্তু আমার কথা মনেই থাকবে না তোমার।"

জোরে জোরে ঘাড় নেড়ে সায় দিল আইভান, তারপরে পা চালিয়ে দিলে বাড়ির দিকে।

বাড়ি গিয়ে দেখে তাদের সেই আগের দুরবস্থা আর নেই। যাদু-ডিমের কল্যাণে ভেড়া, গরু, ছাগলের ব্যবসা ক'রে তার বাবা রীতিমতো বড়লোক এখন। আইভানকে দেখে সবাই খুব খুশি। সে যে ফিরে আসবে এতো আর কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি। চুমু খেয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল সবাই। আইভানও চুমু ফিরিয়ে দিতে লাগল সবাইকে। কাকার মেয়ের মুখোমুখি হ'তেই ড্রাগন-কন্যার কথা মনে পড়ল তার। কিন্তু কি করবে আইভান? সবাইকে চুমু খেয়ে খুড়তুতো বোনের বেলায় যদি বাদ দেয়, তাহ'লে সে কি ভাববে? অন্য সবাইও মনে করবে, বাইরে থেকে থেকে সে নিতান্তই জংলী হ'য়ে গেছে। সাত পাঁচ ভেবে খুড়তুতো বোনকেও চুমু খেল সে। আর যেই না খাওয়া, অমনি ড্রাগন-কন্যার সব কথা মুছে গেল তার স্মৃতি থেকে।

মুখ শুকনো ক'রে ঘুরে বেড়ায় ড্রাগন-মেয়ে। আইভান গেছে অনেকদিন, অথচ কোন খোঁজখবর নেই তার। ওদিকে আইভান আছে মহাফুর্তিতে মা, বাবা, ভাইবোন নিয়ে। এমনি করে কাটল পুরো ছয় মাস। তারপরে তার মনে হ'লো, এবার একটা বিয়ে করা দরকার। মহা উৎসাহে কনে দেখা শুরু করল সবাই। অনেক দেখেশুনে খুব সুন্দরী একটি মেয়েকে ঠিক করলে তারা। মেয়েটিকে দেখে

আইভানেরও খুব পছন্দ হ'য়ে গেল। এমন ফুটফুটে চেহারা বড় একটা চোখে পড়ে না। সানন্দে বিয়েতে মত দেয় সে। যে নিজে ড্রাগনের মেয়ে হ'য়েও ড্রাগনের মুখ থেকে বাঁচিয়েছিল তাকে, তার কথা তো আর মনে নেই তার।

এদিকে বিয়ের খবর ড্রাগন-মেয়ের কানেও পৌঁছে। হাঁচড়ে পাঁচড়ে ছুটে আসে সে। বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যায় সে বিয়ের কেক্ ফেরী ক'রে বেড়াতে লাগলো রাস্তায় রাস্তায়। সুন্দরী মেয়ে কেক্ ফেরী ক'রে বেড়াচ্ছে, ভিড় জমে গেল সহজেই। আইভানও এসে মুখ বাড়ালো। তাকে দেখে মেয়েটি ঝপ্ ক'রে ব'সে পড়লো পথের পাশে। নানা জনে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। কিন্তু মেয়েটি কারুর কথার কোনো জবাব না দিয়ে একমনে কেক্ তৈরি ক'রে যেতে লাগল। কেক্ তৈরির মালমশলা দিয়ে সে একটি পুরুষ ঘুঘু আর একটি মেয়ে ঘুঘু তৈরি ক'রে তার ঝুড়ির পাশে রাস্তার উপর বসিয়ে দিলে। বসানো মাত্রই পাখী ছুটো কথা ক'য়ে উঠল। মাদী ঘুঘুটা জিজ্ঞেস করল মদ্দাটাকে : "তোমার জন্য আমি এক রাত্রের মধ্যে মাঠ পরিষ্কার ক'রে, গম বুনে, গম থেকে রুটি তৈরি করে ড্রাগন-বুড়ীর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম তোমায়, সে কথা কি তুমি একদম ভুলে গেছ ?"

মদ্দা ঘুঘুটা চেঁচিয়ে উঠল : "একদম, একদম ভুলে গেছি।"

মাদীটা আবার প্রশ্ন করলে : "পাহাড় সরিয়ে, তার জায়গায় দ্নীপার নদী বইয়ে, তার পাশে গুদাম ঘর তৈরি করে, সওদাগরদের কাছে গম বেচতে কেমন ক'রে সাহায্য করেছিলাম তোমায়, তাও কি তোমার একটুও মনে নেই ?

মদ্দাটা কঁকিয়ে উঠল : "একটুও না, একটুও না।"

আবার করুণ কণ্ঠে বলে মাদীটা : "কেমন ক'রে আমরা দুজনে মিলে গিয়েছিলাম সোনার খরগোসের খোঁজে, তাও মনে রাখ নি ? একেবারেই বুঝি ভুলে গেছ আমায় ?"

কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে মদ্দাটা : "একেবারে, একেবারে।"

পাখীদুটোর কথাবার্তা শুনে, স্মৃতির দুয়ার খুলে গেল আইভানের। একে একে মনে পড়তে লাগল তার সব কথা। মুহূর্তের মধ্যে সে দু'হাত বাড়িয়ে ধরল ড্রাগন-মেয়েকে, যে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে বারে বারে বাঁচিয়েছিল তাকে।

তারপরে আর কি ? মহা ধুমধামে বিয়ে হ'লো আইভানের সাথে ড্রাগন-কন্যার। সুখে ঘর-সংসার করতে লাগল তারা।



ট্রেম্‌জিন্‌ ও পাতালকন্যা নাস্‌তাসিয়া

এক কৃষকের ছিল এক ছেলে। ছেলেটি নিতান্তই ছোট। গরমকালে যখন তারা স্বামী-স্ত্রী গম কাটতে যেত, ছেলেটিকে শুইয়ে রাখত ক্ষেতেরই এক কোণে। একদিন তারা ছেলেটিকে অমনি ক'রে শুইয়ে রেখে গম কাটছে, এমন সময় কোথা থেকে এক ঈগল পাখী উড়ে এসে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল ছেলেটিকে। অনেকটা উড়ে গিয়ে পাখীটা এক বনের বিরাট এক গাছের মাথায় ছেলেটিকে তার নীড়ে শুইয়ে দিলে। ছেলেটির বাবা-মা আর তার কোন খোঁজ পেল না।

একদিন তিন ডাকাত ঐ বনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে শুনল, একটা গাছের ডগা থেকে বাচ্চা ছেলের কান্না ভেসে আসছে। কান্না শুনে তাদের মধ্যে একজন তরতর ক'রে উঠে গেল গাছের মাথায় আর ছেলেটিকে বগলদাবা ক'রে নামিয়ে নিয়ে এলো। ডাকাতরাই ছেলেটিকে লালন-পালন করতে লাগল। তারা ওর নাম দিল ট্রেম্‌জিন্‌। ট্রেম্‌জিন্‌ যখন যুবক, তখন তারা একদিন তাকে একটা ঘোড়া দিয়ে বললে, "অনেক দিন তো হ'লো। এবার তুমি বড় হয়েছ। নিজের বাবা-মাকে খুঁজে নাও গে।"

ট্রেম্‌জিন্‌ ঘোড়ায় চ'ড়ে বেরিয়ে পড়লো। কিছুদূর গিয়ে ঘোড়াটা বললে, "আর খানিক গেলেই

তুমি ঝর পাখীর (একরকম আগুনের মত উজ্জ্বল রংএর পাখী) একটা পালক দেখতে পাবে। খবরদার পালকটি যেন কুড়িয়ে নিও না। নিলে, অনেক দুঃখ আছে তোমার কপালে।”

ঘোড়ার কথাই ঠিক। আর একটা রাজ্যে গিয়ে পড়তেই ট্রেম্‌জিন্ দেখতে পেল অপূর্ব সুন্দর একটা পাখীর পালক পথের উপর প'ড়ে আছে। ট্রেম্‌জিন্-এর খুব লোভ লেগে গেল। ‘একটা ঘোড়ার কথায় এমন সুন্দর পালকটা ফেলে যাওয়ার কোন মানে হয়?’ এই ভেবে সে পালকটা তুলে নিল।

খানিক পরেই এলো একটা শহর। এক বিখ্যাত ধনীর বাস সেখানে। ট্রেম্‌জিন্ তাঁর কাছে গিয়ে চাকরী চাইলে। ট্রেম্‌জিন্-এর জোয়ান চেহারা দেখে ভদ্রলোকের পছন্দ হ'য়ে গেল। উনি তাকে চাকরীতে বহাল করলেন।

এখন হয়েছে কি, ট্রেম্‌জিন্ তার নিজের ঘোড়াটাকে রোজ দলাই মালাইয়ের পর ঝর পাখীর পালকটা দিয়ে ঝাড়ত ব'লে তার ঘোড়ার সারাটা গা একেবারে চক্‌চক্ ঝক্‌ঝক্ করত। অন্যান্য চাকররা প্রভুর ঘোড়াগুলোকে শত চেষ্টা ক'রেও অত ঝকঝকে করে তুলতে পারত না। তারা ভাবল, এ ব্যাটাকে তাড়াতে না পারলে তো আমাদের চাকরী যাবে। প্রভুকে ব'লে একে এমন একটা কাজের ভার দেওয়া যাক্, যা করা একেবারে অসম্ভব। তাহ'লে প্রভু নিজেই রেগে গিয়ে ওকে তাড়িয়ে দেবেন। তারা নিজেদের মধ্যে যুক্তি ক'রে ধনী লোকটিকে গিয়ে বলল : “ট্রেম্‌জিন্-এর একটা ঝর পাখীর পালক আছে। ও বলছে ও ইচ্ছে করলে একটা আস্ত ঝর পাখী আনতে পারে।”

শোনামাত্রই ট্রেম্‌জিন্-এর উপর হুকুম হ'লো, “নিয়ে এসো ঝর পাখী।” ট্রেম্‌জিন্-এর কোন কথাই কানে নিলেন না ভদ্রলোক। সোজা ফতোয়া জারি করলেন : যদি ট্রেম্‌জিন্ ঝর পাখী না আনতে পারে তাহলে তার গর্দান যাবে।

মনের দুঃখে ট্রেম্‌জিন্ কাঁদতে বসল। তার ঘোড়াটা তাই দেখে জিজ্ঞেস করল, “কি ব্যাপার ?”

ট্রেম্‌জিন্ সব খুলে বলল। শুনে ঘোড়াটা বলল, “এ আর এমন কি ব্যাপার ? সেই যে ধু ধু করা তেপান্তরের মাঠ, চল আমরা সেখানে যাই। সেখানে গিয়ে তুমি আমাকে ঘাস খেতে ছেড়ে দিয়ে নিজে উলঙ্গ হ'য়ে ঘাসের উপর শুয়ে পড়বে। খানিক পরেই দেখবে ঝর পাখী উড়ে এসে তোমার গায়ে বসবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার চোখে কোন আঁচড় না দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি চুপ ক'রে থেকো, কিন্তু তোমার চোখ ঠোকরাতে এলেই তুমি ওর ঠ্যাং দুটো ধ'রে ফেলো।”

ঘোড়ার কথামতো ট্রেম্‌জিন্ ঘোড়ার পিঠে চড়ে তেপান্তরের মাঠে পৌঁছাল আর ঘোড়াটাকে ঘাস খেতে ছেড়ে দিয়ে নিজে উলঙ্গ হ'য়ে শুয়ে পড়ল। একটু বাদেই ঝর পাখী ঝাঁ করে উড়ে এসে ট্রেম্‌জিন্-এর সারা গা ঠোকরাতে শুরু করল। যেই ওটা ট্রেম্‌জিন্-এর চোখে ঠোকর মারতে গেল অমনি ট্রেম্‌জিন্ ওর ঠ্যাং দুটো ধ'রে, ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে, একছুটে হাজির হ'ল তার প্রভুর কাছে।

ভদ্রলোক তো খুব খুশি। কিন্তু বাকি চাকরদের হিংসা গেল বেড়ে। তারা আবার পরামর্শ

ক'রে প্রভুর কাছে এসে বলল : "ট্রেম্‌জিন্ বলছে ঝর পাখী তো তুচ্ছ, সে ইচ্ছা করলে সমুদ্রকন্যা সুন্দরী নাস্‌তাসিয়াকেও এনে হাজির করতে পারে হুজুরের কাছে।"

শুনেই তো ভদ্রলোক হুকুম দিলেন ট্রেম্‌জিন্‌কে, "নাস্‌তাসিয়াকে এনে হাজির করো আমার কাছে।"

আবার ট্রেম্‌জিন্ শরণ নিল তার ঘোড়ার। ঘোড়া বললে : "প্রভুকে গিয়ে বলো সমুদ্রের তীরে তাঁবু খাটিয়ে নানা রকম জিনিস, মদ ইত্যাদি সাজিয়ে রাখতে। ঐ সব দেখে নাস্‌তাসিয়া কেনাকাটার লোভ সামলাতে পারবে না। তখন তাকে ধরে ফেলা যাবে।"

ট্রেম্‌জিন্ তার প্রভুকে গিয়ে তাই বলল। আর ভদ্রলোকও সমুদ্রের ধারে তাঁবু খাটিয়ে নানা-রকমের জিনিস সাজিয়ে রাখলেন থরে থরে।

ট্রেম্‌জিন্ ঘোড়ায় চেপে চলল তাঁবুর দিকে। যেতে যেতে ঘোড়াটা বলল : "ওখানে গিয়েই তুমি শুয়ে প'ড়ে ঘুমের ভান কোরো। নাস্‌তাসিয়া এসে জিজ্ঞেস করবে : 'কি পেলে এ সব জিনিস দিয়ে দেবে আমায়?' তখন কিচ্ছু জবাব দিও না। পরে যখন মদ খেয়ে মাতাল হ'য়ে নাস্‌তাসিয়া তাঁবুর ভিতর ঘুমোতে যাবে, তখন গিয়ে তুমি তাকে ধ'রে ফেলো।"

তাঁবুর কাছে পৌঁছে ট্রেম্‌জিন্ ঘোড়ার কথামতো ঘুমের ভান ক'রে প'ড়ে রইল। কিছু পরেই জলের ভিতর থেকে উঠে এসে নাস্‌তাসিয়া ট্রেম্‌জিন্‌কে জিজ্ঞেস করল : "ওহে বণিক, কি পেলে তোমার এই সব মাল আমাকে দিয়ে দেবে?"

ট্রেম্‌জিন্ কোন কথা না ব'লে কাঠ হ'য়ে শুয়ে রইল। বারে বারে একই প্রশ্ন করে জবাব না পেয়ে, নাস্‌তাসিয়া যে তাঁবুর ভিতর মদের বোতল সব সাজানো আছে তার মধ্যে ঢুকে গেল দেখতে। সব বোতল থেকে সে একটু ক'রে চাখতে লাগল। খেতে তো বেশ? নাস্‌তাসিয়ার লোভ লেগে গেল। সে বোতলের পর বোতল শেষ করতে লাগল আর খানিক পরেই নেশায় ঢুলে পড়ল। সুযোগ বুঝে ট্রেম্‌জিন্ ভিতরে ঢুকে নাস্‌তাসিয়াকে তুলে নিল। তারপরে আর কি? তাকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে সোজা প্রভুর কাছে হাজির করল।

প্রভুর তো আনন্দ ধরে না সুন্দরী নাস্‌তাসিয়াকে পেয়ে। কিন্তু নেশার ঘোর কেটে যেতেই নাস্‌তাসিয়া বলল ট্রেম্‌জিন্‌কে, "আমাকে যখন এনেছো আমার প্রবালের মালাও এনে দাও জল থেকে।"

ট্রেম্‌জিন্ তো মহাবিপদে পড়ল। তার ঘোড়াটা বলল : "কেমন, বলেছিলাম না, ঝর পাখীর পালক নিয়ে কাজ নেই? যাকগে, চল সমুদ্রের তীরে যাই। ওখানে দেখবে একটা কাঁকড়া। ওকে দিয়েই কাজ হবে।"

দু'জনে আবার গেল সমুদ্রের ধারে। একটু সময় চেয়ে থাকতেই ট্রেম্‌জিন্ দেখল একটা কাঁকড়া আস্তে আস্তে সমুদ্রের জল থেকে তীরে উঠে আসছে। কাঁকড়াটা ধরতেই, ওটা ব'লে উঠল : "আমাকে ধোরো না, আমাকে ধোরো না।"



নাস্‌তাসিয়া মালাটা নিয়ে বললে, "বেশ এবার আমার ঘোড়াগুলো এনে দাও" (পৃঃ—ষোল)

ট্রেম্‌জিন্ বলল, "বেশ ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু এক সর্তে। জলের তলা থেকে নাস্‌তাসিয়ার প্রবালের মালা তুলে এনে দিতে হবে তোমায়।"

কাঁকড়াটা বললে, "বেশ তাই হবে।"

ছেড়ে দিতেই কাঁকড়াটা টুপ্ ক'রে সমুদ্রের তলায় চলে গেল আর তার ভাই, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ডেকে সব জায়গা তোলপাড় ক'রে রাজ্যের প্রবাল জড়ো করে উপরে উঠে এলো। সেই সাথে নাস্‌তাসিয়ার প্রবালের মালাও উঠে এলো আর ট্রেম্‌জিন্ তাই নিয়ে এক ছুটে সোজা নাস্‌তাসিয়ার কাছে।

নাস্‌তাসিয়া মালাটা নিয়ে বললে, "বেশ, এবার আমার ঘোড়াগুলো এনে দাও।"

"কি বিপদেই পড়লাম"! ভাবে ট্রেম্‌জিন্।

তার ঘোড়াটা বলল: "অত ভাবছ কি? প্রভুর কাছ থেকে কুড়ি খানা চামড়া, দশ মণ আলকাতরা, দশ মণ গাছের ছালের আঁশ আর দশ মণ ঘোড়ার চুল চেয়ে নাও। তারপরে আমি দেখছি।"

প্রভু তো চাওয়ামাত্রই সব জিনিস যোগাড় ক'রে ট্রেম্‌জিন্‌কে দিয়ে দিলে। ট্রেম্‌জিন্ সব ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে সমুদ্রের তীরে গেল। তখন ঘোড়াটা বলল: "এক কাজ কর। একখানা চামড়া, তারপরে এক পোঁচ আলকাতরা, তারপরে এক পরত গাছের ছাল, আবার একখানা চামড়া এমনি করে সব আমার গায়ে পিঠে লাগিয়ে দাও তো।"

ট্রেমজিন তাই করল। ঘোড়াটা তখন বলল: "এবার আমি সমুদ্রে ডুব দেব। প্রথমে দেখবে একটা বড় লাল ঢেউ আসছে। সেটা যেন তোমায় ছুঁতে না পারে। সেটা চলে গেলেই আসবে একটা সাদা ঢেউ। তখন ভাল ক'রে লক্ষ্য রেখো। প্রথমে আসব আমি, আর আমার পিছনে তাড়া ক'রে আসবে ঘোড়ার দল। যে ঘোড়াটা আমার ঠিক পিছনে থাকবে, তাকে তুমি জোর কয়েক ঘা দিও ঐ দশ মণ ঘোড়ার চুল এক সাথে পাকিয়ে। তাহ'লেই আর কোন ভাবনা নেই।" বলেই ঘোড়াটা জলে নেমে পড়ল।

জলে নেমে ঘোড়াটা সাঁতরে গিয়ে উঠল সমুদ্রের মাঝখানে একটা ছোট দ্বীপের মতো জায়গায়। জায়গাটা ঝোপেঝাড়ে ভর্তি। একদল জলচর ঘোড়া সেখানে চ'রে বেড়াচ্ছিল। ট্রেম্‌জিন্-এর ঘোড়াটাকে দেখেই দলের সর্দার ঘোড়াটা তেড়ে এলো। তার পিছু পিছু এলো বাকি সব ঘোড়াও। দেখেই ট্রেম্‌জিন্-এর ঘোড়াটা আবার স্যুট্ ক'রে দ্বীপ থেকে নেমে সাঁতরে তীরের দিকে আসতে লাগল। সর্দার ঘোড়াটা নাছোড়বান্দা। তেড়ে এসে কামড়ে ট্রেম্‌জিন্-এর ঘোড়ার পিঠ থেকে একটা চামড়া খুলে নিয়ে রাগের চোটে সেটাকে টুকরো টুকরো করতে লাগল।

ট্রেম্‌জিন্-এর ঘোড়াটা এই ফাঁকে বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেল। কিন্তু সর্দার ঘোড়াটা এগিয়ে এসে আবার একখানা চামড়া দাঁত দিয়ে কামড়ে বের করে নিল ট্রেম্‌জিন্-এর ঘোড়ার পিঠ থেকে, আর

সেটাকে টুকরো টুকরো করতে লাগল। এই ফাঁকে ট্রেম্‌জিন্‌-এর ঘোড়াটা আবার কিছুদূর এগিয়ে গেল। এমনি করে সর্দার ঘোড়াটা ট্রেম্‌জিন্‌-এর ঘোড়ার পিঠ থেকে একটা, একটা করে সব চামড়া খুলে নিয়ে টুকরো টুকরো করতে লাগল। আর সেই ফাঁকে ফাঁকে ট্রেম্‌জিন্‌-এর ঘোড়াটা একটু একটু ক'রে এগিয়ে পাড়ে এসে উঠল।

ট্রেম্‌জিন্‌ তীরে বসে দেখল বিরাট একটা লাল ঢেউ আসছে। ট্রেম্‌জিন্‌ একটু সরে গেল। সেটা চলে যেতেই এলো বিরাট একটা সাদা ঢেউ। তার পিছু পিছুই উঠে এলো ট্রেম্‌জিন্‌-এর ঘোড়াটা। নাস্‌তাসিয়ার সর্দার ঘোড়াটা তার ঘাড় কামড়ে ধ'রে আছে, আর তার পিছু পিছুই আসছে দলের বাকি সব ঘোড়া।

তীরে ওঠা মাত্রই ট্রেম্‌জিন্‌ তার ঘোড়ার লেজ পাকানো দশমণি চাবুক দিয়ে জোরসে মারল এক ঘা নাস্‌তাসিয়ার সর্দার ঘোড়ার ঠিক কপালের উপর। ঘোড়াটা ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে গেল। ট্রেম্‌জিন্‌ তৎক্ষণাৎ তার মুখে দিল লাগাম পরিয়ে, আর তারপরে তার উপর দিব্বি চেপে ব'সে হাজির হ'ল নাস্‌তাসিয়ার কাছে। পিছু পিছু এলো বাকী সব ঘোড়াগুলো।

নাস্‌তাসিয়া তখন তিনটি বড় বড় পাত্র এনে বলল, "এই দলের মধ্যে আমার যে ঘোড়ীটা আছে তার দুধ দুইয়ে এই তিনটি পাত্র ভর্তি করতে হবে। প্রথমটার দুধ থাকবে ফুটন্ত গরম, দ্বিতীয়টার থাকবে সামান্য গরম আর তৃতীয়টার থাকা চাই একেবারে ঠাণ্ডা।"

ট্রেম্‌জিন্‌ ভাবে, "এ আবার হয় নাকি ?"

তার ঘোড়াটা বলল, "খুব হয়। আমি ঘোড়ীটাকে আদর করতে থাকব। তখন তুমি ওর দুধ দুইয়ে নিও। দেখবে তিনটে পাত্রও ভ'রে যাবে, আর একটা পাত্রের দুধ হবে আগুন গরম, একটার সামান্য গরম, আর একটার একেবারে ঠাণ্ডা।"

ট্রেম্‌জিন্‌-এর ঘোড়াটা নাস্‌তাসিয়ার ঘোড়ীটাকে আদর করতে লাগল আর ট্রেম্‌জিন্‌ দুধ দুইয়ে চলল। দেখা গেল, ট্রেম্‌জিন্‌-এর ঘোড়ার কথাই ঠিক। তিনটে পাত্রই ভ'রে গেল—একটার দুধ ভীষণ গরম, একটার না ঠাণ্ডা না গরম, আর একটার একেবারে ঠাণ্ডা।

নাস্‌তাসিয়া তখন ট্রেম্‌জিন্‌কে বলল, "প্রথমে ঠাণ্ডা দুধের জালায় ডুব দাও, তারপরে অল্প গরম দুধের জালায় আর তারপরে ফুটন্ত দুধের জালায়।"

ট্রেম্‌জিন্‌ কি আর করে ? যা হবার হবে ভেবে চোখ বুজে লাফ দেয় ঠাণ্ডা দুধের জালায়। জালা থেকে উঠে আসতেই দেখা গেল সে একেবারে বুড়ো হ'য়ে গেছে। দ্বিতীয় জালা থেকে ডুব দিয়ে যখন বেরিয়ে এলো তখন দেখা গেল, সে আবার যুবক হয়েছে আর তৃতীয় জালা থেকে ডুব দিয়ে যখন উঠে এল, তখন দেখা গেল যে তার চেহারা এমন সুন্দর হয়েছে যে তাকে আর দেখে চেনাই যায় না।

এর পরে নাস্‌তাসিয়াও পরপর তিন জালায় ডুব দিল, আর তার চেহারাও ঐ রকম বদলাতে

বদলাতে খুব সুন্দর হ'য়ে গেল। তখন নাস্‌তাসিয়ার কথায় ঐ ধনী লোকটিও জালা তিনটিতে নেমে ডুব দিল। প্রথম জালায় ডুব দিয়ে সে হ'য়ে গেল বুড়ো, দ্বিতীয় জালায় নেমে ডুব দিয়ে ফিরে পেল তার যৌবন, কিন্তু তৃতীয় জালায় নেমে ডুব দিতেই তার শরীরটা ফেটে চৌচির হ'য়ে গেল।

এবার আর কি ? ট্রেম্‌জিন্‌ নাস্‌তাসিয়াকে বিয়ে করে ঐ ধনী লোকটির সব সম্পত্তির মালিক হ'য়ে বসে পরমসুখে দিন কাটাতে লাগল। আর ঐ বদমায়েস চাকরগুলোকে সে তাড়িয়ে দিল দূর দূর করে।





সর্প-রাজকুমার

এক রাণীর কোন সন্তান ছিল না। রাণীর মনে খুব দুঃখ। গণৎকাররা বললে, "রাণীমা এক কাজ করুন। একটা বান মাছের মুড়ো সেদ্ধ ক'রে খেয়ে ফেলুন। দেখবেন কি হয়!"

তাদের কথা শুনে রাণী একটা বান মাছ ধরিয়ে এনে, শুধু তার মাথাটি সেদ্ধ ক'রে খেয়ে ফেললেন। এক বছর পরে তিনি একটি সাপ প্রসব করলেন।

ভূমিষ্ঠ হ'য়েই সর্প-রাজকুমার ব'লে উঠল: "বাবা, মা, তোমরা আমার জন্য একটা পাথরের ঘর তৈরি করিয়ে দাও। তাতে যেন একটা ছোট্ট সুন্দর বিছানা থাকে। আগুনের ব্যবস্থাও রেখো, ঠাণ্ডায় যেন জ'মে না যাই। আর একটা কথা এক পক্ষের মধ্যেই আমার বিয়ে দিও।"

ফরমাস মতো সবই করা হ'ল। সর্প-রাজকুমারও দু সপ্তাহের মধ্যেই বেশ বড়সড় হ'য়ে উঠলেন। কিন্তু কনে পাওয়া যায় কোথায়? রাজ্যে ঢেঁড়া দেওয়া হ'লো। অনেক মেয়ে এলো, গেলো, কিন্তু রাজকুমারের কাউকেই মনে ধরে না।

এখন, ঐ রাজ্যে এক বুড়ীর বারো মেয়ে ছিল। রাজার লোকেরা একেবারে ছোটটিকে বেশি ছোট ব'লে বাদ দিয়ে বাকী এগারোটিকে রাজকুমারের কাছে হাজির করল, কিন্তু রাজকুমারের কাউকেই

পছন্দ হ'লো না। ছোট মেয়েটি ব'লে বেড়াতে লাগলো: "বোকার দল, আমাকে নিয়ে গেল না। আমাকে নিলে রাজকুমারের পছন্দ হতোই।"

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি মেয়েটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আমার ছেলেকে বিয়ে করতে রাজী আছ?"

মেয়েটি বললে, "রাজী আছি, তবে আমাকে কুড়িটা সেমিজ, কুড়িটা সুতির ফ্রক্, কুড়িটা পশমি ফ্রক্ আর কুড়ি জোড়া জুতো দিতে হবে।"

তাই দেওয়া হ'লো তাকে। মেয়েটি করলে কি ঐ কুড়ি প্রস্থ পোষাক একটার উপরে আর একটা তার উপরে আর একটা এমনি ক'রে প'রে সর্প-রাজকুমারের কাছে হাজির হ'লো।

তাকে দেখেই রাজকুমারের খুব পছন্দ হ'য়ে গেল। "কি গো মেয়ে, বিয়ে করবে আমাকে?" জিজ্ঞেস করল সে।

মেয়েটি মাথা কাৎ ক'রে বলল, "করব।"

রাজকুমার বললে, "তাহ'লে তোমার এক প্রস্থ পোষাক খুলে ফেল।"

মেয়েটি বললে, "ঠিক আছে, কিন্তু তোমারও এক পরত চামড়া খুলে ফেলতে হবে।"

রাজকুমার বললে, "বেশ।"

সর্প-রাজকুমার একবার খোলস পালটালে। মেয়েটিও তার এক প্রস্থ পোষাক খুলে ফেলল। এমনি করে উনিশ বার খোলস ছাড়া আর পোষাক ছাড়া চলল। আর একটি পোষাক ছাড়লেই মেয়েটির সাধারণ পোষাক বেরিয়ে পড়বে। রাজকুমারেরও আর একটিবার খোলস ছাড়ালেই সাপের চামড়ার পুঁজি ফুরিয়ে যাবে, আর তার মানুষ-রূপ বেরিয়ে পড়বে। মেয়েটি তার শেষ পোষাকটি খুলে ফেলল।

রাজকুমার আর ক'রে কি? সেও তার শেষ সাপের চামড়াটি ত্যাগ করে মানুষের রূপ নিয়ে উঠে দাঁড়াল। শেষ খোলসটি মাকড়সার জালের মতো লঘু হ'য়ে ঘরের মধ্য থেকে উড়ে উড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। মেয়েটি খপ্ করে সেটি ধরে ফেলে চুলোয় গুঁজে দিল। দাউ দাউ ক'রে খোলসটি পুড়ে গেল। রাজকুমারের আর সাপের বেশ ধরার উপায় রইল না।

এবার আর কি, বিয়ে ক'রে দুজনে পরমসুখে বাস করতে লাগল। রাজকুমার কিন্তু নিজেও কখনো বাবা মা'র কাছে যায় না, মেয়েটিকেও যেতে দেয় না। রাজা অনেকবার তাকে দেখতে চেয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন, কিন্তু রাজকুমার কিছুতেই যায় নি। মেয়েটির খুব লজ্জা লজ্জা করতে লাগল। শেষকালে একদিন সে বলল, "দেখ, তুমি না যাও অন্ততঃ আমাকে একটিবার তোমার বাবার কাছে যেতে দাও। উনি যদি শেষ পর্যন্ত রাগ ক'রে বসেন, সেটা কি খুব ভাল হবে?"

অনেক অনুনয় বিনয়ের পর রাজকুমার রাজী হ'ল, কিন্তু সাবধান ক'রে দিল, "যাচ্ছ, যাও। কিন্তু আমার বাবা মাকে যদি বলো সব কথা, যদি তারা জানতে পারেন কি ক'রে আমি সাপের শরীর ছেড়ে ফেলে মানুষের শরীর লাভ করেছি, তাহ'লে ফিরে এসে আমাকে আর তুমি দেখতে পাবে না।"

মেয়েটি তো রাজী হ'য়ে চলে গেল। কিন্তু রাজপ্রাসাদে গিয়েই সে সব কথা ব'লে ফেলল। এমন একটা আনন্দের কথা না ব'লে পারা যায়? রাজবাড়িতে বেশ কয়দিন ফূর্তিতে কাটিয়ে যখন বাড়ি ফিরল তখন কিন্তু দেখে রাজকুমারের কোন পাত্তা নেই। অনেক কেঁদে কেটে মেয়েটি এক সময় চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়াল। তার স্বামী যেখানেই থাকুক, সে খুঁজে বের করবেই।

সে সোজা বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে আর হাঁটতে লাগল যে দিকে দুচোখ যায়। অনেক দূর যাওয়ার পর দেখে ছোট একটি বাড়ি। জনমানবের কোন সাড়া নেই। রাতটা কোন রকমে কাটাতে সে বাড়ির ভিতর ঢুকল। বাড়িটা ছিল পবনদেবের মার। সব শুনে সে বললেঃ "না বাছা। তোমায় আশ্রয় দিতে পারবো না। আর একটু বাদেই আমার ছেলে আসবে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে। যদি সে তোমায় দেখে ফেলে, তো মেরে তোমার হাড়গোড় হাওয়ায় উড়িয়ে দেবে।"

মেয়েটি করুণ স্বরে বলে, "মা, একটু দয়া যে না করলেই নয়।"

বুড়ী আর করে কি? মেয়েটিকে একটা বিরাট সিন্দুকের পিছনে লুকিয়ে রাখল। খানিক বাদেই পবনদেব এসে হাজির। এসেই গন্ধ শুঁকে বলেন, "কি ব্যাপার মা? আমি যেন কশাক্ হাড়ের বদ্ গন্ধ পাচ্ছি।"

মা মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, "কি করব বাছা, সোমত্ত মেয়ে, স্বামীর খোঁজে বেরিয়েছে, একটু আশ্রয় চাইলে না দিয়ে কি পারা যায়?"

ছেলে বলে, "তাই বুঝি? তাহ'লে এক কাজ কর। এই রূপোর আপেলটি ওকে দাও। এটি নিয়ে যেন ও স্বামীর খোঁজে যায়।"

রূপোর আপেলটি হাতে নিয়ে মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ভোরবেলা।

সারাদিন ধরে সে হেঁটে চলল, পথ আর ফুরোয় না। সন্ধ্যা হ'তে আবার অমনি একটি ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। সেখানেও একটি বুড়ী ছাড়া আর কেউ নেই। বুড়ীটি হ'লো চাঁদের মা। মেয়েটি আশ্রয় চাইতে বুড়ী বললে, "ঐটি পারব না বাছা। শেষে আমার ছেলে এসে যদি তোমায় মেরে ফেলে?"

মেয়েটি বললে, "না দিদিমা, মারবে না। এর আগের রাতে আমি পবনদেবের মায়ের কাছে ছিলাম। কই পবনদেব তো আমায় মারেন নি।"

বলতে বলতেই চাঁদ এসে হাজির। সব শুনে চাঁদ বললে, "তাইতো, মেয়েটিকে তো অনেকটা পথ যেতে হবে। আচ্ছা, এই সোনার আপেলটি ওকে দাও। আর ওকে বল যত তাড়াতাড়ি পারে ওর স্বামীর কাছে হাজির হ'তে। সে যে আর একটা বিয়ে করতে যাচ্ছে।"

শুনে তো মেয়েটি ভেবে অস্থির। কোন রকমে রাতটুকু কাটিয়ে পরদিন ভোরেই সে সোনার আপেলটি নিয়ে দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করল।

সারাদিন গেল পথে পথে। রাত হ'লে আবার সে একটা ঘরের সামনে এসে আশ্রয় চাইল। ঘরটি ছিল সূর্যের মা'র। সে বুড়ীও তার ছেলের ভয়ে মেয়েটিকে রাখতে রাজী হ'লো না। মেয়েটি বললো,

"মা, তোমার কোন ভয় নেই। আগের ছুটো রাত আমি কাটিয়েছি, পবনদেবের ও চাঁদমামার ঘরে। তাঁরা আমায় কিছুই বলেন নি। বরং আমাকে একটি রূপোর আর একটি সোনার আপেল দিয়েছেন। তোমার ছেলেও আমাকে কিছু বলবে না।"

বুড়ী আর কি করে? ঢুকিয়ে নিল মেয়েটিকে ঘরে।

একটু পরেই সূয্যিমামা এসে পড়লেন। সব শুনে তিনি বললেন, "তাইতো, মেয়েটির তো বড় বিপদ। ওর স্বামী যে আর একটা বিয়ে করতে যাচ্ছে। ও তাড়াতাড়ি ওর স্বামীর বাড়িতে চ'লে যাক্ এই হীরের আপেলটি নিয়ে। ওকে অবশ্য সেখানকার লোকজন সহজে ভিতরে ঢুকতে দেবে না। ও যেন এক কাজ করে। এক বুড়ীর বেশ ধ'রে ও যেন আঙ্গিনায় ছেঁড়া কাপড় বিছিয়ে আপেল বেচতে বসে। তাহ'লেই ওর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।"

মেয়েটি সব শুনে পরদিন ভোরে হীরের আপেলটি নিয়ে রওনা দিল আর সেদিনই গিয়ে পোঁছল তার স্বামী যেখানে আছে সেই রাজ্যে। গিয়ে শুনল সেখানকার রাণীর সাথে তার স্বামীর বিয়ে হ'য়ে গেছে আর তিনি কারুর সঙ্গে দেখা করেন না। কি আর করে? সূয্যিমামার কথামতো বুড়ীর বেশ ধ'রে ছেঁড়া কাপড় বিছিয়ে তাতে রূপোর আপেলটি রেখে আঙ্গিনায় বসল। রাণী ঘুরতে ঘুরতে সেদিকে এলেন। রূপোর আপেল দেখেই তার লোভ লেগে গেল। "কত দাম গো মেয়ে এই আপেলটার?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

মেয়েটি বললে, "আমার টাকাপয়সা চাই না রাণীমা। আপনার স্বামীর সাথে আমার কিছু কথা আছে। তার একটু সুযোগ ক'রে দিলেই আমি আপেলটি আপনাকে দিয়ে দেব।"

রাণী রাজী হ'য়ে আপেলটি তুলে নিলেন আর মেয়েটিকে রেখে এলেন তার স্বামীর ঘরে। তার আগে তিনি কিন্তু একটা চালাকি করলেন। মেয়েটিকে নিয়ে যাওয়ার আগে তার স্বামীকে কড়া ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিলেন লুকিয়ে। ফলে সারারাত সে নাক ডাকিয়ে ঘুমোল, মেয়েটি তার সাথে একটি কথাও বলতে পারলে না। সারা রাত জেগে কাটিয়ে ভোর হ'তেই মেয়েটিকে বেরিয়ে আসতে হ'ল ঘর থেকে।

ঘুম থেকে উঠে কিন্তু স্বামীর মনে হ'লো, 'কি ব্যাপার! আমার কেমন মনে হ'চ্ছে সারারাত যেন আমার প্রথমা স্ত্রী আমার পাশে জেগে বসে কেঁদে বালিশ ভিজিয়েছে!' কিন্তু সে মনের কথা মনেই চেপে রাখল, ভাবল, 'দেখা যাক আজ রাতে কি ঘটে, আজ আমি কিছুতেই ঘুমোব না।'

সেদিন মেয়েটি আবার আপেল বেচতে বসল সেই আগের জায়গায়। এবার সোনার আপেলটি। রাণীর চোখ চক্‌চক্ করে উঠল সোনার আপেল দেখে। এবারেও সে একই সর্তে সোনার আপেলটি নিয়ে নিল আর মেয়েটিকে তার স্বামীর ঘরে পাঠানোর আগে স্বামী-বেচারাকে এমন ঘুমের ওষুধ খাওয়ালো যে সারারাতেও মেয়েটি একটি কথাও বলতে পারল না তার সাথে।

আর শুধু হীরের আপেলটিই আছে। এইটিই শেষ সম্বল। এটিও মেয়েটি দিয়ে দিল রাণীকে একই কড়ারে। এ রাতেও যখন সে ঘরে এলো, তার স্বামী তখন ঘুমিয়ে। মেয়েটি এবার তার স্বামীকে



"বুড়ো হইনি এই দ্যাখো" (পৃঃ—চব্বিশ)

জাগাবার চেষ্টা করল। বার দুই কপালে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই স্বামী চমকে জেগে উঠে বসল। "কি ব্যাপার? তুমি কি করে এলে এখানে?" জিজ্ঞেস করলে সে।

সব কথা খুলে বলল মেয়েটি।

"কিন্তু তুমি এমন বুড়ো হ'লে কি করে?"

"বুড়ো হইনি, এই ছ্যাখো।" বলেই মেয়েটি তার ছদ্মবেশ খুলে ফেলে হাত মুখ ধুয়ে পরিস্কার হ'য়ে এলো।

সর্প-রাজকুমার দেখলে সে আগের মতোই সুন্দর আছে। অনেকক্ষণ গুম্ হ'য়ে বসে রইল সে। 'তাইতো! এ গরীবের মেয়ে হ'য়েও কোন প্রলোভনে ভোলে নি, কত কষ্ট করে খুঁজে খুঁজে আমার কাছে এসেছে। আর ও কিনা রাণী হ'য়েও তিনটে আপেলের লোভ সামলাতে পারল না?'

তৎক্ষণাৎ তার হুকুমে পরিচারকরা বহুমূল্য পরিচ্ছদ এনে দিল মেয়েটিকে। সর্প-রাজকুমার আবার তাকে স্ত্রী ব'লে কাছে টেনে নিল। আর তারই হুকুমে দ্বিতীয়া রাণীকে ঘোড়ার লেজে বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। আছড়ে পিছড়ে মারা গেল সে।





দুই রাজপুত্র

এক রাজার দুই ছেলে। একদিন দু'ভাই শিকার করতে গিয়ে বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলল। এদিকে যায়, ওদিকে যায় কিন্তু ফেরার পথ আর কিছুতেই খুঁজে পায় না। ঘুরতে ঘুরতে, ঘুরতে ঘুরতে বারো সপ্তাহ পরে তারা এক জায়গায় এসে দেখল, তিনটে রাস্তা তিন দিকে চ'লে গেছে। বড় ভাই ছোট ভাইকে বলল ঃ "আয় এক কাজ করি। আমরা দুজনে দুদিকে গিয়ে খুঁজি। আমি ডান দিকের পথ ধরি আর তুই বাঁ দিকের। আর একটা কথা। এই রাস্তার পাশের গাছটায় আমি আমার এই ছুরিটা বিঁধিয়ে দিলাম। যদি কোন সময় ঘুরে এসে দেখিস যে এর ফলা থেকে রক্ত ঝরছে, তাহ'লে জানবি আমি মরতে বসেছি। তখন তুই আমাকে খুঁজে বের করবি। আর যদি দেখা যায় এর বাঁট থেকে রক্ত পড়ছে তাহ'লে বুঝব তোর খুব বিপদ। তখন আমি তোকে খুঁজে বের করব।"

কথা শেষ ক'রে বড় ভাই ছোট ভাইকে আলিঙ্গন ক'রে ডান দিকের রাস্তায় চ'লে গেল। ছোট-ভাইও বাঁ দিকের পথ ধরল।

বড় ভাই যেতে যেতে দেখে, মস্ত বড় এক পাহাড় তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। এমন উঁচু পাহাড় সে জীবনে দেখেনি। মনে সাহস এনে সে তার ছড়ি আর সঙ্গের কুকুরটা নিয়ে পাহাড়ে উঠতে শুরু করল। উঠতে উঠতে এক জায়গায় এসে দেখে একটা আপেল গাছ, তার নীচে আগুন জ্বলছে। শীতের হাত থেকে রেহাই পেতে সে একটু থেমে আগুন পোহাতে লাগল। এমন সময় কোত্থেকে এক

থুথুরে বুড়ী এসে হাজির। এসেই বলল বুড়ী ঃ "বাপু হে, তোমার কুকুরটা বাঁধো, ওটা আমায় কামড়ে দিলে আমি আর বাঁচব না।"

বড় রাজপুত্র উঠে এসে কুকুরটাকে বাঁধল। বাঁধার সঙ্গে সঙ্গেই সে আর তার কুকুরটা, দুজনেই পাথর হ'য়ে গেল। ঐ বুড়ীটা একটা ডাইনী। এ সবই তার কারসাজি।

দিন কাটতে থাকে। এদিকে ছোট রাজপুত্র ঘুরতে ঘুরতে আবার সেই তেমাথার মোড়ে এসে হাজির। এসেই তার নজরে পড়ল গাছে বেঁধানো ছুরিটার ফলা দিয়ে রক্ত ঝরছে। 'তাইতো! দাদার তো ভা-রী বিপদ। কি করা যায়?'

ছুটল ছোট ভাই সেই পথ ধরে, যে পথ দিয়ে বড় রাজপুত্র চলতে শুরু করেছিল। চলতে চলতে সে খুব উঁচু একটা পাহাড়ের কাছে এসে পড়ল। তার মাথায় উঠে দেখে, এক বুড়ী বসে আছে। বুড়ী জিজ্ঞেস করল, "ছোট রাজপুত্র, ছোট রাজপুত্র! কাকে খুঁজছ তুমি?"

ছোট রাজপুত্র বললে, "আমার দাদাকে খুঁজছি। আজ এক বছর তার দেখা নেই। জানি না সে বেঁচে আছে না মরেছে।"

বুড়ী বলে, "আমি জানি সে বেঁচে নেই। যাই হোক, তুমি যদি তার খোঁজ পেতে চাও তো সামনের ঐ পাহাড়টায় ওঠো। উঠলেই দেখবে দুটো পাহাড় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে এক বুড়োর দেখা পাবে। সেই তোমাকে খোঁজ দেবে তোমার ভাইয়ের।"

বুড়ীর কথামতো পাহাড় পেরিয়ে ছোট রাজপুত্র বুড়োর কাছে গেল। বুড়ো তার সব কথা শুনে বলল, "যদি তুমি এই মুখোমুখি দাঁড়ানো খাড়া পাহাড় দুটোর মাথায় একবারও না প'ড়ে উঠে যেতে পারো তাহ'লে আমি তোমার দাদার হদিশ দেব।"

ছোট রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ পাহাড়ী ছাগলের মত তরতর ক'রে পর পর দুটো পাহাড়েরই মাথায় উঠে গেল।

বুড়ো খুব খুশি হ'য়ে তাকে নয় হাত লম্বা একটা গাছের ছালের দড়ি দিয়ে বললে, "ঐ যে পাহাড়টা দেখছ, যার উঁচু মাথাটা প্রায় আকাশে ঠেকেছে, ওটায় চ'লে যাও। পাহাড়ে চড়তে চড়তে এক বুড়ীর দেখা পাবে। সোজা তাকে এই দড়ি দিয়ে বেঁধে পেটাতে আরম্ভ করবে। বুড়ীটা একটা সাংঘাতিক ডাইনী। তোমার দাদাকে ছাড়াও এক রাজা, রাণী আর তাদের মেয়েকেও পাষাণ ক'রে রেখেছে। যে পর্যন্ত ও আবার সবাইকে বাঁচিয়ে না দিচ্ছে, সে পর্যন্ত ওকে ছেড়ো না।"

দড়িটা নিয়ে ছোট রাজপুত্র উঁচু পাহাড়টায় উঠে গেল। এক জায়গায় গিয়ে দেখে একটা আপেল গাছের নীচে আগুন জ্বলছে। তাকে দেখেই বুড়ী ডাইনীটা বেরিয়ে এলো। "এসো গো রাজকুমার, একটু আগুন পুইয়ে যাও।" খুব আদর ক'রে ডাকলো সে।

ছোট রাজপুত্রও খুব দরদ দেখিয়ে বললে ঃ "এসো গো, আমার মা এসো। এখানে আরাম ক'রে বসে তোমার বুড়ো হাড় কখানা গরম ক'রে নাও।"

যেই না বুড়ী কাছে এসেছে, অমনি ছোট রাজপুত্র ঐ গাছের ছালের দড়ি দিয়ে তাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলল। বেঁধেই শুরু করল মারতে। দমাদম্ মার। বুড়ী যত চেঁচায়, ছোট রাজপুত্র তত মারে। বুড়ী শেষটায় আর সহ্য করতে না পেরে বললে, "আর মেরো না, আর মেরো না। আমি তোমাকে তোমার ভাইয়ের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।"

ছোট রাজপুত্র বলেঃ "তাতে হবে না। আমার দাদা, তার কুকুর, রাজা, রাণী, রাজকুমারী সবাইকে বাঁচিয়ে দিতে হবে।" বলে আর বুড়ীর খালি পা আগুনে চেপে ধরে।

আগুনের ছেঁকায় বুড়ীর সারা শরীর কুঁচ্‌কে যায়। বুড়ী চেঁচিয়ে বলেঃ "তুমি যা যা বলছ সব করব। আমায় ছেড়ে দাও।"

ছোট রাজপুত্র তখন তাকে ছেড়ে দিল। বুড়ী তখন ছোট রাজপুত্রকে নিয়ে পাহাড়ের এক অন্ধকার গুহায় ঢুকে গেল। গুহাটা খুব গভীর। তার একেবারে তলায় টলমল করছে জল। তার ছোঁওয়া লাগলে সব ক্ষত সেরে যায়, মরা মানুষও বেঁচে ওঠে। বুড়ী ধুঁকতে ধুঁকতে সেই জল এনে ছিটিয়ে দিতেই বড় রাজপুত্র, তার কুকুর, রাজা, রাণী, রাজকুমারী সব প্রাণ পেয়ে উঠে বসল। দুই ভাইয়ে কোলাকুলি হ'ল। খানিকটা দূর এক সাথে গিয়ে বড় ভাই ছোট ভাইকে ছেড়ে আবার চলতে শুরু করল।

অনেকদূর যাওয়ার পর, বড় রাজপুত্র এক শহরে এসে দেখে সেখানকার সব লোক কাঁদছে। কি ব্যাপার? না, এখানে এসে এক ড্রাগন বাসা বেঁধেছে। রোজ পালা করে একজনকে যেতে হয় তার কাছে। ড্রাগন তাকে খেয়ে ফেলে। পাছে সে সব লোক খেয়ে সারা রাজ্য তছনছ করে, তাই এ ব্যবস্থা। আগামীকাল রাজকন্যার পালা। তাই রাজ্যের সবারই মনে খুব দুঃখ।

সব শুনে বড় রাজপুত্র করল কি, যে গুহায় ড্রাগনটা থাকত তার মুখের কাছে তার ঘোড়াটা বেঁধে শুয়ে থাকল। ভোর হ'তেই দেখা গেল চার ঘোড়ার এক গাড়ীতে ক'রে একজন হাঙ্গেরীয় সৈন্য রাজকন্যাকে নিয়ে আসছে। গাড়ী থামতেই বড় রাজপুত্র রাজকন্যার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "তোমার কোন চিন্তা নেই। আমি দেখছি কি করতে পারি। তুমি শুধু গুহার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আমার জন্য প্রার্থনা কর।"

রাজকন্যা বড় রাজপুত্রের কথামতো একমনে ভগবানকে ডাকতে লাগল। বেশ খানিকটা বেলা হ'লে, ড্রাগনটা গুহার ভিতর থেকে তার একটা মুখ বের ক'রে গর্জন ক'রে উঠলঃ "কি ব্যাপার? দুপুরের খাওয়ার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, আর এখন পর্যন্ত আমার প্রাতরাশেরই কোন ব্যবস্থা নেই?"

বড় রাজপুত্র জোর গলায় জবাব দেয়ঃ "বেরিয়ে এসো না? তোমার প্রাতরাশ, মধ্যাহ্ন-আহার দুয়ের-ই ব্যবস্থা একসাথে করব।"

শুনে ড্রাগন কেমন ভড়কে গিয়ে তার মাথাটা আবার গুহার ভিতর টেনে নেয়। শেষে, দুপুর যখন গড়িয়ে শেষ হ'তে চলে, ড্রাগনটা আর খিদে সহ্য করতে না পেরে তার ছয়টা মুখই একসাথে গুহা থেকে

বের ক'রে বড় রাজপুত্রকে গিলতে আসে। যেই না বের করা, অমনি বড় রাজপুত্র তার মস্ত তলোয়ার দিয়ে মারেন এক কোপ। এক কোপেই ড্রাগনের ছ'টা মাথাই কেটে মাটিতে প'ড়ে গেল।

বড় রাজপুত্র তখন সেই ছ'টা মাথা থেকে ছ'টা জিভ কেটে তার রুমালে বেঁধে ফেলল। রাজকুমারীকে সে বললে : "রাজকুমারী, এক বছর বারো সপ্তাহ পার হওয়ার আগে আমাদের বিয়ে হওয়ার বাধা আছে। সুতরাং আমি চলি। তুমি তোমার প্রাসাদে ফিরে যাও। তবে যদি ঐ সময়ের মধ্যে আমি না ফিরি তাহ'লে তুমি অন্য কাউকে বিয়ে ক'রে সুখী হ'য়ো।" এই কথা ব'লে বড় রাজপুত্র তার রুমালে বাঁধা পুঁটলিটি নিয়ে চলে গেল।

বড় রাজপুত্র চ'লে যেতেই গাড়ীর গাড়োয়ান এগিয়ে এসে বলল, "রাজকুমারী, এই মুহূর্তে তুমি বারো বার আমার কাছে কসম খেয়ে বলো যে তুমি আমাকে বিয়ে করবে আর সবাইকে বলবে যে আমিই ড্রাগনটাকে মেরেছি। যদি না বলো, তাহ'লে এক্ষুণি তোমাকে মেরে ফেলব।"

রাজকুমারী আর কি করে। গাড়োয়ানের কথামতো শপথ নিল। গাড়োয়ান তখন রাজকুমারীকে গাড়ী ক'রে প্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। গাড়োয়ান ড্রাগনটাকে মেরে ফেলেছে শুনে সব ই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। সকলেই বলাবলি করতে লাগল, "গাড়োয়ানের সাথেই রাজকুমারীর বিয়ে দেওয়া উচিত রাজার।"

এদিকে বড় রাজপুত্র ফিরে গেছে সেই শহরে, যে শহরে তার সাথে ছোট রাজপুত্রের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। গিয়ে দেখে সেই রাজা আর রাণী তাদের মেয়েকে তার ছোট ভাইয়ের সাথে বিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সমস্ত রাজ্যটাই দিয়ে দিয়েছেন তাকে। ছোট ভাই-ই এখন সে দেশের রাজা। দেখে তো বড় ভাই মহা খুশি। এক বছর বারো সপ্তাহ ছোট ভাইয়ের কাছে পরম আদর যত্নে কাটিয়ে বড় রাজপুত্র ফিরে চলল সেই রাজ্যে, যেখানে ড্রাগনটাকে মেরে সে রাজকুমারীকে ফেলে এসেছিল।

সে রাজ্যে পৌঁছে বড় রাজপুত্র দেখে মহা ধুমধাম চলছে। কি ব্যাপার? না, রাজার গোড়োয়ান ছ'মাথাওয়ালা ড্রাগনটাকে মেরে রাজকুমারীকে বাঁচিয়ে ছিল তো, তাই তার সাথে রাজকুমারীর বিয়ে হবে। বড় রাজপুত্র খুব হতাশার ভান করে বললে, "তাই নাকি? ইস্ এমন একটা অদ্ভুত জীব আমি দেখতে পেলাম না। কেমন দেখতে ছিল সেই ড্রাগনটা ভাই?"

লোকজনেরা তখন তাকে প্রাসাদের পাশে নিয়ে চলল। গোড়োয়ানটা নিজের কেরামতি দেখাবার জন্য ড্রাগনের কাটা মাথা ছয়টা নিয়ে এসেছিল গাড়ি ক'রে। রাজাও সেগুলো তাঁর প্রাসাদের পাশেই সাজিয়ে রেখেছিলেন সব লোককে দেখাতে। ড্রাগনের মাথাগুলো ভাল ক'রে দেখে বড় রাজপুত্র বললে, "আচ্ছা ভাই, যত জীবজন্তু দেখি সবারই তো জিভ আছে। এ ড্রাগনটার ছ'টা মুণ্ডে দেখি একটাও জিভ নেই। এ আবার কেমনতরো ব্যাপার?"

কথাটা গাড়োয়ানের কানে উঠল। এখন তার অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে। তার বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ রাজা তাকে রাজপুত্রের মর্যাদায় রেখেছেন। ঝলমলে পোষাক তার সারা গায়ে। বড়

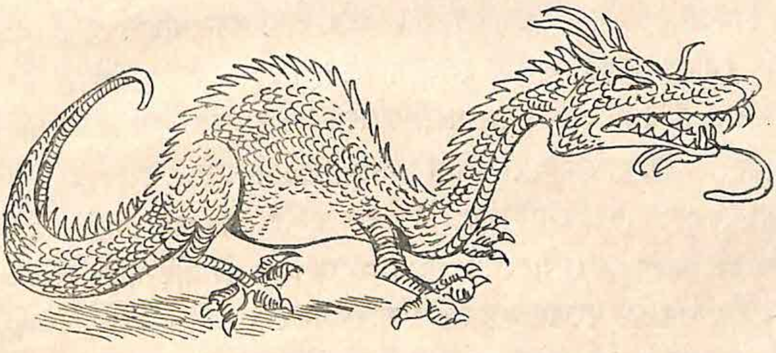
রাজপুত্রের কথা শুনে তো সে চ'টে লাল, "কার এমন সাহস বলে যে ড্রাগনের আবার জিভ থাকে? এমন লোককে আমি চার চারটে বুনো ঘোড়ার লেজে বেঁধে ছেড়ে দেব। হাড়-গোড় গুঁড়িয়ে শেষ হ'য়ে যাবে তার।"

রাজকুমারী কিন্তু বড় রাজপুত্রকে দেখেই চিনেছে। কিন্তু তার কথা বলার উপায় নেই। সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বড় রাজপুত্র তখন তার পোঁটলাটি খুলে ছ'টি জিভ্ বের ক'রে ড্রাগনটির ছ'টি মুণ্ডে লাগিয়ে দিল। লাগানো মাত্রই ড্রাগনের প্রতিটি মুখই কথা ক'য়ে উঠিল, "কি গো রাজকুমারী, চুপ ক'রে কেন? এবার সত্য কথাটি ব'লে ফেল।"

রাজকুমারী তখন একে একে সব বলল।

রাজা সব কথা শুনে রাজকুমারীর হাত বড় রাজপুত্রের হাতের উপর রেখে বললেন, "রাজকুমারী তোমার। এবারে বল, এই শয়তান গাড়োয়ানের কি শাস্তি হওয়া উচিত। তুমি যা বলবে তাই হবে।"

বড় রাজকুমার বললে, "ও আমাকে যে শাস্তি দিতে চেয়েছিল, ওকে সেই শাস্তিই দিন মহারাজ। চারটে বুনো ঘোড়ার লেজে বেঁধে ওকে ছেড়ে দিন। গাছে, পাথরে ঠোক্কর খেতে খেতে ওর আস্ত শয়তানের শরীরটা টুকরো টুকরো হ'য়ে যাক্। আর সেই টুকরোগুলো কাক, শকুনে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাক্।"





মন্দভাগ্য ড্যানিয়েলের কাহিনী

এক দেশে ড্যানিয়েল নামে এক লোক ছিল। তার ভাগ্য এমন খারাপ যে সে যাতে হাত দিত, তাই নষ্ট হ'য়ে যেত। লোকে তাকে ডাকত হতভাগা ড্যান্ ব'লে। প্রথম যেখানে সে চাকরী করতে গেল, সেখানে সে বলল, "আমি এক বছর কাজ করব। তার জন্যে আমি মাইনে চাই না। শুধু আমাকে একখণ্ড জমি দিতে হবে, যা চাষ ক'রে আমি ফসল তুলতে পারি।"

কর্তা রাজী হ'য়ে গেলেন। ড্যানিয়েল তার কর্তার জমির সাথে তার নিজের জমিটুকুও আলাদা ভাবে চাষ করতে আরম্ভ করল। দেখা গেল, তার গমের চারা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ছে। তার প্রভুর জমিতে যখন মাত্র গম ধরতে আরম্ভ করেছে, তখন তার জমির গম পেকে গিয়ে কাটার মত হয়েছে।

ড্যানিয়েল ভাবল, 'কালই আমি গম কাটব।' কিন্তু সেই রাত্রেই হঠাৎ প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হ'য়ে তার গম সব নষ্ট হ'য়ে গেল। ড্যানিয়েল কাঁদতে শুরু করল। কেঁদে কেটে সে ভাবল, 'দেখি আর এক জায়গায় চেষ্টা করে। অন্য প্রভুর দৌলতে যদি ভাগ্য ফেরে।'

সেই মতো সে আর এক মহাজনের কাছে গিয়ে বলল, "দেখুন আপনার কাছে আমি এক বছর কাজ করতে চাই। মাইনে পত্র লাগবে না। শুধু আমাকে একটি ঘোড়ার বাচ্চা দেবেন।"

তাই হ'ল। ঘোড়ার বাচ্চাটাকে অনেক যত্নে বড় করে, শিক্ষা দিয়ে গাড়ী টানার উপযুক্ত করল। ভাবল 'আর আমার চিন্তা কি? এখন এটাকে গাড়ীতে জুতে দিয়ে বেশ দু'পয়সা রোজগার করতে পারব।' কিন্তু সেই রাত্রেই একদল নেকড়ে এসে ঘোড়াটাকে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেললে।

আবার ড্যানিয়েল কাঁদতে বসল। ব্যাপার-স্যাপার দেখে তার গাঁয়ের লোকেরা পরামর্শ দিলঃ "দেখ, তুমি তো নিজে কিছুই করতে পারবে না মনে হ'চ্ছে। এক কাজ কর। রাজার কাছে যাও। তিনি তো আমাদের সকলেরই পিতা স্বরূপ। তিনি যাহোক্ তোমার একটা বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন।"

তাদের কথা শুনে ড্যানিয়েল জারের (রাজা) কাছে গেল। জার সব শুনে বললেন, "দেখছি তুমি নিজের পরিশ্রমে কিছুই করতে পারো না। আমি এমন ব্যবস্থা করছি যাতে তোমার কোন পরিশ্রমের দরকারই হবে না। আমি তিনটে পিপে তোমার সামনে রাখব। একটাতে থাকবে সোনা, আর একটাতে থাকবে কয়লা আর তৃতীয়টাতে থাকবে বালি ভর্তি। এর মধ্যে যে-কোন একটিকে তোমায় বেছে নিতে হবে। যদি তুমি সোনা ভর্তি পিপেটা বেছে নিতে পারো, তোমাকে রাজা করে দেব। যদি কয়লার পিপেতে হাত দাও তো কামারশালার মালিক করে দেব, কিন্তু যদি বালির পিপেয় হাত পড়ে তোমার, তাহ'লে তোমাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেব। কারণ, এমন হতভাগ্য যে রাজ্যে থাকে, সে রাজ্যেরও অমঙ্গল হয়। অবশ্য সে ক্ষেত্রেও আমি তোমাকে একটা ঘোড়া আর অস্ত্রশস্ত্র দেব, যাতে পথে চট্ করে কোন বিপদে না পড়।"

যে কথা সেই কাজ। তিনটে পিপে ভর্তি করে মুখে বন্ধ করে ড্যানিয়েলের সামনে রাখা হ'ল। অনেক টিপেটুপে ড্যানিয়েল একটা পিপে বেছে নিল। মুখ খুলে দেখা গেল, সেটাতে বালি ভর্তি। তখন তাকে একটা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

ঘোড়ায় চড়ে ড্যানিয়েল চলতে শুরু করল। একদিন যায়, দুদিন যায়, জনমানবের দেখা নেই। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। তিন দিনের দিন দূর থেকে সে দেখতে পেল, এক জায়গায় খড় গাদা করা আছে। ভাবল, যাক্ ঘোড়াটা অন্ততঃ খেয়ে বাঁচবে। কিন্তু কাছে যেতেই, কথা নেই বার্তা নেই, খড়ের গাদা দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল।

ব্যাপার দেখে ড্যানিয়েল অসহায়ের মত কাঁদতে আরম্ভ করল। কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ ড্যানিয়েল শুনতে পেল কে যেন করুণ স্বরে চেঁচাচ্ছেঃ "বাঁচাও, বাঁচাও, পুড়ে ম'লাম, পুড়ে ম'লাম।"

ড্যানিয়েল চীৎকার ক'রে বলল, "আমি কি ক'রে তোমায় বাঁচাই? আমি তো আগুনের তাপে কাছেই যেতে পারছি না।"

খড়ের গাদার ভিতর থেকে স্বর ভেসে এলোঃ "তোমার তলোয়ারটা বাড়িয়ে দাও। আমি ওটা ধরলে, তুমি আমাকে টেনে তুলো।"



"তোমার তলোয়ারটা বাড়িয়ে দাও" (পৃঃ ৩১)

কথামতো ড্যানিয়েল তার তরবারিটা এগিয়ে ধরতেই তা বেয়ে একটা সাপ উঠে এলো খড়ের গাদা থেকে। উঠে এসে সাপটা বলল, "এবার আমায় বাড়ি নিয়ে চল।"

ড্যানিয়েল বলল, "আমি কি ক'রে তোমায় ব'য়ে নিয়ে যাব ? আর তাছাড়া তোমার বাড়িও তো আমি চিনি না।"

সাপটা বললে, "আমায় তোমার ঘোড়ায় তুলে নাও, আর যেদিকে আমি মাথা বাড়াবো সেদিকে তুমি ঘোড়া ছুটিও, তাহ'লেই বাড়ি মিলবে।"

ড্যানিয়েল তাই করল। অনেকদূর যাওয়ার পর, তারা একটা চমৎকার প্রাসাদের কাছে এসে পৌঁছল। ঘোড়া দাঁড় করিয়ে ড্যানিয়েল প্রাসাদটা দেখছে আর মনে মনে তারিফ করছে, এমন সময় সাপটা "আসছি" বলে সড়াৎ করে ঘোড়া থেকে নেমে গেটের তলা দিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল।

ড্যানিয়েল দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। সাপের আর দেখা নেই। রাগে, দুঃখে, ক্লান্তিতে তার কান্না পেল। এমন সময় সাপটা একটি সুন্দরী মেয়ের বেশে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেট খুলে দিয়ে বলল, "ভেতরে এসো। খেয়ে দেয়ে সুস্থ হও।"

ভিতরে ঢুকে তারা দুটি ফোয়ারার পাশে এলো। একটা ফোয়ারা থেকে মেয়েটি ছোট এক গ্লাস জল নিয়ে মাটিতে ছিটিয়ে দিয়ে তার উপরে একমুঠো ওট্ (একপ্রকার শস্য) ছড়িয়ে দিল। ড্যানিয়েলকে বলল, "তোমার ঘোড়াটাকে এখানে বাঁধো।"

ড্যানিয়েল ভাবল, 'এ আবার কি রকমের ঠাট্টা! আমার ঘোড়াটা তিনদিন কিছু খায় নি, আর এ কিনা একমুঠো ওট্ ছড়িয়ে মসকরা করছে?' যাই হোক, ঘোড়াটা সেখানে বেঁধে রেখে ওরা দু'জনে ঘরের ভিতরে গেল। মেয়েটি ড্যানিয়েলকে ছোট এক টুক্‌রো রুটি আর ছোট এক গ্লাশ জল দিল খেতে।

ড্যানিয়েল ভাবল, 'এতে আমার কি হবে?' কিন্তু সেই মুহূর্তেই জানালা দিয়ে তার চোখ পড়ল বাগানের উপর, যেখানটায় মেয়েটি জল আর ওট্ ছড়িয়ে দিয়েছিল। অবাক হ'য়ে ড্যানিয়েল লক্ষ্য করল, জায়গাটা ওট্ আর জলে একেবারে ভর্তি আর তার ঘোড়াটাও পেট পুরে খেয়ে আয়েস করছে। সে আর দ্বিধা না করে রুটির টুক্‌রোটা আর জলটুকু খেয়ে ফেলল। খেতেই তার ক্ষুধা তৃষ্ণা যেন মুহূর্তে দূর হ'য়ে গেল।

পরের দিন ভোরবেলা মেয়েটি তার কাছে এসে বলল, "খাওয়া দাওয়া বিশ্রাম তো হ'ল। এবার তুমি যাও। যাওয়ার আগে তোমার পোশাক আর অস্ত্র আমার সাথে বদল ক'রে নাও। আমার এই তলোয়ারের এমন গুণ যে এটা দোলালেই তোমার সামনে যত লোকই থাক, সব কচুকাটার মতো মাটিতে পড়ে যাবে। আর আমার এই জামাটি এমন, যে এটি গায়ে থাকলে কেউ তোমাকে ধরতে পারবে না। এই পথ ধরে বেশ খানিকটা গেলে একটা সরাইখানা পাবে। সেখানকার লোকের কাছ থেকে তুমি জানতে পারবে যে ঐ দেশের রাজা সৈন্যদলে ভর্তি করার জন্য লোক খুঁজছেন। তুমি তাঁর কাছে গিয়ে সৈনিকের

চাকরী চেয়ো। শেষ পর্যন্ত তাঁর মেয়েকেই তুমি বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু খবরদার, সাত বছরের মধ্যে তোমার স্ত্রীকে এসব কথা ঘুণাক্ষরেও বোলো না।"

মেয়েটির কথামতো তার জামা গায় দিয়ে আর তলোয়ার নিয়ে ড্যানিয়েল চলতে শুরু করল। সরাইখানায় পৌঁছে সে শুনল যে বিদেশের এক রাজা সেখানকার রাজ্য আক্রমণ করেছে, আর জার কিছুতেই তার সাথে পেরে উঠছেন না।

ড্যানিয়েল জারের সাথে দেখা ক'রে বলল, "আমি আপনার শত্রুদল ধ্বংস করব। মাত্র জনা দুই কশাক্ সৈন্য আমার সাথে দিন।"

জার রাজী হ'য়ে তার সাথে দু'জন কশাক সৈন্য দিলেন। তাদের নিয়ে চলতে চলতে ড্যানিয়েল পৌঁছল এক ধূ ধূ মাঠে। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ড্যানিয়েল সৈন্য দুজনকে বলল, "তোমরা ঘুমোও। আমি জেগে আছি।"

গভীর রাত্রে, চারিদিক যখন নিঝুম, বিদেশী সৈন্যরা চুপিসাড়ে এসে হঠাৎ আক্রমণ ক'রে বসল। ড্যানিয়েলও উঠে দাঁড়িয়ে তার তলোয়ার ঘুরিয়ে দিল। আর যায় কোথায়? কাছাকাছি যারা ছিল, সব কুপোকাৎ। ব্যাপার দেখে বাকী যারা ছিল, সব পালিয়ে বাঁচল। ড্যানিয়েল সগর্বে ফিরে এলো জারের কাছে। জার খুশি হ'য়ে তার সাথে তার মেয়ের বিয়ে দিলেন।

সুখে দিন কাটে ড্যানিয়েলের। কিন্তু কিছুদিন বাদেই রাজকন্যার সঙ্গীসাথীরা কুমন্ত্রণা দিতে থাকে তাকে। "তোমাদের কাণ্ড-কারখানা কিছুই বুঝি না বাপু। কোথাকার কে তার ঠিক নেই, রাজামশাই হুট্ ক'রে তার সাথে তোমার বিয়ে দিয়ে বসলেন। একা মানুষ হ'য়ে কি ক'রে লোকটা এত লোক মেরে ফেলল, শত্রুসৈন্য দলকে দল তাড়িয়ে দিল, ভাল ক'রে খোঁজ খবর করা দরকার কিন্তু।"

ক্রমাগত এক কথা শুনে শুনে রাজকন্যার মন বিষিয়ে যেতে থাকে, ভাবে, 'ঠিক কথা। দেখতে হবে লোকটার শক্তির উৎস কোথায়।' রোজই সে ড্যানিয়েলকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে থাকে। ড্যানিয়েল প্রথম প্রথম এড়াতে চায়। একদিন বলে, "আমার এই হাতের দস্তানায় লুকোনো আছে আমার শক্তি।" ড্যানিয়েল ঘুমোলে রাজকন্যা তার হাতের দস্তানা খুলে নিয়ে তার লোকজনদের দিয়ে দেয়।

পরদিন শিকারের সময় সেই দলের কিছু লোক একযোগে ড্যানিয়েলকে আক্রমণ ক'রে তার দস্তানা দিয়ে তাকে পেটাতে থাকে। কিন্তু ড্যানিয়েল তার তলোয়ার ঘুরিয়ে দিতেই তারা সব ঘুরে প'ড়ে যায় আর ড্যানিয়েল তাদের বন্দী করে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়।

পরের রাত্রে রাজকন্যা আবার তাকে প্রশ্ন করে। এবারেও ড্যানিয়েল চালাকি করে বলে, "আমার এই বুট্ জোড়ায়-ই আছে আমার সব শক্তি।"

সে রাত্রেও সে ঘুমোলে পর রাজকন্যা তার বুটজোড়া খুলে নেয়। পরদিন আবার তার দলের কিছু লোক অতর্কিতে ড্যানিয়েলকে আক্রমণ করে বসে। কিন্তু তাদেরও সেই একই অবস্থা হয়।

ড্যানিয়েল তার তরবারি চালাতেই, তারা সব মুখ থুবড়ে প'ড়ে যায়, আর ড্যানিয়েল তাদের বন্দী ক'রে জেলখানায় রেখে আসে।

রাজকন্যা দেখল, ড্যানিয়েল তাকে ঠকিয়েছে। সে আদরের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। যত্নে, সোহাগে ড্যানিয়েলকে অস্থির ক'রে তোলে। ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, "তুমি আমায় একটুও ভালবাসো না। নইলে বারে বারে আমার কাছে মিথ্যা কথা বল ?"

বিরক্ত হ'য়ে শেষটায় ড্যানিয়েল ব'লে ফেলে, "আমার সব শক্তির মূলে আছে আমার এই তলোয়ার আর জামা।"

শুনে রাজকন্যা ভাবতে থাকে কি করে এ দুটো জিনিস হাত করা যায়। ড্যানিয়েল কোন সময় এ দুটো কাছছাড়া করত না। ঘুমোবার সময়ও তার তলোয়ার আঁটা, জামা পরা থাকত।

অনেক ভেবে চিন্তে একরাত্রে রাজকন্যা বলে, "ড্যানিয়েল অনেকদিন তুমি চান করো না। বিশ্রী গন্ধ হয়েছে তোমার গায়ে। আজ তুমি ভাল ক'রে চান কোরো।"

ড্যানিয়েল ভাবল, ঠিকই। সে সব খুলে রেখে চান করতে গেল। যেই যাওয়া, অমনি রাজকন্যা তার লোকজনদের ডেকে তার জামা আর তলোয়ার তাদের দিয়ে দিল। ড্যানিয়েল চান করে ফিরতেই সেই সমস্ত লোক একসাথে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে ফেলল। তারপর তারা সেই টুকরোগুলো একটা বস্তায় ভরে, বস্তাটা ড্যানিয়েলের ঘোড়ার উপর চাপিয়ে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিল।

ঘোড়াটা ছুটতে ছুটতে সেই নাগকন্যার প্রাসাদে গিয়ে হাজির হ'লো। নাগকন্যা দেখেই সব বুঝতে পারলে। "বেচারা ড্যানিয়েল আবার গোল পাকিয়েছে"—বললে সে। সে তাড়াতাড়ি বস্তাটা ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে তার থেকে ড্যানিয়েলের শরীরের টুকরোগুলো বের করল। তারপর সেগুলো পরপর সাজিয়ে তার বাগানের একটা ফোয়ারা থেকে জল নিয়ে ছিটিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে টুকরোগুলো সব জোড়া লেগে গেল। তারপরে নাগকন্যা অন্য ফোয়ারাটা থেকে একটু জল নিয়ে ঢেলে দিতেই ড্যানিয়েল চাঙ্গা হ'য়ে উঠে বসল। উঠে বসতেই, নাগকন্যা তাকে খুব বকতে লাগল। "কেন তুমি আমার কথা শোন নি ? তোমায় না বলেছিলাম, সাত বছরের মধ্যে কাউকে কোন কথা বোলো না ?"

ড্যানিয়েল মাথা নীচু ক'রে চুপ করে থাকল। শেষটায় নাগকন্যার দয়া হ'ল, বললে, "যা হবার হ'য়ে গেছে। এবারে যা বলছি মন দিয়ে শোন। এই শেকলটা তোমায় দিলাম। খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম ক'রে আবার সেই সরাইখানায় যাও। চান করার সময় সরাইখানার মালিককে বোলো এই শেকল দিয়ে তোমার পিঠে খুব জোরে মারতে। তারপরে তুমি তোমার স্ত্রীর কাছে ফিরে যেও, কিন্তু তাকে কিছু বোলো না।"

কথামতো পরদিন সকালে ড্যানিয়েল শেকলটা নিয়ে সরাইখানায় গেল। চান করার সময় মালিককে ডেকে বলল, "বাপু হে একটা কাজ করবে ? আমি যেই জলে মাথা ডোবাবো অমনি এই শিকল দিয়ে আমায় খুব জোরে মারতে পারবে ?"

সরাইখানার মালিক খুব অবাক হ'য়ে গেল। 'আচ্ছা পাগল তো, নিজেকে কেউ এভাবে মারতে বলে?' যাই হোক্, সে রাজী হ'য়ে গেল। বিনি পয়সায় এমন হাতের সুখ করতে কে ছাড়ে? যেই ড্যানিয়েল জলে মাথা ডুবিয়েছে, অমনি সে দু'হাত দিয়ে শিকলটা ধরে জোরসে মারল এক ঘা তার পিঠের উপর। সঙ্গে সঙ্গে ড্যানিয়েল একটা সুন্দর ঘোড়া হ'য়ে গেল। লোকটা ভাবল, 'ভালই হ'ল। এটাকে বিক্রী ক'রে দু'পয়সা পাওয়া যাবে।' সে তৎক্ষণাৎ ঘোড়াটাকে নিয়ে মেলায় চ'লে গেল।

ঘটনাচক্রে সেদিনই জার এসেছিলেন মেলায় ঘোড়া কিনতে। অমন তেজী, সুন্দর ঘোড়াটা দেখে তাঁর খুব পছন্দ হ'য়ে গেল। তিনি পাঁচহাজার রুব্‌ল দিয়ে সেটা কিনলেন সরাইওয়ালার কাছ থেকে। প্রাসাদে ফিরে তিনি তাঁর মেয়েকে ডেকে বললেন, "দেখে যা রে, কি সুন্দর একটা ঘোড়া কিনেছি।"

মেয়ে তো শুনে ছুটতে ছুটতে হাজির। ঘোড়ার কাছে এসেই কিন্তু সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার মন বলে উঠল, 'এ ড্যানিয়েল ছাড়া আর কেউ নয়।' সে কেঁদে ফেলে বাবাকে বলল, "শীগগীর এটা মেরে ফেল বাবা। নইলে আমার সর্বনাশ হবে।"

জার তো কিছুই বুঝতে পারেন না। কিন্তু কি আর করা? মেয়ের কান্না তো থামাতে হবে। ঘোড়াটাকে কেটে ফেলার জন্য ছুরিতে শান্ দেওয়া হ'চ্ছে, এমন সময় রাজদরবারের একটি মেয়ে ব'লে ফেলল, "আহারে! এমন সুন্দর ঘোড়াটাকে মেরে ফেলা হবে!"

শুনেই ঘোড়াটা নাকের শব্দ করতে করতে তার কাছে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, "দ্যাখো মেয়ে, আমাকে কেটে ফেলার সাথে সাথে প্রথম রক্তের ফোঁটাটি তুমি নিয়ে বাগানের এক কোণে পুঁতে দিও।"

ঘোড়াটাকে তো মেরে ফেলা হ'ল, মেয়েটিও ঘোড়ার কথামতো রক্তের প্রথম ফোঁটাটি ধরে নিয়ে বাগানের এক কোণে পুঁতে ফেলল। দেখতে দেখতে সেখানে গজিয়ে উঠল একটা সুন্দর চেরীগাছ। তার প্রথম পাতাটি সোনালী, পরেরটি আরও জমকালো রং-এর, পরেরটি আবার অন্য রং-এর। এক একটি পাতা এক এক রং-এর। দেখলে আর চোখ ফেরানো যায় না।

একদিন বাগানে বেড়াতে বেড়াতে গাছটি জারের চোখে প'ড়ে গেল। মুগ্ধ হ'য়ে মেয়েকে ডাকলেন। "কি ক'রে এমন সুন্দর একটা গাছ এখানে হ'লো বল্‌তো?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

গাছটিকে দেখেই তো ভয়ে মেয়ের বুকে কাঁপুনি উঠে গেল। "শীগগীর গাছটাকে কেটে ফেল বাবা, নইলে আমি মারা যাব।" ব'লে সে চীৎকার ক'রে কাঁদতে থাকে।

জার আর কি করেন? হুকুম দেন তাঁর লোকদের গাছটাকে কাটতে। খবর শুনে সেই মেয়েটি দৌড়তে দৌড়তে এলো। "আহারে, গাছ হ'য়েও তোমার নিষ্কৃতি নেই।" গুনগুনিয়ে বললে সে।

গাছটা কথা বলে উঠল, "এ নিয়ে মন খারাপ কোরো না তুমি। আমাকে কাটার সময় প্রথম টুকরোটি তুমি নিয়ে জলে ফেলে দিও।"

মেয়েটি তাই করল। যেই জারের লোকজন গাছটাকে কেটে ফেলল, অমনি সে প্রথম টুকরোটি জলে ফেলে দিল। তৎক্ষণাৎ সেই টুকরোটা হ'য়ে গেল একটা সুন্দর হাঁস। এমন চমৎকার তার চেহারা যে, দেখলে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। একদিন শিকারে গিয়ে জারের নজরে পড়ে গেল হাঁসটা। কি সুন্দর হাঁসটা, আর পাড়ের এত কাছে খেলে বেড়াচ্ছে, ইচ্ছে করলেই ধরা যায়। জার হাত বাড়ালেন। একটু স'রে গেল হাঁসটা। জার তখন তার পোশাক খুলে রেখে জলে নেমে হাঁসটার পিছনে সাঁতরে সাঁতরে চললেন। ওটাকে তার ধরা চাই-ই।

হাঁসটা করল কি, অনেকটা দূর গিয়ে চট্ ক'রে ফিরে এল সেই জায়গায়, যেখানটায় জার তাঁর পোশাক খুলে রেখেছিলেন। এসেই সে পাড়ে উঠে পড়ল আর তৎক্ষণাৎই মানুষ হ'য়ে গেল। মানুষ হ'য়ে সে চট্পট্ জারের পোশাক প'রে ফেলল। তখন আর কারুর চিনতে, বাকী রইল না ড্যানিয়েলকে। পোশাক প'রে ড্যানিয়েল অপেক্ষা করতে লাগল, আর জার সাঁতরে পাড়ে এসে উঠতেই জোর যুদ্ধ ক'রে জারকে মেরে ফেলল।

তখন ড্যানিয়েল জারের পোশাক পরা অবস্থায় জারের প্রাসাদে গেল। যেতেই, সকলে তাকে নতুন জার বলে অভিবাদন জানাল। সিংহাসনে বসেই ড্যানিয়েল খোঁজ করল সেই মেয়েটির যে তাকে দু দু'বার প্রাণে বাঁচিয়েছে।

লোকজন তাকে নিয়ে আসতে ড্যানিয়েল বলল, "তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই, আজ থেকে তুমি আমার স্ত্রী।"

তারপরে ড্যানিয়েল তাকে বিয়ে ক'রে সুখে রাজত্ব করতে লাগল। আর তার হুকুমে তার প্রথম স্ত্রীকে লোকজনেরা জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে এসে চারটে বেয়াড়া ঘোড়ার লেজে বেঁধে ছেড়ে দিল। ঘোড়াগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল সেই ধূ ধূ করা মাঠের দিকে, আর পাথরে পাথরে ঠোক্কর খেতে খেতে সেই বজ্জাত মেয়েটার সারা শরীর ছিঁড়ে খুঁড়ে টুকরো টুকরো হ'য়ে গেল।





আইভান্ গীলিক্

এক যে ছিল রাজা, তার দুই ছেলে। একদিন রাজা ভাবলেন, 'দেখি তো, এদের মধ্যে কে রাজা হওয়ার উপযুক্ত?' যেই মনে হওয়া, অমনি তিনি বেরিয়ে পড়লেন দুই ছেলে নিয়ে। হাঁটতে, হাঁটতে, হাঁটতে, হাঁটতে-এ, এক জায়গায় এসে রাজা দেখলেন তিনটে ওক্ গাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে।

রাজা দাঁড়িয়ে পড়লেন সেখানে, আর বড় রাজপুত্রকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, এই গাছ তিনটে যদি তোমাকে দিয়ে দি, তুমি কি করবে এদের দিয়ে?"

বড় রাজপুত্র বললে, "আমি এদের কেটে সুন্দর তক্তা করব আর তারপরে তাই দিয়ে খামার বাড়ি তৈরি করব।"

ছোট রাজপুত্রকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে কিন্তু সে বলল, "আমার যদি সে ক্ষমতা হয়, তাহ'লে ঐ মাঝের ওক্ গাছটা কেটে তার গুঁড়িটা দুপাশের ওক্ গাছ দুটোয় বেঁধে একটা ফাঁসী-মঞ্চ তৈরি করব আর দুনিয়ার যত রাজা বাদশাহ্ আছে, তাদের ধরে ধরে ওখানে ফাঁসীতে ঝোলাব।"

জবাব শুনে রাজা গম্ভীর হ'য়ে চলতে শুরু করলেন। খানিক পরেই তারা তিনজন সমুদ্রের কিনারায় পৌছলেন। রাজপুত্র দু'জনেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে একমনে জলের মধ্যে মাছের খেলা দেখছে, এমন

সময় রাজা হঠাৎ ছোট রাজপুত্রকে ধ'রে চ্যাংদোলা ক'রে সমুদ্রে ফেলে দিলেন। বললেন, "যেমন তুই পাজী, মর্ সমুদ্রে ডুবে।"

এদিকে হয়েছে কি, যেই ছোট রাজপুত্র ঝপাং করে সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়ল, অমনি একটা বিরাট তিমি মাছ তাকে কপ্ ক'রে গিলে ফেলল।

তিমির পেটটা যেন একটা গুদাম ঘর। কত কি যে ব্যাটা গিলেছে তার ঠিক নেই, আর সব জমা হয়ে আছে সেখানে। এমনকি ঘোড়াসুদ্ধ ঘোড়ার গাড়ী, গরুসুদ্ধ গরুর গাড়ী তাও রয়েছে তার পেটে। গাড়ীগুলোর মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে ছোট রাজপুত্র দেখল একটার মধ্যে জড়ো করা আছে রাজ্যের তামাক। তামাক খাওয়ার পাইপ ও চক্‌মকি পাথরও রয়েছে সেখানে। ছোট রাজপুত্র করল কি, একটা পাইপে ঠেসে তামাক পুরল, আর চক্‌মকি পাথর ঠুকে আগুন ধরিয়ে দিব্যি আরামে তামাক খেতে আরম্ভ করল। একটা শেষ হ'লে আর একটা পাইপ ধরাল, সেটা শেষ হ'লে আবার আর একটা। এদিকে তামাকের ধোঁয়ায়, গন্ধে তিমিটার গা গুলোতে আরম্ভ করল। ওটা কোনরকমে সাঁতরে পারে উঠে মুখ হাঁ করে ঘুমোতে লাগল।

এমন সময় ক'জন শিকারী যাচ্ছিল সেদিক দিয়ে। সারা দিন তাদের কোন শিকার জোটে নি। যেই না তিমিটাকে দেখা, অমনি তারা আনন্দে লাফিয়ে উঠল। কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে তারা তিমিটাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেলল।

ফাঁক পেয়ে ছোট রাজপুত্র চেঁচিয়ে উঠল, "ভাইসব, মাছটাকে মারো ক্ষতি নেই, কিন্তু আমাকে মেরো না।"

তিমির পেট থেকে মানুষের মতো কথা বেরোতে শুনে শিকারীরা তো চোঁ-চা দৌড়।

ছোট রাজপুত্র তিমিটার কাটা পেটের ফাঁক দিয়ে গুঁড়ি মেরে কোন রকমে বেরিয়ে এলো। সে তখন সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তার পোশাক সব তিমির পেটের ঝাঁজে গলে পচে গেছে। কতদিন যে সে তিমির পেটে কাটিয়েছে, তার নিজেরই খেয়াল নেই। গালে হাত দিয়ে সে চুপচাপ ভাবতে শুরু করলে কি করা যায় এবার, কি ক'রে পেট চলবে।

ইতিমধ্যে তার বাবা মারা গেছেন, বড় ভাই হয়েছে রাজা। লোকজন নিয়ে সে তার কনে খুঁজতে বেরিয়েছে। ছোট রাজপুত্রকে ঐভাবে বসে থাকতে দেখে সে তার লোকজনদের বলল, "দেখ তো, ও লোকটা ওভাবে ব'সে আছে কেন?"

লোকের মুখে সব কথা শুনে ছোট রাজপুত্র বলল, "ছাখো, আমার নাম আইভান গোলিক্ (গোলিক্ শব্দের অর্থ উলঙ্গ)। তোমাদের রাজাকে বলো আমাকে সঙ্গে নিতে, নইলে তার যোগ্য স্ত্রী মিলবে না।"

বড়ভাই সেকথা শুনে তার বাক্স খুলে একপ্রস্থ পোশাক আইভানকে পাঠিয়ে দিল। তাই পরে আইভান তার সামনে এসে দাঁড়াল, আর এসেই সোজাসুজি বলল, "ছাখো, আমাকে সঙ্গে নিলে কিন্তু

সকলকে আমার সব কথা শুনতে হবে, নইলে তোমরা যেখানে পারো মরো গিয়ে। আমার কোন দায় নেই।"

বড় ভাই বলল, "বেশ তাই হবে। আমরা সকলেই তোমার কথা শুনব।"

আইভান গোলিক্ তখন তাদের নিয়ে চলতে শুরু করল।

কিছুদূর যেতে যেতে দেখা গেল কাতারে কাতারে ইঁদুর আসছে। বড় ভাই হুকুম দিল তার লোকদের ঃ "মেরে ফেলো এগুলোকে।"

কিন্তু আইভান গোলিক্ বাধা দিল ঃ "খবরদার, কেউ একটি ইঁদুরও মারতে পারবে না।"

এক এক করে সব ইঁদুরগুলো পেরিয়ে গেল। শেষের ইঁদুরটি যাবার আগে পিছন ফিরে তাকিয়ে বলল, "আইভান গোলিক্, তুমি আমার লোকদের রক্ষা করলে, আমিও তোমার লোকজনকে রক্ষা করব।"

আরও কিছুদূর যেতে যেতে দেখা গেল, ঝাঁকে ঝাঁকে ডাঁশ আসছে। সর্দার-ডাঁশটি উড়ে এসে আইভান গোলিকের কানে কানে বলল, "গোলিক্, আমাদের তোমার রক্ত খেতে দাও, তোমার ভাল হবে।"

গোলিক্ নিজের জামাকাপড় খুলে ফেলে লোকজনদের বলল তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে যাতে ভুলেও সে কোন ডাঁশকে না তাড়াতে পারে। ডাঁশের ঝাঁক মনের সুখে তার গায়ে বসে পেট পুরে রক্ত খেয়ে উড়ে চলে গেল।

আবার কিছুদূর যেতে যেতে দেখা গেল, একজন লোক দুটো বান মাছ নিয়ে আসছে। আইভান গোলিক্ বড় ভাইকে বলল, "মাছ দুটোকে লোকটার কাছ থেকে কিনে নিয়ে সমুদ্রে ছেড়ে দিয়ে এসো।"

বড় ভাই তাই করল। যাবার সময় মাছ দুটো আইভানের দিকে ফিরে বলল, "তুমি আমাদের প্রাণে বাঁচালে, আমরাও যথাসাধ্য তোমার ভাল করার চেষ্টা করব।"

আবার শুরু হ'ল চলা। যেতে যেতে প্রায় এক মাস কেটে গেল। তারপরে একদিন তারা উপস্থিত হ'ল আর এক রাজার রাজ্যে। সেখানকার রাজা হ'ল একটি বিরাট সাপ। প্রকাণ্ড প্রাসাদ রাজার। চারধারে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা, রেলিং-এর প্রত্যেকটি লোহার মাথায় একটি ক'রে নরমুণ্ড বসানো। শুধু গেটের সামনের দিকে ২০টি বড় থামের মাথা খালি। দেখেশুনে বড় ভাইয়ের বুকের রক্ত ভয়ে জমাট হওয়ার দাখিল ঃ "আইভান রে, ঐ থামের মাথাগুলো বোধ হয় আমাদের জন্যই খালি প'ড়ে আছে।"

আইভান গোলিক্ বলল, "দেখা যাক্।"

সাপরাজা তো তাদের খুব আদর করে ভিতরে নিয়ে গেল। নানা রকমের খাবার মদ সব থরে থরে সাজানো। লোকজনের তো মহাস্ফূর্তি। সাপরাজা এক এক করে তার একুশ মেয়েকে বড় রাজপুত্রের কাছে হাজির করল। বড় রাজপুত্রের ছোটটিকেই সবচেয়ে পছন্দ।

সাপরাজা বললে, "বেশ, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে আমি তোমাকে যে কাজ দেব

সব ঠিকমত করতে হবে। যদি না পারো, তোমাকে তো মারবই, তোমার দলের লোকজনেরাও কেউ বাদ যাবে না।"

বড় রাজপুত্রের আর রাজী না হ'য়ে উপায় কি?

সাপরাজা বললে, "তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে আমার খামারে যে তিনশো গাদা কাটা ধান আছে, তার সবটা আজ রাত্রের মধ্যেই ঝাড়াই মাড়াই করে এমন করে রাখবে যেন খড় আর ধান আলাদা আলাদা সব গোছানো থাকে আর খড়ের গায়ে যেন একটি ধানও লেগে না থাকে।"

কাজের বহর শুনে তো বড় রাজপুত্রের চক্ষু চড়ক গাছ। আইভান গোলিক্ সব শুনে বললে, "তোমার কোন চিন্তা নেই, নাক ডেকে ঘুমোও গে।"

সবাই শুতে গেলে আইভান শিস্ দিয়ে ইদুরদের ডাকল। কি ব্যাপার? না, আজ রাত্রের মধ্যেই সাপরাজার সব কাটা ধান ঝাড়াই মাড়াই করে গোছগাছ করে রাখতে হবে।

বলামাত্রই ইঁদুররা সব খামারে ঢুকে হুটোপুটি লাগিয়ে দিলে। ভোর হওয়ার আগেই কাজ শেষ। সূর্য উঠলে সাপরাজা বড় রাজপুত্রকে নিয়ে খামারে গেল। সব ধান ঝাড়াই মাড়াই হ'য়ে সুন্দর করে গোছানো। রাজা তো অবাক। তার একুশ মেয়েকে ডেকে বললে, "দেখ্ তো, কোন খড়ের গায়ে কোন ধান লেগে আছে কিনা।"

একুশ বোন তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও একটি ধানও দেখতে পেল না কোন খড়ের গায়ে। কি আর করা যায়? সাপরাজা বললে, "ঠিক আছে। এখন খাও দাও ফূর্তি কর। সন্ধ্যার সময় বলব, কাল কি কাজ করতে হবে।"

সারা দিন কাটল। সন্ধ্যায় সাপরাজা বড় রাজপুত্রকে ডেকে বলল, "দেখ, আজ ভোরে আমার ছোট মেয়ে সমুদ্রে নাইতে গিয়ে তার আংটিটি জলে ফেলে এসেছে। ওটিকে কালকের মধ্যে তোমায় এনে দিতে হবে। নইলে কিন্তু নিস্তার নেই কারও।"

আইভান গোলিক্ বড় ভাইয়ের কাছ থেকে সব শুনে বলল, "ব্যাটা মিথ্যা কথা বলেছে। ও নিজেই মেয়ের আংটি নিয়ে জলে ফেলে দিয়ে এসেছে। যাক্‌গে, তুমি ঘুমোও, আমি দেখছি।"

পরদিন খুব ভোরে গোলিক্ সমুদ্রের ধারে গিয়ে জোরে শিস্ দিয়ে বান মাছদের ডাকল। শুনে বান মাছ দুটো প্রাণপণ সাঁতরে পারে এলো। গোলিক্ তাদের সব বলল। শুনেই তারা ডুব মারল সমুদ্রে। খোঁজ্, খোঁজ্, খোঁজ্। কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না আংটি। কোন উপায় না দেখে মাছ দুটো মায়ের কাছে গিয়ে বলল সব। মা শুনে বলল, "আরে, ও আংটিটা তো আমার কাছেই আছে। নিয়ে যা।"

মাছদুটো তো মহাখুশি। তাড়াতাড়ি আংটি এনে আইভান গোলিকের হাতে দিল।

এদিকে বড় রাজপুত্র ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। সাপরাজা তাকে দু দুবার ডেকে পাঠিয়েছে। আংটি এখনও এসে পৌঁছল না। কি যে হবে! এমন সময় আইভান আংটি নিয়ে হাজির। বড় রাজপুত্রের ধড়ে প্রাণ এলো। রাজার সামনে তার ছোট মেয়ের হাতে পরিয়ে দিল আংটিটি।

সেদিন রাতে খাওয়া দাওয়ার পর সাপরাজা বললে বড় রাজপুত্রকে, "আমার একটা পঞ্চাশ মণ ওজনের ধনুক আছে। এটা যদি তুমি নোয়াতে পারো, তা হ'লেই আমার মেয়েকে তোমার সাথে বিয়ে দেব।"

বড় রাজপুত্র গিয়ে সব বলল আইভান গোলিক্‌কে। গোলিক্‌ বলল, "ঠিক আছে। তুমি ধনুক দেখে বলবে, 'এ তো সামান্য ব্যাপার, এ আমার চাকররাই পারে।' এই ব'লে তুমি আমাকে ডেকো।"

বড় রাজপুত্র ফিরে গেল সাপরাজার কাছে। বহু লোকজন মিলে ধরাধরি ক'রে ধনুক নিয়ে এলো। বড় রাজপুত্র একবার তার চারপাশে ঘুরে এসে বলল, "আরে ছো! এ তো আমার যে-কোন ভৃত্যই নোয়াতে পারে।"

সাপরাজা রেগে বললেন, "তাই নাকি? দেখি তো কোন্‌ চাকর তোমার এত ক্ষমতা ধরে?"

বড় রাজপুত্র আইভান গোলিক্‌কে ডাকল। আইভান গোলিক্‌ এগিয়ে এসে ঐ পঞ্চাশ-মণি ধনুকে পঁচিশ-মণি তীর জুড়ে এ্যায়সা জোরে টান দিল যে ধনুক গেল ফেটে আর তীরটা বারো টুকরো হ'য়ে গেল। তীরের সেই ভাঙ্গা টুকরোকটা গোলিক্‌ লুকিয়ে রেখে দিল।

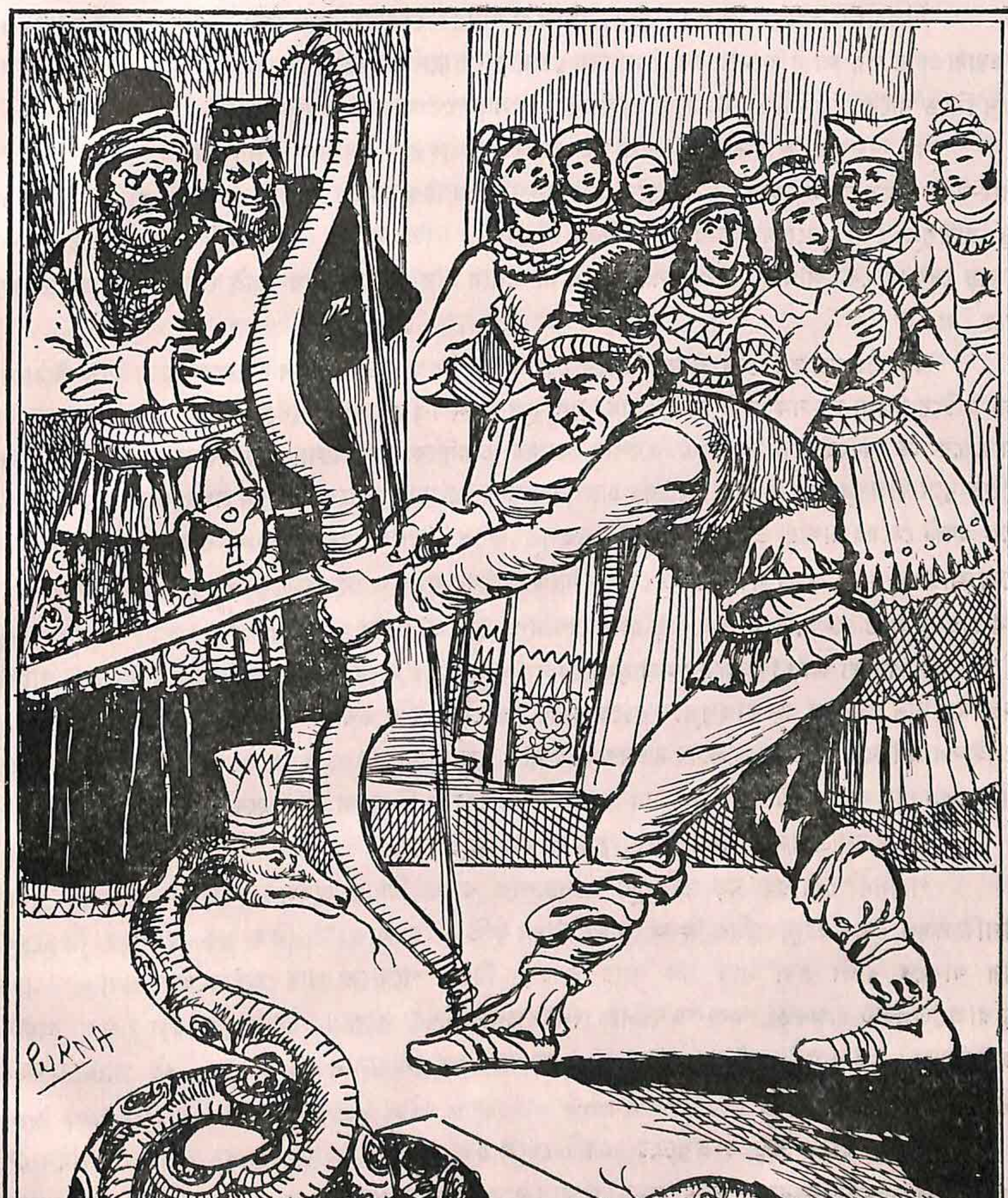
বড় রাজপুত্র সাপরাজার সাথে অন্দরে চলে গেল। তার মনে খুব আনন্দ, এবারে ছোট রাজকুমারী তার হবে। কিন্তু ঘরে গিয়েই সাপরাজা তার ছোট মেয়ের কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে কি বলল। ছোট মেয়ে বাইরে চলে গেল। একটু পরে সাপরাজাও তার পিছন পিছন গেল। অনেকক্ষণ বাদে ফিরে এসে সাপরাজা বলল, "বারো দরজার বাইরে আমার একটা ঘোড়া আছে দাঁড়িয়ে। যদি তুমি তার উপর চড়তে পারো, তো আমার মেয়েকে নিশ্চয় তোমার সাথে বিয়ে দেব।"

সন্ধ্যা হ'তেই বড় রাজপুত্র গোলিকের কাছে এসে সব বলল। গোলিক্‌ সব শুনে বলল, "ঐ ঘোড়াটা মোটেই ঘোড়া নয়, আসলে ওটা হ'চ্ছে সাপরাজার ছোট মেয়ে। ঠিক আছে তুমি আমায় ডেকো, আমি ওকে সায়েস্তা করব।"

পরদিন দুটো প্রকাণ্ড সাপ ঘোড়াটাকে কোন রকমে বেঁধে নিয়ে এলো। খুব জোরালো ঘোড়া, ক্রমাগত খুর ঠুকছে, সাপদুটো হিম্‌সিম্‌ খেয়ে যাচ্ছে। বড় রাজপুত্র ঘোড়াটার চারদিকে একবার ঘুরে এসে বলল, "আরে এটা তো ঘোড়া নয়, ঘুড়ী। এটায় আমি চাপব কি? এ তো আমার যে-কোন চাকরই চাপতে পারে।"

সাপরাজা বললে, "বেশ, ডাকো তোমার চাকরকে।"

রাজপুত্র আইভান গোলিক্‌কে ডাকলে। আইভান এসে চেপে বসল। সাপ দুটো তাদের পাক খুলে দিতেই ঘোড়াটা সোজা উড়ে চলল আকাশে। মেঘ সমান উঁচুতে উঠে ঝপ্‌ করে নীচে নেমে এলো আর প্রচণ্ড ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দ করে মাটি কাঁপিয়ে লাফিয়ে পড়ল। দু'পা তুলে দাঁড়িয়ে, এঁকে বেঁকে ছুটে অনেক চেষ্টা করল আইভানকে ফেলে দিতে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। আইভান তাকে সমানে সেই তীরের একটা আধমণি ভাঙ্গা টুকরো দিয়ে পিটিয়ে যেতে লাগল। শেষটায় ঘোড়াটা পা ছড়িয়ে বড় রাজপুত্রের কাছে এসে শুয়ে পড়ল।



"আইভান্ গোলিক্……তীর জুড়ে এ্যায়সা জোরে টান দিল যে ধনুক গেল ফেটে" (পৃঃ ৪২)

সাপরাজা লজ্জায় লাল। কিন্তু কি করা যায়। শেষটায় সাপরাজা বললে, "ঠিক আছে। খাওয়াদাওয়ার পর আমি আমার সব মেয়েদের তোমার সামনে হাজির করব। যদি তুমি তার মধ্য থেকে চিনে নিতে পারো, কোন্‌টি ছোট মেয়ে, তাহলেই তার সাথে তোমার বিয়ে হবে।"

বড় রাজপুত্র আইভানকে এসে সব বলল। আইভান গোলিক্ শিস্ দিল। একটু পরেই সর্দার-ডাঁশ এসে হাজির হ'ল। সব শুনে সে বলল, "কোন চিন্তা নেই। আমি সে সময় হাজির থাকব। বড় রাজপুত্র যেন মেয়েদের চারপাশে তিনবার ঘোরে। তিন বারের বার আমি ছোট মেয়ের নাকে কামড়ে দেব। সে আমার কামড় সহ্য করতে না পেরে হাত ছুড়বে, আর তাই দেখে রাজপুত্র তাকে বেছে নেবে।"

বড় রাজপুত্র সব শুনে অন্দরে ফিরে গেল। সাপরাজা তার একুশ মেয়েকে সার দিয়ে উঠোনে দাঁড় করিয়ে দিলো। সকলেরই নাক, চোখ, মুখ, চুল এমন কি পোশাক পর্যন্ত এক। কোন উপায় নেই বলার, কে বড় কে ছোট। রাজপুত্র একবার তাদের চারদিকে ঘুরে এলো। ডাঁশ সর্দারের দেখা নেই। চিন্তিত মুখে রাজপুত্র দ্বিতীয় বার মেয়েদের চারপাশে ঘুরে এলো। এবারে রাজপুত্র লক্ষ্য করল ডাঁশ সর্দার এসে একটি মেয়ের মাথার উপর বসেছে। রাজপুত্র ডাঁশ সর্দারের দিকে চোখ রেখে তৃতীয়বার ঘুরে এলো আর তৎক্ষণাৎ ডাঁশ সর্দার ছোট মেয়ের নাকের উপর ব'সে তাকে কামড়ে দিল। ছোট রাজকুমারী ডান হাত তুলে তাকে তাড়িয়ে দিল, বড় রাজপুত্রও খপ্ করে তার হাত ধ'রে ফেললে।

সাপরাজা আর কি করে? মহা ধুমধামে বড় রাজপুত্রের সাথে ছোট মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেল। রাত্রে কিন্তু আইভান গোলিক্ বড় রাজপুত্রকে ডেকে বলল, "ভ্যাখো একটা কথা। এখানে কিন্তু আর থাকা নয়। কালই সবার ফিরে যেতে হবে, এদের মতলব ভাল না। আর একটা কথা, সাত বছরের মধ্যে তোমার স্ত্রীকে কোনদিন আসল ঘটনা বোলো না। যদি বলো, তাহলে কিন্তু আমরা দুজনেই মারা পড়ব।"

বড় রাজপুত্র বলল, "ঠিক আছে, তুমি যা বল, তাই হবে।"

পরদিন ভোরেই বড় রাজপুত্র সাপরাজার কাছে বিদায় চাইল। সাপরাজা প্রথমে খুবই আপত্তি করল, "এত তাড়াতাড়ির কি আছে? দু'দিন ফূর্তি ক'রে যাও।" কিন্তু বড় রাজপুত্র কিছুতেই আর থাকতে রাজী হ'ল না। কি আর করে? বিয়ের পরে তো আর মেয়েকে ধরে রাখা যায় না। বড় রাজপুত্র ছোট রাজকন্যা, লোকজন নিয়ে নিজরাজ্যে ফিরে এলো। গোলিক্ই হ'ল তার প্রধান পরামর্শদাতা। তার কথামতই সব কাজ হয়। বড় ভাই শুধু সিংহাসনে বসে মাত্র। এই ভাবে দু'বছর কেটে গেল।

তৃতীয় বছরে বড় রাজপুত্রের একটি ছেলে হ'ল। বড় রাজপুত্র তো খুব খুশি। একদিন সে ছেলেকে নিয়ে আদর করছে, এমন সময় সুযোগ বুঝে তার নাগপত্নী কাছে এসে পুরোনো কথা বলতে শুরু করল। তাদের বিয়ের কথা, তার আগের কথা। কথায় কথায় সে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, কি করে তুমি বাবার ঐ রকম সব শক্ত শক্ত কাজ করে দিলে?"

বড় রাজপুত্রের তখন গোলিকের সাবধান-বাণী মনেও নেই। সে বলে ফেলল, "আরে ওসব কি আমি করেছি? ও সব তো আইভান গোলিক্ করেছে।"

শুনে সর্প-রাজকুমারী মনে মনে ভীষণ ক্ষেপে গেল। মুখে কিন্তু সে কিছুই বলল না। একটু পরেই সে চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আর উড়ে গিয়ে হাজির হ'ল আইভান গোলিকের কক্ষে। গিয়েই সে তার সোনালী দাগকাটা রুমালখানা আইভানের সামনে বার কয়েক নেড়ে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে আইভানের দেহ দু'খণ্ড হ'য়ে গেল। তার ঠ্যাং দুটি ঘরের মেঝেতেই প'ড়ে রইল আর তার মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত শরীরের বাকি আধখানা ছাদ ফুটো করে বেরিয়ে গিয়ে সাত মাইল দূরে ছিটকে পড়ল।

একটু পরে দম্ খানিকটা ফিরে পেতেই আইভান মাথাটা একটু তুলে দেখতে পেল, সে এক বনের মধ্যে প'ড়ে আছে, আর একটা লোক একটা খরগোশকে তাড়া করতে করতে তার দিকেই ছুটে আসছে। লোকটার দুটো হাতের একটাও নেই, তাই খরগোশটার সমান সমান এসেও কিছুতেই সেটাকে ধরতে পারছে না। তাড়া খেয়ে খরগোশটা কাছে আসতেই আইভান সেটাকে ধরে ফেলল। এবার দুজনের মধ্যে ঝগড়া শুরু হ'ল খরগোশটাকে নিয়ে। লোকটা বলছে, "খরগোশটা আমার"; আইভান বলছে, "না, ওটা আমার।"

দু'জনে খুব ঝগড়া মারামারি। কিন্তু একজনের নেই হাত, আর একজনের নেই পা। সুতরাং কেউ কাউকে বিশেষ কায়দা করতে পারল না। শেষটায় হাতহীন লোকটা বলল, "এ ভাবে ঝগড়া মারামারি ক'রে লাভ নেই। এসো, ঐ যে ওক্ গাছটা দেখা যাচ্ছে, ওটাকে আমরা টেনে তুলি। যে ওটাকে সবচেয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলতে পারবে, সে-ই পাবে খরগোশটা।"

আইভান রাজী হ'য়ে গেল। হাতহীন লোকটা তখন আইভানকে পথে ঠেলে ঠেলে ওক্ গাছটার কাছে নিয়ে গেল, আর আইভান হাত দিয়ে গাছটাকে উপড়ে ফেললে। হাতহীন লোকটা তখন মাটিতে চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়ল আর লাথি মেরে গাছটাকে তিন মাইল দূরে পাঠিয়ে দিল।

এবার আইভানের পালা। আইভান গাছটাকে ধ'রে এমন জোরে ছুঁড়ল যে সেটা সাত মাইল দূরে গিয়ে পড়ল। হাতহীন তখন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "খরগোশটা তুমি নাও। আজ থেকে আমরা ভাই-ভাই।"

সেই থেকে তারা দু'ভাইয়ের মত থাকতে আরম্ভ করল। তারা দুজনে মিলে একটা গাড়ী তৈরি করল। হাতহীন দড়ি দিয়ে সেটাকে নিজের গায়ের সাথে বেঁধে টানতো আর আইভান উপরে ব'সে চালাতো। এমনি ক'রে যেতে যেতে তারা আর এক রাজার রাজ্যে পৌঁছল। একদিন তারা ভিখারীদের পাশে তাদের গাড়ী নিয়ে বসে আছে, এমন সময় সেই দেশের রাজকন্যা এলেন ভিক্ষে দিতে। পঙ্গু লোক দু'টোকে দেখে তাঁর দয়া হ'লো। তিনি তাঁর দাসীর হাতে কিছু পয়সা দিলেন ওদের দিতে। কিন্তু আইভান ব'লে বসল, "তোমার হাত থেকে পয়সা নেব না। দিতে যদি হয় রাজকুমারী নিজের হাতে দিয়ে যান।"

শুনে রাজকন্যা নিজেই এলেন। আইভান তাঁকে বলল, "মা, রাগ কোরো না, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তোমার গায়ের রং এত হলদে কেন ?"

রাজকন্যা বললেন, "ভগবানই আমাকে এই রং দিয়েছেন, বাবা।"

আইভান বলল, "না মা। আমি জানি কেন তোমার এমন রং। আমি কিন্তু তোমাকে ভালো করে দিতে পারি।"

কথাটা রাজার কানে গেল। রাজা ওদের নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে তাঁর লোকজন দিয়ে। আইভানকে বললেন, "দাও তো দেখি আমার মেয়েকে ভালো ক'রে, কেমন পারো।"

আইভান বললে, "বেশ, তাহ'লে ওঁকে সত্যি কথা বলতে বলুন। সবার সামনে উনি বলুন কেন ওঁর এমন রং। উনি আসল কারণটা ঠিকই জানেন।"

রাজা ঘুরে মেয়ের দিকে তাকালেন। রাজকুমারী থতমত খেয়ে মাটির দিকে মুখ ক'রে বললেন, "একটা সাপ উড়ে এসে আমার বুকের রক্ত খেয়ে গেছে। তাই আমি এমন হলদে হ'য়ে গেছি।"

সবাই চীৎকার ক'রে উঠল, "কখন ? কখন এসেছিল সাপটা ?"

রাজকন্যা বললেন, "ভোর হয় হয় এমন সময়, যখন সব প্রহরীরা ঘুমিয়ে পড়েছে, ঠিক তখনই এসেছিল সাপটা চিমনির ভিতর দিয়ে।"

আইভান বললে, "ঠিক আছে। আমরা আপনার ঘরে লুকিয়ে থাকব। সাপটা এলে আপনি কেশে আমাদের জাগিয়ে দেবেন। তারপরে যা করবার আমরা করব।"

যে কথা সেই কাজ। ওরা দু'জনে রাজকন্যার ঘরে লুকিয়ে রইল। রাত শেষ হয় হয়, এমন সময় ছাদের ঠিক নীচে আগুনের ফুলকির মত দেখা গেল, রাজকন্যাও কেশে উঠলেন। হাতহীন কাছে গিয়ে দেখল সাপটা রাজকন্যার বালিশের তলায় ঢুকে পড়েছে। রাজকন্যা লাফিয়ে নেমে পড়লেন খাট থেকে। আর হাতহীন পা দিয়ে আইভানকে ঠেলে তুলে দিল বিছানার উপর। বিছানায় উঠেই আইভান দু'হাত দিয়ে সাপটার গলা চেপে ধরল। সাপটার তো প্রাণ যায় যায়। "আমায় ছেড়ে দাও, আমি আর রাজকুমারীর রক্ত খেতে আসব না।" বলে সে কাকুতি মিনতি করতে লাগল।

আইভান বলল, "অত সহজে ছাড়া পাচ্ছো না চাঁদ। সেই যে ঝরণা আছে, যার জলে ডুব দিলে সব ভালো হ'য়ে যায়, সেখানে যদি আমাকে আর আমার এই ভাইকে নিয়ে যেতে পারো, তবেই তুমি ছাড়া পাবে, নইলে নয়।"

সাপ বললে, "ঠিক আছে। আমাকে ধ'রে থাকো, নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমাকে আর জ্বালা-যন্ত্রণা দিও না।"

তখন আইভান হাত দিয়ে আর হাতহীন পা দিয়ে সাপটাকে জড়িয়ে ধরল আর সাপটা তাদের নিয়ে উড়ে চলল আকাশপথে। খানিকটা গিয়ে একটা ঝরণার পাশে নেমে সাপটা বলল, "ঐ তো সেই ঝরণা। যাও ডুব দিয়ে এসো।"

শুনেই হাতহীন জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু আইভান চীৎকার করে বাধা দিল ঃ "দাঁড়াও, আগে একটা শুকনো কাঠি জলে ডুবিয়ে দেখি এটা সত্যিই সঞ্জীবনী ঝরণা কিনা।"

এই বলে, যেই সে একটা কাঠি ঝরণার জলে ডুবিয়ে ধরল, অমনি সেটা দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল। সাপটার শয়তানীতে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে দুজনে মিলে সাপটাকে দমাদম্ পিটতে লাগল।

মর মর হ'য়ে সাপটা বলল, "আর মেরো না আমাকে। চল, এবার তোমাদের সত্যি সত্যি সঞ্জীবনী ঝরণার কাছে নিয়ে যাব।"

আবার তারা জড়িয়ে ধরল সাপটাকে। সাপটাও তাদের নিয়ে উড়ে গিয়ে আর একটা ঝরণার পাশে থামল। একটা শুকনো কাঠি কুড়িয়ে যেই আইভান এই ঝরণার জলে ডুবিয়ে ধরল, অমনি সেটায় ফুল ফুটে উঠল। ওদের আর কোন সন্দেহ রইল না। সাপটাকে ছেড়ে দিয়ে দু'জনে ঝরণায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাতহীন তার হাত ফিরে পেল, আর আইভান তার পা। দুজন তখন পরস্পরকে ধন্যবাদ দিয়ে, যে যার পথে চলে গেল।

'ভাইয়ের অবস্থা সাপ-রাণী কি করেছে দেখে আসি' ভেবে, আইভান গোলিক্ তার ভাইয়ের রাজ্যে গেল। দূর থেকে সে দেখল একটা লোক শুয়োর চরাচ্ছে। ভাবল, এর কাছেই খোঁজ-খবর নেওয়া যাক। কাছে গিয়ে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখে, ঐ লোকটি আর কেউ না, তারই বড় ভাই। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে বলল, "বেশ হয়েছে। যেমন কর্ম তেমন ফল। তোমাকে পই পই ক'রে বারণ করেছিলাম সাত বছরের মধ্যে সত্যি কথাটা রাণীকে বোলো না। যেমন আমার কথা শোনোনি, এখন তার ফল ভোগ কর।"

বড় রাজপুত্র অনেক ক'রে আইভানকে ঠাণ্ডা করল। আইভান তখন তাকে তার নিজের কাহিনী সব খুলে বলল, আর এই প্রথম তার সত্যিকারের পরিচয় দিল। বড় রাজপুত্রকে জানাল যে সে আর কেউ নয়, তারই ছোট ভাই। দু'ভাইয়ে কোলাকুলি হ'ল।

সন্ধ্যা হ'য়ে আসতে বড় রাজকুমার বলল, "এবার আমার ঐ শুয়োরের পাল নিয়ে ফিরতে হবে।"

আইভান বলল, "চল, আমিও তোমার সাথে যাই।"

বড়ভাই বলল, "সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার কি জানো? ঐ যে বড় শুয়োরটা দেখছ, পালের গোদাটা, ওটা গিয়ে ঠিক খোঁয়াড়ের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়বে। যতক্ষণ না আমি ওর খোঁচা খোঁচা রোঁয়াগুলোয় চুমু খাবো, ততক্ষণ ওটা কিছুতেই ভিতরে ঢুকবে না। আর সাপরাণী তার সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে রোজ চা খেতে খেতে এই ব্যাপার দেখবে আর হেসে কুটি কুটি হবে।"

আইভান বলল, "ঠিক আছে, আজকের মতো যা চলছে চলুক, কাল ওদের মজা দেখাব।"

বড়ভাই যা বলেছিল ঠিক তা-ই হ'ল। বড় শুয়োরটা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, আর বড় রাজকুমার নীচু হ'য়ে চুমু খেতেই সুড় সুড় ক'রে ভিতরে ঢুকে গেল আর সাপরাণী তাই দেখে দাঁত বের ক'রে হাসতে লাগল।

ভিতরে ঢুকে আইভান বলল, "দাদা, আমাকে দশ মণ শুকনো ঘাস আর দশ মণ আলকাতরা দাও তো।"

বড়ভাই ঘাস আর আলকাতরা যোগাড় ক'রে দিয়ে শুতে গেল। আইভান কিছু শুকনো ঘাস নিয়ে দড়ি পাকাল তারপরে তার গায়ে আলকাতরা লেপে দিল। আবার কিছু ঘাস নিয়ে দড়ি করে ঐ আলকাতরা মাখানো দড়িটার গায়ে পেঁচিয়ে দিল, তার পরে তার উপরে আবার আলকাতরা মেখে দিল। এমনি ক'রে দশ মণ শুকনো ঘাস আর দশ মণ আলকাতরা দিয়ে সে প্রকাণ্ড একটা চাবুক তৈরি করল। রাত তখন দুপুর। বাকী রাতটা ঘুমিয়ে কাটিয়ে আইভান উঠল।

বড়ভাই ঘুম থেকে উঠে বলল, "আবার শুরু হ'ল। এখন আবার ঐ শুয়োরের পাল নিয়ে বেরোতে হবে। বেরোবার সময়ও ঐ একই কাণ্ড ঘটবে। ধাড়ী শুয়োরটা কিছুতেই দরজা দিয়ে বেরোবে না। আমাকে আবার ওটাকে চুমু খেতে হবে। তখন প্রভু দয়া করে বেরোবেন। আর এই দেখে সাপরাণী তার অনুচরদের নিয়ে আবার একচোট হাসবে।"

আইভান বলল, "ঠিক আছে, আজ আমি ওদের বের করব ঘর থেকে।"

বড়ভাই রাজী হ'ল। সব শুয়োর বেরিয়ে গেল, কিন্তু ঐ বেয়াড়া শুয়োরটা দরজার কাছে এসেই দাঁড়িয়ে পড়ল। সাপরাণী হাসি হাসি মুখ ক'রে তার লোকজন নিয়ে মজা দেখতে হাজির হতেই, আইভান গোলিক্ তার ঐ চাবুক দিয়ে শুয়োরটাকে এমন মারল যে ওটা একেবারে খণ্ড বিখণ্ড হ'য়ে গেল।

ব্যাপার দেখে রাণীর অনুচরেরা তো পগার পার। রাণী কিন্তু একটুও না দমে সোজা এগিয়ে এসে আইভানের চুলের মুঠি ধরে টানতে লাগল। আইভানও ছাড়ার পাত্র নয়। সেও এক হাতে সাপরাণীর চুলের মুঠি ধরে আর এক হাত দিয়ে সমানে সাপরাণীকে চাবকাতে লাগল। চাবকানোর চোটে সাপরাণীর শরীর থেকে সব সাপ-রক্ত বেরিয়ে গেল। ফলে তার সাপের স্বভাব চলে গিয়ে সে স্বাভাবিক মানুষের মতোই হ'য়ে গেল সব ব্যাপারে। বড়ভাইও তাকে নিয়ে সুখে স্বামী-স্ত্রী ভাবে বসবাস করতে লাগল।

বাস্চা রাজা নোভিস্‌নি আর তার বোন



এক সময়ে এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তার কোন সন্তান ছিল না। রাজা এত কৃপণ ছিলেন যে নিজের বাজার পর্যন্ত নিজে করতেন। একদিন বাজারে গিয়ে রাজা একটা ছোট মাছ কিনলেন। মাছ কিনে বাড়ি ফিরছিলেন, এমন সময় রাজার পেল ভয়ানক তেষ্টা। পিপাসায় গলা বুক একেবারে শুকিয়ে আসছে, একটু জল না পেলে বাড়ি পর্যন্ত পৌছানই যাবে না।

হঠাৎ রাজার মনে পড়ল, কাছেই যে পাহাড়টা আছে তারই মধ্যে আছে একটা ঝর্ণা। বেশ টলটলে জল তার। মনে পড়তেই, রাজা দ্রুতপায়ে ঝর্ণাটার পাশে গিয়ে একেবারে মুখ ডুবিয়ে জল খেতে শুরু করলেন। এখন হয়েছে কি, ঐ ঝর্ণার জলেই শয়তান ছিল লুকিয়ে। জল খাওয়া শেষ ক'রে যেই রাজা মুখ তুলতে যাবেন, অমনি শয়তান তার দাড়ি ধ'রে ঝুলে পড়ল। রাজা যত ছাড়াবার চেষ্টা করেন, শয়তান তত জোরে তার দাড়ি চেপে ধরে। ভয়ে আধমরা হ'য়ে রাজা বললেন, "তোমার পায়ে পড়ি আমায় ছেড়ে দাও, তুমি যা চাও তাই দেব।"

শয়তান বলে, "বেশ ছেড়ে দিচ্ছি। কথা দাও, বাড়ি গিয়ে যে নতুন জিনিস দেখবে, তাই আমায় দিয়ে দেবে?"

রাজা খুশি হ'য়ে বলেন, "এ আর বেশি কথা কি? নিশ্চয় দেব।"

শয়তান তখন তাকে ছেড়ে দিল।

বাড়ি গিয়ে রাজা দেখলেন, রাণী একটি ছেলে আর একটি মেয়ে প্রসব করেছেন। ছেলে মেয়ে দুটি আবার এমন অদ্ভুত, যে তারা মিনিটে মিনিটে বাড়ছে। দেখতে দেখতে রাজার চোখের সামনেই তারা বেশ বড়সড় হ'য়ে উঠল। এমন সুন্দর ছেলেমেয়ে কেউ কোথাও দেখেনি। দেখতে দেখতে রাজার চোখে জল এসে গেল। এই নতুন জিনিসের কথাই তো শয়তানটা বলেছে। হায়রে! এমন ছেলেমেয়েকে শয়তানের হাতে তুলে দিতে হবে!

রাজাকে কাঁদতে দেখে রাণী তো অবাক্! "ব্যাপার কি? ছেলেমেয়ে হয়নি দেখে তোমার কত দুঃখ। আজ কোথায় আনন্দ করবে তা না, তুমি কাঁদতে বসলে?"

রাজা তখন সব ঘটনা খুলে বললেন রাণীকে। রাণী সব শুনে বললেন, "এক কাজ করি এসো। আমাদের বারান্দার তিনকোণা ছাদের নীচে খুঁড়ে গর্ত করে ওদের লুকিয়ে রাখি। শয়তানটা তাহ'লে ওদের আর খুঁজে পাবে না।"

রাণীর কথামতো সামনের বারান্দার ছাদের নীচে খুঁড়ে বেশ বড় একটা গর্ত করা হ'লো।

গর্ত খুঁড়ে ছেলে মেয়েকে খাইয়ে দাইয়ে গর্তে শুইয়ে গর্তের মুখ তো ঢেকে দেওয়া হ'লো। রাত দুপুরে শয়তান এলো একটা বিরাট সাপের রূপ ধরে। সাপটা সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজল, কিন্তু কোথাও ছেলে মেয়ে দুটির দেখা পেল না। শেষটায় সে গিয়ে উনুনকে ধরে পড়ল: "উনুন ভাই! উনুন ভাই! বলো তো কোথায় জার (রাজা) তার ছেলেমেয়েদের লুকিয়ে রেখেছেন?"

উনুন বললে, "না বাবা, জার রোজ রাতে কত কাঠ জ্বালিয়ে আমার পেটটা গরম রাখেন, আমি তাঁর বিরুদ্ধে যেতে পারব না।"

সাপটা তখন চুল্লী-ঝাড়ার ঝাঁটাকে গিয়ে ধরল, "ঝাঁটা ভাই! ঝাঁটা ভাই! বল তো জারের ছেলেমেয়েরা কোথায়?"

ঝাঁটা বললে, "না বাপু, জার রোজ আমাকে দিয়ে চুল্লীর গরম রেলিংগুলো পরিষ্কার করেন। সেই গরমে আমি বেশ আরাম বোধ করি। আমি তাঁর শত্রুতা করতে পারবো না।"

সাপ তখন কুড়ুলের কাছে ধর্ণা দিল: "কুড়ুল ভাই! কুড়ুল ভাই! বলে দাও না, জারের ছেলেমেয়েকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে?"

কুড়ুল বললে, "ঐটি পারবো না বাপু। জার রোজ আমাকে দিয়ে কাঠ কেটে, আমাকে যত্ন করে শুইয়ে রেখে দেন। আমি দিব্যি আরামে ঘুমোই, আমি ও কথা ব'লে তার ঘুমের ব্যাঘাত করতে পারবো না।"

শয়তান তখন তুরপুনের শরণ নিল। "তুরপুন ভাই! তুরপুন ভাই! জারের ছেলেমেয়েরা কোথায়?"

তুরপুন বললে, "উঁহু জার মাপে মাপে আমাকে দিয়ে ছোট খাটো ছেঁদা করেন মাত্র। বাকি সময়টা আমাকে আরামে বিশ্রাম করতে দেন। আমি তার অশান্তি ঘটাতে পারবো না।"



“কোথায় আনন্দ করবে তা না, তুমি কাঁদতে বসলে ?” (পৃঃ ৫০)

সাপটা শয়তানী হাসি হেসে বললে, "তাই বুঝি? আর জার যে মাপে মাপেই তোমার মাথায় হাতুড়ি দিয়ে ঠোকেন, সেটা বুঝি একেবারেই ভুলে গেলে?"

তুরপুন বললে, "তাইতো! ওটা তো ভুলেই গিয়েছিলাম! ঠিক আছে, তুমি আমাকে নিয়ে ছাদে উঠে সামনের বারান্দার ঢাকার সোজাসুজি টিপ ক'রে ছেড়ে দিও। যেখানটায় আমি পড়ব সেখানকার মাটি খুঁড়ো, তাহ'লেই কাজ হবে।"

সাপটা তাই করল, আর মাটি খুঁড়ে বের ক'রে আনল ছেলেমেয়ে দু'টিকে।

ছেলেমেয়ে দুটি কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক বেড়ে গেছে। বাল্য, কৈশোর ছাড়িয়ে তারা যুবক যুবতীতে পরিণত হয়েছে। কি সুন্দর তাদের চেহারা! দেখলে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। সাপটা তো ওদের পিঠে নিয়ে চলতে শুরু ক'রে দিল। কিন্তু ছেলেমেয়ে দুটি বড় হয়েছে তো, বেশ ভারী। কাজেই কিছু দূর গিয়েই সাপটা ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল, আর ছেলেমেয়ে দু'টিকে পিঠ থেকে নামিয়ে শুয়ে পড়ে ঘুমোতে লাগল।

ছেলেমেয়ে দুটো চুপচাপ সাপটার শিয়রে বসে আছে, এমন সময় একটা ঘোড়া এলো দৌড়তে দৌড়তে। এসেই বললে, "চট্‌পট্ আমার পিঠে উঠে পড়ো, যদি পালাতে চাও।"

ভাইবোনে লাফিয়ে উঠে বসে ঘোড়ার পিঠের উপর। ঘোড়াটা প্রাণপণে ছুটতে থাকে। খানিক বাদেই সাপটার ঘুম ভাঙ্গে। রাজার ছেলেমেয়েদের না দেখে, এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে তার নজরে এলো, দূরে, বহু দূরে রাজার ছেলেমেয়েরা ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে পালাচ্ছে।

রাগে গরগর করতে করতে সাপটা তাড়া করে। রাগের চোটে তার মুখ থেকে আগুন ছুটতে থাকে। সাপটা কাছে এসে পড়তেই, সেই আগুনের তাপে ঘোড়াটার লেজ টেজ পুড়ে একেবারে কয়লা হয়ে যায়। একটু বাদেই ঘোড়াটা মুখ থুবড়ে প'ড়ে যায় আর সাপটা ছুটে এসে রাজপুত্র ও রাজকন্যাকে পিঠে নিয়ে আবার চলতে থাকে।

কিছু দূর গিয়ে সাপটা কিন্তু আবার ক্লান্ত হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে ঘুম লাগায়। দুই ভাইবোনে তার মাথার কাছে ব'সে ঢুলছে, এমন সময় বিরাট একটা মৌমাছি উড়ে এলো তাদের কাছে, "আরে ছোট্ট যুবরাজ নোভিস্‌নি যে! এখানে এসেছো যে? ইচ্ছেয় না অনিচ্ছেয়?"

নোভিস্‌নি বলে, "অনিচ্ছেয়।"

মৌমাছি বলে, "তবে তোমরা দু'ভাইবোনে আমার পিঠে চাপো। আমি তোমাদের নিয়ে উড়ে পালিয়ে যাবো।"

রাজপুত্র সন্দেহ প্রকাশ করে, "ঘোড়াটাই আমাদের বাঁচাতে পারলো না। সামান্য মৌমাছি হ'য়ে তুমি কি পারবে?"

মৌমাছি বলে, "দেখিই না চেষ্টা ক'রে। না পারি তখন ডানা ঝেড়ে তোমাদের ফেলে দেব।"

রাজপুত্র ভাবে: 'এমনিও গেছি, অমনিও গেছি। দেখা যাক কপালে কি আছে।' দু ভাইবোনে উঠে বসল মৌমাছির পিঠে। মৌমাছিও তাদের নিয়ে উড়ে চলল।

ওদিকে একটু পরে সাপটারও ঘুম ভাঙ্গল। ঝোপ, ঝাড় ছাড়িয়ে মাথা তুলে উপর দিকে তাকাতেই দেখে মৌমাছির পিঠে চ'ড়ে ভাইবোনে দিব্যি পালাচ্ছে। ক্ষেপে গিয়ে সাপটা আকাশপথেই ধাওয়া করল তাদের। আগুনের আঁচ গায় এসে লাগতেই রাজপুত্র পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে, প্রতি নিঃশ্বাসে আগুনের ফুলকি ছড়াতে ছড়াতে সাপটা ফোঁস্ ফোঁস্ করতে করতে তেড়ে আসছে। চীৎকার ক'রে বলে নোভিস্‌নি : "মৌমাছি ভাই! এবার আমরা গেলাম! ঐ আসছে সাপটা তেড়ে।"

শুনেই ডানা ঝেড়ে মৌমাছিটা রাজপুত্র রাজকন্যাকে ফেলে দিয়ে ভোঁ ভাঁ। ভয়ে ভাইবোনে চোখ বুজে ফেললে। আর একটু পরেই তো হাড়-গোড় সব গুঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু মাটির বুকে আছড়ে পড়ার আগেই সাপটা বিরাট হাঁ করে উড়ে এসে তাদের কামড়ে ধরল। আস্তে তাদের মাটিতে নামিয়ে দিয়ে সাপটা বলে, "কিরে! বারণ করেছিলাম না, কারুর কথায় কান না দিতে? আর একটু হ'লেই তো প্রাণে মারা পড়তিস্।"

ভাইবোনে মাথা হেঁট করে থাকে। সাপটা আবার তাদের পিঠে নিয়ে চলতে আরম্ভ করে।

কিছু দূর গিয়ে সাপটা আবার ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ভাইবোনে বসে আছে তো আছেই। হঠাৎ একটা বলদ ছুটতে ছুটতে হাজির। "বাচ্চা রাজা নোভিস্‌নির জয় হোক্। তা, রাজপুত্র এখানে কেন? ইচ্ছেয় না অনিচ্ছেয়?"

নোভিস্‌নি বলে, "অনিচ্ছেয়।"

বলদ বলে, "তা হ'লে আমার পিঠে চড়ে বোসো, আমি তোমাদের নিয়ে পালিয়ে যাব।"

রাজপুত্র বলে, "একটা ঘোড়া আর মস্ত একটা মৌমাছিও আমাদের নিয়ে পালাতে চেষ্টা করেছিল, পারেনি। তুমি কি পারবে?"

বলদ বিরক্ত হ'য়ে বলে, "বাজে প্রশ্ন রাখ তো! দেখ না, পারি কিনা।"

'যাকগে, মরলে তো একবারই মরব', ভেবে ভাইবোনে উঠে বসে, বলদের পিঠে। বলদ টিকুর টিকুর করে চলে। মাইল খানেক গিয়ে আবার হঠাৎ থেমে গিয়ে জিরোতে বসে।

রাজপুত্র ভাবে, 'বাঁচার কোন আশা নেই। সাপটা এলো ব'লে। এবার আর নিশ্চয় আমাদের আস্ত রাখবে না। রাগের চোটে দেবে একেবারে শেষ ক'রে।"

যা ভয় করছিল তাই। পিছন ফিরে তাকিয়ে রাজপুত্র দেখে, আগুনের ফুলকি ছড়াতে ছড়াতে ফুঁসতে ফুঁসতে আসছে সাপটা। দেখতে দেখতে এত কাছে এসে পড়ল সাপটা, যে তার নিঃশ্বাসের তাপ এসে লাগতে লাগলো ওদের গায়।

এমন সময় বলদটা ফিসফিসিয়ে বলল : "খুদে রাজামশাই, আমার বাঁ কানের ভিতর চেয়ে দেখো, একটা ঘোড়ার গা আঁচড়াবার চিরুনি গোঁজা আছে। ওটাকে বের ক'রে পিছন দিকে ছুঁড়ে দাও।"

শোনামাত্রই নোভিস্‌নি চিরুনিটা টেনে বের করে ছুঁড়ে দিল পিছন দিকে। ছোঁড়া মাত্রই

পিছনে চিরুনির দাঁতের মতো ঘন বন হ'য়ে গেল আর সাপটা আটকা পড়ে গেল সেই বনে। বলদ হেলতে দুলতে এগিয়ে চলল।

কতদূর আর যাবে? একটু বাদেই দেখা গেল, সাপটা দাঁত দিয়ে বন কেটে বেরিয়ে ওদের দিকে ছুটে আসছে। বলদটা বলল, "রাজপুত্র! আমার ডান কানে দেখ একটা বুরুশ লুকোনো আছে। ওটাকেও তুমি পিছন দিকে ছুঁড়ে দাও।"

কথামতো রাজপুত্র বুরুশটা নিয়ে ছুঁড়ে দিল পিছন দিকে। আবার বুরুশের রোঁয়ার মত ঘন বনে ছেয়ে গেল পিছন দিকটা। কিছু কালের জন্য সাপটার ছুটে তাড়া করা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু একটুও না দ'মে সাপটা ঠোকরাতে, ঠোকরাতে, ঠোকরাতে, ঠোকরাতে বন কেটে বেরিয়ে এলো। এর মধ্যে বলদ রাজপুত্র আর রাজকন্যাকে নিয়ে সমুদ্রের তীরে পৌঁছে গেছে। পৌঁছেই বলদটা বলল, "রাজপুত্র আমার ডান কানের মধ্যে একটা রুমাল আছে। ওটা শীগগীর টেনে বের করে আমার সামনে নেড়ে দাও।"

রাজপুত্র তাড়াতাড়ি রুমালটা বের করে বলদটার মুখের সামনে নেড়ে দিল। আর দেওয়া মাত্র সমুদ্রের উপর একটা পাকা পুল তৈরি হ'য়ে গেল। পুলের উপর দিয়ে বলদ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল রাজপুত্র রাজকন্যাকে পিঠে নিয়ে। ছুটতে, ছুটতে, ছুটতে, ছুটতে ওরা পুলের শেষ কিনারে পৌঁছে গেল।

এদিকে সাপও সমুদ্রের কিনারায় এসে গেছে। পুলের উপর উঠে পড়ে আর কি। কিন্তু বলদটা বলল রাজপুত্রকে, "শীগগীর রুমালটা আমার পিছন দিকে নেড়ে দাও।"

বলতেই রাজপুত্র রুমালটা বলদটার লেজের দিকে নেড়ে দিল, আর দেওয়ামাত্রই পুলটা পিছন থেকে গুটিয়ে এসে সামনে ছড়িয়ে পড়ল। তার উপর দিয়ে বলদটা ওদের নিয়ে চলে গেল সমুদ্রের ওপারে। সাপটা আর সমুদ্র পেরোতে পারল না।

ওপারে গিয়ে বলদটা রাজপুত্র আর রাজকন্যাকে সমুদ্রের ধারে একটা কুঁড়ে ঘরের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, "এই ঘরে তোমরা থেকো। আর একটা কাজ করো। আমাকে কেটে চার টুকরো ক'রে এক টুকরো রাখবে দোরগোড়ায়, এক টুকরো উনুনের উপর ঝুলিয়ে আর দু' টুকরো ঘরের দু'কোণে।"

শুনেই তো ভাইবোনে কাঁদতে শুরু করল: "তুমি আমাদের বাবার মতো। কতো কষ্ট ক'রে আমাদের প্রাণে বাঁচিয়েছো। তোমায় আমরা মেরে ফেলব কোন্ প্রাণে?"

বলদ বললে, "যা বলছি তাই করো। আমিই তো বলছি। তোমাদের তো কোন দোষ নেই।"

কি আর করে নোভিস্নি? বলদের কথামতো তাকে কেটে চার টুকরো ক'রে চার জায়গায় রেখে দিল। দুপুর রাতে ঘুম ভেঙ্গে উঠে দেখে টুকরো চারটে নেই। তার বদলে আছে একটা চমৎকার ঘোড়া চকমকে জিন্ দিয়ে চমৎকার ক'রে সাজানো, একটা তরবারি যেটা আপনা থেকেই ঘুরে ঘুরে সব কচ্ কচ্ ক'রে কেটে ফেলতে পারে আর দুটো বলিষ্ঠ শিকারী কুকুর: প্রোতিয়ুস্ ও নেদ্ভিগা।

রাজকুমার মহা উৎসাহে চেঁচামেচি ক'রে বোনকে জাগিয়ে দিল, আর ভোর হ'তেই ঘোড়ায় চেপে কুকুর দুটো নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শিকারে।

ভাই শিকার করে আনে আর বোন ঘরে থেকে রান্নাবান্না করে। এমনি করেই তারা সমুদ্রের তীরে ঐ কুটিরে বসবাস করতে লাগল। একদিন হ'ল কি, রাজকন্যা সমুদ্রে গেছে ময়লা জামাকাপড়-গুলো কাচতে। এমন সময় সমুদ্রের ওপার থেকে শয়তান সাপটা হেঁকে বলল, "রাজকন্যে, রাজকন্যে, বল না কি ক'রে তোমরা সমুদ্র পেরোলে ?"

রাজকন্যা বলল, "আমার ভাইয়ের একটা রুমাল আছে। সেটাকে নাড়লেই সুন্দর, পুল তৈরি হ'য়ে যায়।"

সাপটা বললে, "এক কাজ কর না রাজকন্যে। রুমালটা ধোওয়ার জন্যে চেয়ে এনো না রাজপুত্রের কাছ থেকে। তারপরে সমুদ্রের তীরে এসে নাড়লেই তো সমুদ্রের উপর পুল হ'য়ে যায়, আর তার উপর দিয়ে আমি তোমার কাছে চলে আসতে পারি। তারপরে রাজপুত্রকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে, তোমাতে আমাতে পরমানন্দে থাকতে পারি।"

সাপটার মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনে রাজকন্যা মজে গেল। বাড়ি ফিরে রাজপুত্রকে বলল, "দাও তো ভাই রুমালটা। ওটা বড্ড নোংরা হ'য়ে গেছে, কেচে পরিষ্কার করে দি।"

নোভিস্নি সরল বিশ্বাসে রুমালটা বোনকে দিয়ে দিল। আর রাজকন্যা সেটা হাতে পেয়েই এক ছুটে সমুদ্রের কিনারায়। রুমালটা নেড়ে দিতেই, সমুদ্রের উপর বিরাট একটা পুল হ'য়ে গেল, আর তার উপর দিয়ে সাপটা নির্বিবাদে এপারে চলে এলো। এসেই দু'জনে পরামর্শ করতে বসল: কি করে রাজপুত্রকে তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলা যায়।

রাজপুত্র তো রোজই ভোরে উঠে শিকারে বেরিয়ে যায়, তাই সাপটা পরামর্শ দিল, "আজ তুমি বিছানায় শুয়ে খুব ছট্ফট্ করবে, আর রাজপুত্র প্রশ্ন করলে বলবে, 'দ্যাখো আমার বড্ড অসুখ করেছে। তবে, আমি স্বপ্ন দেখেছি নেকড়ের দুধ খেলে আমি সেরে যাব।' রাজপুত্র অমনি নেকড়ের দুধ আনতে ছুটবে আর নেকড়েরা ওর কুকুর দুটোকে কামড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলবে। তাহ'লেই আমরা রাজপুত্রকে কায়দা করতে পারবো। কারণ ঐ কুকুর দুটোই ওর প্রধান সহায়।"

যে কথা সেই কাজ। সেদিন রাজপুত্র শিকার থেকে ফিরলে, সাপটা ঘরে লুকিয়ে রইল, আর রাজকন্যা বলতে লাগল: "ভাই আমি খুব অসুস্থ। তবে তুমি যদি নেকড়ের দুধ এনে দিতে পারো তাহ'লে হয়তো বাঁচতেও পারি। কারণ আমি স্বপ্ন দেখেছি নেকড়ের দুধ খেয়ে আমি ভালো হ'য়ে গেছি।"

রাজপুত্র বললে, "এই কথা ? এক্ষুণি নিয়ে আসছি নেকড়ের দুধ।" বলেই সে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ল। পিছনে পিছনে ছুটে চলল তার কুকুর দুটো।

যেতে যেতে একটা ঘন ঝোপের কাছে আসতেই, একটা মাদী নেকড়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো। তৎক্ষণাৎ প্রোতিয়ুস্ তেড়ে এসে ওটাকে ধ'রে ফেলল, আর নেদ্ভিগা ওটাকে এ্যায়সা কামড়ে ধরল যে ওটার আর নড়াচড়া করার উপায় রইল না। নোভিস্নি তখন ধীরে সুস্থে তার দুধ দুইয়ে তাকে

ছেড়ে দিল। ছাড়া পেয়ে নেকড়েটা বলল ঃ "রাজপুত্র, তুমি আমায় ছেড়ে দেবে ভাবিনি। ছেড়ে যখন দিলে, আমার এই বাচ্চাটা তোমায় দিয়ে দিচ্ছি। এ প্রাণ দিয়ে তোমার সেবা করবে।"

রাজপুত্র কুকুর দুটো আর নেকড়ের বাচ্চাটাকে নিয়ে কুঁড়ে ঘরে ফিরে এলো। দূর থেকে তাকে দেখেই সাপটা বললে রাজকন্যাকে ঃ "এই রে! রাজপুত্র দেখি ফিরে আসছে। এক কাজ কর। আগের দিনের চেয়ে আরো বেশী ছটফট করতে থাকো। রাজপুত্র এলে বোলো ভালুকের দুধ আনতে। ভালুকগুলো নিশ্চয় রাজপুত্রকে পেলে ছেড়ে দেবে না।" এই ব'লে সাপটা নিজেকে একটি ছুঁচে পরিণত ক'রে ফেললে আর রাজকন্যা সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ঘরের মাটির দেওয়ালে ফুটিয়ে রাখলে।

রাজপুত্র এসে ঘরে ঢুকতেই, কুকুর দুটোও তার পিছন পিছন এলো, আর এসেই ছুঁচটার ঘন ঘন গন্ধ শুঁকতে লাগলো আর পরিত্রাহি ঘেউ ঘেউ করতে লাগল।

রাজকন্যা বললে, "তোমার এই কুকুর দুটোকে তাড়াতে পারো না? এরাই দেখছি আমাকে পাগল করে ছাড়বে।"

রাজপুত্র ইসারা করতেই কুকুর দুটো শান্ত হ'য়ে বসল। রাজকন্যা তখন বললে, "দ্যাখো আমি আবার স্বপ্ন দেখেছি তুমি কোত্থেকে আমার জন্যে ভালুকের দুধ যোগাড় ক'রে এনেছো, আর তাই খেয়ে আমি ভালো হ'য়ে যাচ্ছি।"

রাজপুত্র শুনে বলল, "বেশ, আনবো ভালুকের দুধ, তবে আজ আর নয়, কাল। এখন আমি ঘুমোব।" বলেই রাজপুত্র শুয়ে নাক ডাকাতে লাগল আর নেদ্‌ভিগা তার মাথার দিকে, প্রোতিয়ুস্ পায়ের দিকে আর বাচ্চা নেকড়েটা কোলের কাছে চুপচাপ শুয়ে থাকল।

পরদিন ভোরে উঠেই, রাজপুত্র ঘোড়ায় চ'ড়ে রওনা হ'ল ভালুকের দুধের সন্ধানে। জন্তু তিনটেও তার পিছু পিছু চলল। এবারেও কিছু দূর যেতে ছোট একটা ঝোপের মধ্য থেকে একটা মাদী ভালুক বেরিয়ে এলো, প্রোতিয়ুস তাকে তাড়া ক'রে ধরে ফেলল। নেদ্‌ভিগা তাকে চেপে রাখল মাটিতে, আর রাজপুত্র চট্ করে তার দুধ দুইয়ে নিয়ে তাকে ছেড়ে দিল। ভালুকটাও খুশি হ'য়ে তাকে একটা ভালুকের বাচ্চা দিয়ে দিল।

বাড়ির দিকে ফিরে চলল রাজপুত্র। দূর থেকে তাকে দেখেই সাপটা বলল, "আরে! এ যে পশুর সংখ্যা বাড়িয়েই চলেছে। এক কাজ কর। এবারে ওকে বল খরগোশের দুধ আনতে। খরগোশ দেখেই নিশ্চয় কুকুরগুলো খরগোশটা খেয়ে ফেলবে, আর রাজপুত্রও রেগে গিয়ে ওদের শেষ ক'রে ফেলবে।" বলেই সাপটা আবার একটা ছোট্ট ছুঁচ হ'য়ে গেল।

রাজকন্যা সেটাকে তুলে দেওয়ালের আরও উপর দিকে গেঁথে রাখল, যাতে কুকুরদুটো ওটার নাগাল না পায়। কুকুর দুটো ঘরে ঢুকেই ছুঁচটার দিকে মুখ উঁচিয়ে নাক টানতে আরম্ভ করল, সাথে সাথে উৎকট চীৎকার। কিন্তু রাজপুত্রের দাবড়ানি খেয়েই চুপ ক'রে গেল তারা। রাজকন্যা তখন বললে রাজপুত্রকে ঃ "একটু যদি খরগোশের দুধ এনে দিতে পারো, তাহ'লে হয়তো ভাল হই।"

রাজপুত্র বললে, "বেশ দেব। তবে আগে একটু ঘুমিয়ে নি।"

রাজপুত্র শুয়ে পড়ল। তার মাথার দিকে নেদ্‌ভিগা, পায়ের দিকে প্রোতিয়ুস্‌ আর দুপাশে ভালুকের আর নেকড়ের বাচ্চাদুটো গুটিশুটি মেরে শুয়ে রইল। ভোর হ'তে দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেল রাজপুত্র। কিছুদূর যেতেই একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো একটা মাদী খরগোশ। অমনি প্রোতিয়ুস্‌ তাকে ধ'রে ফেলল, নেদ্‌ভিগা তাকে ঠেসে রাখল আর রাজপুত্র দুধ দুইয়ে তাকে ছেড়ে দিল। ছাড়া পেয়ে খরগোশটাও তার একটা বাচ্চা নোভিস্‌নিকে দিয়ে দিলে।

সবাইকে নিয়ে কুটিরে ফিরতেই সাপটা দূর থেকে দেখে বলল, "ইস্‌ কি ধূর্ত এই রাজপুত্রটা! আচ্ছা, এবারে ওকে শেয়ালের দুধ আনতে বলো। এবারে হয়তো ওর জানোয়ারগুলো ওকে বিপদে ফেলে পালাবে।"

রাজপুত্র এসে পৌঁছলে রাজকন্যা সাপটার কথামতো তাকে শেয়ালের দুধ আনতে বলল আর রাজপুত্রও রাতটা ঘুমিয়ে কাটিয়ে ভোর হ'তেই বেরিয়ে পড়ল শেয়ালের দুধের খোঁজে। এদিনও কিছুদূর যেতে না যেতেই একটা ঝোপ থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো একটা খেঁকশিয়াল। প্রোতিয়ুস্‌ আর নেদ্‌ভিগা তাকে ধ'রে ঠেসে রইল আর নোভিস্‌নি দুধ দুইয়ে তাকে ছেড়ে দিল। শেয়ালটাও রাজপুত্রকে তার একটা বাচ্চা দিয়ে দিল।

দূর থেকে রাজপুত্রকে দেখে সাপটা বলল, "নাঃ, এভাবে ওকে জব্দ করা যাবে না। এবারে রাজপুত্র এলে বোলো 'সেই যে অনেক, অনেক দূরের রাজ্য, যেখানে বুনো শুয়োরে নাক দিয়ে জমি চাষ ক'রে, লেজ দিয়ে মাটির ডেলা ভাঙ্গে আর কান দিয়ে ধান বোনে, সেই রাজ্যে আছে একটা কল। তাতে আছে বারোটা চুল্লী, আর সেখানে আপনা থেকে ধান ভানা হয়। ঐ বারোটা চুলো থেকে কিছু কিছু ভানা চাল যদি এনে দিতে পারো, তাহ'লে তাই দিয়ে পিঠে তৈরি করে খাই। তাতে হয়তো আমার রোগ সারবে।"

রাজপুত্র এলে রাজকন্যা সাপের শেখানো মতো সব বললে। শুনে রাজপুত্র রেগে বলল, "তুই আমার বোন না আমার শত্রু? একটার পর একটা বায়না করেই চলেছিস?"

"কি? আমি শত্রু হ'লে এই অচেনা, অজানা জায়গায় বহাল তবিয়তে থাকতে পারতে?" ফুঁসে ওঠে রাজকন্যা।

রাজপুত্র চুপ করে যায়।

পরদিন ভোরে বেরিয়ে পড়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে। পিছু পিছু চলে তার পশুবাহিনী। যেতে, যেতে, যেতে, যেতে শেষটায় সেই শুয়োরের দেশে গিয়ে পৌঁছল। ধানকলের কাছে গিয়ে রাজপুত্র ঘোড়াটা বাইরে বেঁধে রেখে ভিতরে ঢুকলো। কলটার বারোটা চুল্লীর বারোটা দরজা, আপনা থেকে খোলে, আপনা থেকে বন্ধ হয়। রাজপুত্র এক এক ক'রে সব দরজা দিয়ে ঢুকে সব কটা চুল্লীর ভানা চাল নিয়ে আবার প্রথম দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে অপেক্ষা করে। কিন্তু কুকুরগুলোর পাত্তা নেই। হয়েছে কি, রাজপুত্র প্রথম

দরজা দিয়ে ঢোকার সাথে সাথেই তার কুকুর দুটোও তার পিছু পিছু ঢোকে। কিন্তু রাজপুত্র দ্বিতীয় দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতেই, দরজাটা আপনাআপনি বন্ধ হ'য়ে যায়। কুকুরগুলো শত চেষ্টাতেও তা খুলতে পারে না। রাজপুত্রও বুঝতে পারে না ব্যাপারটা কি? অনেক ডাকার পরও যখন কুকুরদুটো এলো না, নোভিস্‌নি কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলো তার বোনের কাছে।

তাকে একা ফিরতে দেখে সাপটার আনন্দের সীমা নেই। নোভিস্‌নির সামনে এসে বলে, "এবার যাবে কোথায়? অ্যাঁ?"

রাজকুমারী বলে সাপটাকে: "তুমি আর ওকে মেরে হাতে গন্ধ কোরো না। এক কাজ করা যাক্। ওকে দিয়েই জল ফোটাই এস। সেই ফুটন্ত জলে ও নিজেই ঝাঁপ দিয়ে মরবে।"

সাপ বললে, "বেশ, বেশ।" নোভিস্‌নিকে হুকুম দিলে: "যাও, শীগগির কাঠ কেটে জল গরম কর।"

মনের দুঃখে নোভিস্‌নি কাঠ কেটে যাচ্ছে, এমন সময় কালচে বাদামী রংএর একটা পাখী উড়ে এসে তার কানে কানে বলল, "আস্তে আস্তে কাটো রাজপুত্র। তোমার কুকুর দুটো চুল্লীর দরজা কাটতে শুরু করেছে দাঁত দিয়ে। এরই মধ্যে তারা দুটো দরজা কেটে ফেলেছে।"

কাঠ কাটা হ'য়ে গেলে, নোভিস্‌নি কড়াইতে জল ভ'রে নীচে আগুন জ্বেলে দিল। শুকনো কাঠ, দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করল। পাখীটার কথা মনে করে নোভিস্‌নি তাড়াতাড়ি জল ছিটিয়ে আঁচ কমিয়ে দিলে। তারপরে কলসী নিয়ে বাগানে চলল আরও জল আনতে। পথে পাখীটা আবার উড়ে এসে তার কানে কানে বললে, "যতটা পারো দেরী করো, তোমার কুকুরদের চারটে দরজা কাটা হ'য়ে গেছে।"

জল নিতে উনুনের কাছে ফিরে আসতেই বোন বললে, "আরে, জল যে ফুটছেই না। শীগগীর উনুনটা খুঁচিয়ে দাও।"

নোভিস্‌নি কি আর করে? খুঁচিয়ে দিল উনুনটা। কাঠগুলো আবার হু হু ক'রে জ্বলতে লাগল। কিন্তু বোন একটু সরে যেতেই, সে আবার জল ছিটিয়ে আঁচ কমিয়ে দিল। আবার সে জল আনতে গেল বাইরে। পাখীটা এসে বলল, "চিন্তা নেই রাজপুত্র, কুকুরগুলো ছটা দরজা কেটে ফেলেছে।"

জল নিয়ে ফিরে আসতে বোন আর একবার এসে দেখে গেল। রাজপুত্র তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বেছে বেছে শুকনো কাঠ গুঁজতে লাগল উনুনে, আবার সে স'রে যেতেই, জল ঢেলে সেগুলো নিবিয়ে দিতে লাগল। পাখীটা উড়ে এসে সাহস দিয়ে গেল: "ভয় নেই রাজকুমার। কুকুরগুলো বারোটা দরজাই কেটে ফেলেছে। এবার তারা একটু বিশ্রাম নিচ্ছে, এখনই ছুটে আসবে।"

কিন্তু এত করেও বুঝি শেষ রক্ষা হয় না। জল ফুটে উঠল। তাই দেখে বোন ছুটে এসে বলে, "আর দেরী কেন? তাড়াতাড়ি নিজেকে সেদ্ধ ক'রে ফেল ঐ জলে।" এই বলে সে ভিতরে গেল টেবিল গোছাতে, যাতে ক'রে ঐ টেবিলে রেখেই সাপটা রাজপুত্রের সেদ্ধ করা নরম শরীরটা খেয়ে ফেলতে পারে।

নোভিস্‌নি হাতায় ক'রে একটু একটু গরম জল নিজের গায়ে ঢালতে থাকে, আর সাপটাকে অনুনয়

বিনয় করতে থাকে, "বোনাই, এই কাঁটাওয়ালা গাছটায় একবার উঠতে দাও আমাকে, এর মাথায় উঠলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। একটু শেষবারের মতো চারিদিকে তাকিয়ে দেখি।"

বোন বলে, "খবরদার অমন কাজটি কোরো না। উঠলে ও আর নামতে চাইবে না। মিছিমিছি সময় নষ্ট।"

সাপটা দয়া দেখিয়ে বলে, "যাকৃগে, একটু দেরী হ'লে আর কি হবে? উঠতে চায় উঠুক গাছে।"

তরতর ক'রে একেবারে গাছের ডগায় উঠে যায় নোভিস্‌নি। তারপরে সেখানে বসে বাঁশী বাজাতে আরম্ভ করে। এদিকে নীচ থেকে বোন তাড়া দেয়, "আবার ঢং করে বাঁশী বাজানো হ'চ্ছে। নেমে আয় শীগগীর। আমরা কি সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকবো নাকি?"

উপায় নেই। রাজপুত্র ধীরে ধীরে নামতে শুরু করে। প্রতি ডালে যতটা সম্ভব দেরী করে, কিন্তু তবু কুকুর দুটোর দেখা নেই। শেষ ডালে দাঁড়িয়ে রাজপুত্র ভাবে 'আর ঠেকানো গেল না। এবার মরতেই হ'ল।' কিন্তু যেই সে শেষ ডালটা দিয়ে লাফিয়ে মাটিতে নামল অমনি তার কুকুর দুটো ঘেউ ঘেউ ক'রে ছুটে এলো। নেকড়ে, ভালুক, খরগোশ, শেয়ালের বাচ্চাগুলোও ছুটতে ছুটতে এসে গোল হ'য়ে তার চারপাশে দাঁড়িয়ে গেল। আর যেই সাপটা নোভিস্‌নির ডাক শুনে বাইরে এলো, অমনি তারা সব ছুটে গিয়ে কামড়ে কামড়ে তাকে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলল।

তারপরে সব টুকরো কটা কুড়িয়ে রাজপুত্র সেগুলো পুড়িয়ে ফেললে। রাজকন্যা কিন্তু ওরই মধ্যে সাপের একটা দাঁত লুকিয়ে রেখে দিলে। রাজপুত্র বললে রাজকন্যাকে "যেমন তুই শয়তানী, থাক এখানে একলা প'ড়ে। এই দুটো বালতি ঝুলিয়ে দিলাম এই কাঁটা গাছটার গায়ে। যদি তুই আমার জন্য কাঁদিস, তাহ'লে এই বালতিটা জলে ভ'রে যাবে। কিন্তু যদি তুই সাপটার জন্য কাঁদিস, তাহ'লে ঐ বালতিটা রক্তে ভরে যাবে।" এই ব'লে তার জন্তুজানোয়ারের দল নিয়ে নোভিস্‌নি চলে গেল সেখান থেকে, রাজকন্যাকে ফেলে রেখে।

যেতে, যেতে, যেতে, যেতে এক রাজ্যে গিয়ে নোভিস্‌নি শুনল ঘরে ঘরে কান্নার রোল। কি ব্যাপার? না, একটা বারো মাথাওয়ালা ড্রাগন বাসা বেঁধেছে ওখানকার খাওয়ার জলের ঝর্ণাতলায়। লোক জল আনতে গেলেই ড্রাগনটা গলা বাড়িয়ে খেয়ে ফেলে। রাজ্যে আর কোন ঝর্ণা নেই। লোকে জল না পেয়ে মরতে বসেছে। রাজা ঘোষণা করেছেন, যে ঐ ড্রাগনটা মারতে পারবে তাকে রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব দেবেন।

নোভিস্‌নি বুক ফুলিয়ে বলে, "আমি মারবো ঐ ড্রাগন।" তার দলবল নিয়ে নোভিস্‌নি গেল ঝর্ণাতলায় আর ড্রাগনটা হাঁ করে গিলতে এলেই হুকুম দিল তার জানোয়ারদের "প্রোতিয়ুস্‌ নেদভিগা তোমরা সব ঝাঁপিয়ে পড় ঐ ড্রাগনটার ওপর।"

বলতে দেরি আছে, করতে দেরি নেই। কুকুর দুটো, নেকড়ের বাচ্চা, ভালুকের বাচ্চা, শেয়ালের বাচ্চা সব এক সাথে চারদিক থেকে ড্রাগনটাকে কামড়াতে লাগল আর নোভিস্‌নির তরবারিখানা আপনা

থেকে ঘুরে ঘুরে ড্রাগনটার গলা কাটতে লাগল কচ্ কচ্ করে। একটু বাদেই ড্রাগনটা টুকরো টুকরো হ'য়ে মারা পড়ল। রাজাও তার মেয়েকে বিয়ে দিলেন নোভিস্নির সাথে।

রাজকন্যাকে বিয়ে ক'রে নোভিস্নি পা চালিয়ে দিলে বাড়ির দিকে। অনেক দূর যাওয়ার পর নোভিস্নি ক্লান্ত হ'য়ে রাজকন্যার কোলে মাথা দিয়ে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল আর একটু পরেই অঘোরে ঘুমোতে লাগল। এদিকে হয়েছে কি, রাজা মেয়ে জামাইয়ের সাথে যে চাকরটা দিয়েছিলেন সেটা ছিল হাড় বজ্জাত। বেটা লক্ষ্য করেছে যে নোভিস্নির তলোয়ারটা আপনা থেকেই ঘুরে ঘুরে সব কেটে ফেলে। নোভিস্নি ঘুমিয়ে পড়া মাত্রই, ঐ বদমাশটা এগিয়ে এসে তার কোমর থেকে তলোয়ারখানা খুলে নিয়ে নোভিস্নির বুকের উপর ধরে বলল, "তলোয়ার, কেটে ফেল রাজপুত্রকে।"

বলামাত্রই তলোয়ারটা কুচ্ কুচ্ করে কেটে ফেলল নোভিস্নিকে। তারপরে লোকটা তলোয়ার উঁচিয়ে বলল ঃ "রাজকন্যে। ভগবানের নামে শপথ কর, বাড়ি গিয়ে বলবে যে আমি তোমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছি। যদি রাজী না হও, তাহ'লে রাজপুত্রের মতো তোমাকেও কচু কাটা করব।"

রাজকন্যা আর কি করে? প্রাণের দায়ে রাজী হ'তে হয় তাকে। দু'জনে ফিরে যায় রাজার কাছে। রাজা তো মেয়েকে ফিরে পেয়ে মহা খুশি। রাজ্যের লোকজনও চাকরটার বুদ্ধি ও সাহসের তারিফ করে।

ওদিকে নোভিস্নির সাথে সাথে তার পশুর দলও ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারা কিছুই টের পায়নি। নেদ্‌ভিগা জেগে উঠে দেখে রাজপুত্র টুকরো টুকরো হ'য়ে প'ড়ে আছে। সে তাড়াতাড়ি সবাইকে জাগিয়ে দিল। সবাই যুক্তি পরামর্শ করে ঠিক করল, খরগোশই সব চেয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়তে পারে। সুতরাং ও-ই ছুটে গিয়ে নিয়ে আসুক সঞ্জীবনী জল আর সেই আপেল যে আপেল খেলে যৌবন ফিরে আসে।

বলতে না বলতে খরগোশের বাচ্চা দে ছুট। ছুটতে, ছুটতে, ছুটতে ছুটতে-এ, এক জায়গায় এসে দেখল একটা ফল-ভর্তি আপেল গাছ, আর তার পাশেই এক জলের কুয়ো। দেখেই সে বুঝলে, এর খোঁজেই সে চলেছে। কিন্তু কি ক'রে জল আর আপেল নেওয়া যায়? এক জাঁদরেল মস্কোবাসী রুশ পাহারা দিচ্ছে ঐ জল আর আপেল। অনবরত সে কোপ দিয়ে যাচ্ছে তার বাঁকা তলোয়ার দিয়ে। একটা ইঁদুরও তার তলা দিয়ে গলে যেতে পারে না।

তখন খরগোশের বাচ্চাটা করলে কি, এঁকে বেঁকে ঠেঙ্গিয়ে ঠেঙ্গিয়ে চলতে লাগল। দেখে মনে হয় সে একেবারে পঙ্গু। ঐ ভাবে রুশী লোকটার কাছে এগিয়ে যেতেই, লোকটা একবার তাচ্ছিল্যের সাথে তাকিয়ে দেখল ঃ 'এটাকে আর বাধা দিয়ে লাভ কি? এটাতো জলের কিনারায় পৌঁছতেই পারবে না।" কিন্তু যেই খরগোশের বাচ্চাটা ঠেঙ্গিয়ে ঠেঙ্গিয়ে কুয়োর মুখে পৌঁছে গেছে, অমনি লোকটার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। কিন্তু তখন আর খরগোশকে ঠেকায় কে? চট করে এক আঁজলা জল তুলেই সে দাঁতে করে একটা ছোট আপেল ছিঁড়ে নিল। আর তার পরেই চোঁ-চাঁ দৌড়। এক ছুটে সে পৌঁছে গেল তার দলে।

নেদ্ভিগা তার হাত থেকে জলটুকু নিয়েই ছিটিয়ে দিল রাজকুমারের শরীরের কাটা টুকরো-গুলোর উপর আর এক ফোঁটা জল ঢেলে দিল তার মুখে। দেখতে দেখতে সব টুকরোগুলো জোড়া লেগে রাজকুমারের দেহে প্রাণের সঞ্চার হ'লো। তারপরে আপেলের এক টুকরো খাইয়ে দিতেই সে চাঙ্গা হয়ে উঠে বসল আগের চেয়েও সুন্দর ও শক্তসামর্থ্য চেহারা নিয়ে। এবার সবাই পরামর্শ করে ঠিক করলে, রাজপুত্র এক বুড়োর ছদ্মবেশে ফিরে যাবে রাজার কাছে।

তাই হ'ল। নোভিস্নি বুড়োর বেশ ধ'রে রাজার রাজ্যে ফিরে গেল। প্রাসাদের সদর দরজায় গিয়ে সে চেঁচাতে লাগলো ঃ "আমাকে একটু ভিতরে যেতে দাও গো। আমি রাজার মেয়ে জামাইকে একবার দেখব।"

চাকরবাকররা তো তাকে কিছুতে ভিতরে ঢুকতে দেবে না। কিন্তু তার করুণ স্বর রাজকন্যার কানে যেতেই তাঁর দয়া হ'ল। তার হুকুমে চাকরবাকররা নোভিস্নিকে নিয়ে এল তার কাছে। ভিতরে ঢুকে নোভিস্নি তার টুপি আর ঢোলা জামা খুলে ফেলল।

খোলার সময় তার বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলের হীরের আংটি ঝক্‌মক্ করে উঠল। রাজকন্যার নজরে পড়ল সেটা। 'এই তো সেই আংটি যেটা আমি রাজপুত্রকে দিয়েছিলাম ড্রাগন মারার পরে। এ নিশ্চয় সেই রাজপুত্র।' তৎক্ষণাৎ সে রাজাকে ডেকে বলল, "বাবা, এই আমার স্বামী। এ-ই আমাকে বাঁচিয়েছিল ড্রাগনটাকে মেরে। আর এই বজ্জাতটা—সেই পাজী চাকরটাকে দেখিয়ে বলে—আমার স্বামীকে খুন ক'রে আমাকে ভয় দেখিয়ে জোর ক'রে আমাকে দিয়ে মিথ্যে কথা বলিয়েছে।"

সব শুনে রাজা রাগে জ্বলে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন তার লোকজনদের ঃ "এই শয়তানটাকে এক্ষুণি একটা বুনো ঘোড়ার লেজে বেঁধে ছেড়ে দাও। ঘষটে ঘষটে মারা যাক নচ্ছারটা।"

আর কি ? নোভিস্নি রাজার প্রাসাদে রাজকন্যাকে নিয়ে পরমসুখে দিন কাটাতে থাকে। বেশ কিছু দিন পর রাজকন্যা জিজ্ঞেস করে ঃ "আচ্ছা, তোমার আর কেউ নেই ?"

নোভিস্নি তখন তার বোনের কথা বলে। সব শুনে রাজকন্যা বলে, "চল, দেখে আসি সে কেমন আছে।"

দুজনে ঘোড়ায় চড়ে চলল সেখানে। পিছু পিছু গেল অনুরক্ত পশুর দল। কুঁড়ে ঘরের কাছে পৌঁছে কাঁটাগাছের গায়ে ঝোলানো বালতি দুটোর দিকে তাকিয়ে নোভিস্নি দেখে একটা একেবারে খটখটে শুকনো, আর একটা একেবারে রক্তে ভর্তি। দেখামাত্রই নোভিস্নি বুঝল তার বোন সাপটার জন্যই কেঁদে এসেছে এতদিন, তার জন্যে এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলেনি। দেখেই সে রাগ করে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু বোন হাতে পায়ে ধ'রে কাঁদতে লাগল। শেষটায় নোভিস্নির দয়া হ'ল। বোনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল সে।

রাজপুরীতে ফিরে এসেই বোন করলে কি সাপের সেই যে দাঁতটা সে লুকিয়ে রেখেছিল, সেটা

গুঁজে রাখল নোভিস্‌নির বালিশে। নোভিস্‌নি যেই রাত্রিবেলা শুতে গিয়ে বালিশে মাথা রেখেছে, অমনি দাঁতটা তার গায় ঢুকে গেল আর বিষের ঝাঁঝে মরে গেল সে। তার স্ত্রী স্বামীকে কথা বলতে না দেখে ভাবলে রাগ করেছে বুঝি। কিন্তু শেষটায় গায়ে হাত দিতেই দেখে, ও-মা! গা যে একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা। ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠল সে। চীৎকার শুনেই প্রোতিয়ুস্ দৌড়ে এলো। এক নজরেই ব্যাপারটা বুঝে ফেলে প্রভুকে চুমু খেল সে। চুমু খাওয়া মাত্রই নোভিস্‌নি বেঁচে উঠল, কিন্তু প্রোতিয়ুস্ ঢ'লে পড়ল। তখন নেদ্‌ভিগা ছুটে এসে প্রোতিয়ুস্‌কে চুমু খেল। প্রোতিয়ুস্ বেঁচে উঠল, কিন্তু নেদ্‌ভিগা ঢ'লে পড়ল। তারপরে ভালুকের বাচ্চা নেদ্‌ভিগাকে চুমু খেয়ে ঢ'লে পড়ল, নেদ্‌ভিগা বেঁচে উঠল।

এমনি করে পর পর চুমু খেতে খেতে শেয়ালেয় বাচ্চার পালা এলো খরগোশের বাচ্চাকে চুমু খাওয়ার। শেয়ালের বুদ্ধি তো। সে খরগোশের বাচ্চাটাকে কাঁধে ফেলে এক ছুটে বনে গেল। গিয়ে দেখল একটা কাটা ওক্ গাছ পড়ে আছে, তার তুটো ডাল তুদিকে গেছে। সে করল কি খরগোশের বাচ্চাটাকে নীচের ডালটার উপর শুইয়ে দিয়ে নিজে ঘুরে গিয়ে উপর থেকে বাচ্চাটাকে চুমু খেল। চুমু খাওয়ার সময় ভাল ভাবে খেয়াল রাখল যাতে উপরের ডালটা তার আর খরগোশের বাচ্চাটার মাঝখানে থাকে।

চুমু খাওয়ামাত্রই সাপের দাঁতটা খরগোশের বাচ্চার গা থেকে বেরিয়ে বিঁধে গেল উপরের ডালটায়। আর কি? খরগোশের বাচ্চাও বেঁচে উঠল, শেয়ালের বাচ্চাকেও মরতে হ'ল না। তুজনে একছুটে বন থেকে বেরিয়ে রাজবাড়ি গিয়ে হাজির। সবার মনে খুব আনন্দ।

তখন থেকে নিত্য রাজবাড়িতে চলল মহাধূমধাম। কিন্তু ঐ বজ্জাত বোনটাকে সবাই মিলে ধ'রে একটা বুনো ঘোড়ার লেজে বেঁধে ধূ-ধূ করা মাঠে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এলো। ছাড়া পেয়েই ঘোড়াটা বোনটাকে লেজে ঘষ্‌ড়াতে ঘষ্‌ড়াতে এক ছুটে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

